PRINCIPLES OF MORALS

IN BENGALI.

BY

AKKHOY-COOMAR DUTT.

PART I.

SEVENTH EDITION

ধর্ম্মনীতি।

অর্থাৎ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-বিষয়িণী নীতি বিদ্যা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত।

প্রথম ভাগ।

সপ্তম বার মুদ্রিত।

CALCUTTA:

The New Sanskrit Press.

18

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মনীতির প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে; নানা ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; এক্ষণে সেই সমুদায় সঙ্কলন পূর্ব্বক স্বতন্ত্র পুস্তক করিয়া প্রচার করা যাইতেছে।

এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিবার পর আমি কোন উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইয়াছি। এই নিমিত্ত কয়েকমাসাবধি ইহার প্রচারবিষয়ে একবারেই নিরস্ত ছিলাম। পরে অনেকে এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে, এক্ষণে সত্বরেই শেষ করিয়া দিতে হইল। ইহা যেরূপ সংশুদ্ধ করিয়া পাঠকসমাজে উপস্থিত করিবার মানস ছিল, শারীরিক অপটুতা প্রযুক্ত তাহা কোন রূপেই হইয়া উঠিল না। যাহা হউক, এতাদৃশ অসুসম্পন্ন পুস্তক যদি পাঠকবর্গের পাঠ-যোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলেও সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

১০ই মাঘ। শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

ধর্ম্মনীতি।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় প্রাণীকেই ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভে অধিকারী করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। এই দুই বিষয়ের ক্ষমতা থাকাতে, মনুষ্য-নামের এত গৌরব হইয়াছে, এবং এই দুই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেই মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সুখ যে এমন অনির্ব্বচনীয় পরম প্রার্থনীয় পদার্থ, ধর্ম্মস্বরূপ রত্নজ্যোতি তদপেক্ষাও শতগুণ উৎকৃষ্ট। যদিও সকল লোকে প্রায় সুখোদ্দেশেই সমস্ত কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে, কিন্তু যে স্থলে কোন পুণ্য-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, আপাততঃ ইন্দ্রিয়-সুখের অল্পতা ও বৈষয়িক ক্লেশের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে যিনি ধর্ম্মার্থে সুখ-বিসর্জ্জন ও

ক্লেশ-স্বীকার করেন, আমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অঙ্গীকার করি, এবং তাঁহাকে মনের সহিত প্রীতি ও প্রশংসা করিয়া থাকি। আর যিনি তুচ্ছ-সুখানুরোধে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হন, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকি। বিশুদ্ধ-সুখ-সম্ভোগ পরম পবিত্র পুণ্য-ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান-কালে স্বকীয় সুখোদ্দেশে কার্য্য করা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির স্বভাব-সিদ্ধ নহে। যখন কোন দয়াবান সাধু ব্যক্তি কোন মনুষ্যকে গৃহ-দাহে দগ্ধ হইতে দেখিয়া, অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়াও, তৎক্ষণাৎ তাহাকে রক্ষা করিতে ধাবমান হন, তখন তিনি মনে মনে ঐহিক বা পারত্রিক সুখ লাভের প্রত্যাশা ও পর্য্যালোচনা করিয়া ঐ অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। মুমূর্ষু ব্যক্তির উপস্থিত দুঃখ ও আসন্ন বিপদ্ দৃষ্টি করিয়া তাঁহার দয়া-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত, তিনি স্বকীয় কারুণ্য-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও, সেই ব্যক্তির যন্ত্রণা-নিবারণ ও প্রাণরক্ষার্থে যত্নবান্ হন। ভোগাসক্ত ধনাঢ্যদিগের শোভাকর অট্টালিকা, উত্তম বেশ ভূষা, বহু-মূল্য যান, অবিশ্রান্ত আমোদ প্রমোদ প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুরূপ ঐশ্বর্য্য-ভোগে অনেকের অভিলাষ হইতে পারে বটে, কিন্তু যে মহাত্মা যথার্থ-ধর্ম্ম-প্রচারার্থে কঠিন নিগ্রহ স্বীকার ও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, অথবা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনত্ব রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র পাঠ ও কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে, তাঁহাকে একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ

করিতে ও মনুষ্যের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সকলেরই প্রবৃত্তি হয়। অতএব, ধর্ম্মরূপ মহা-রত্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ। এই পরম পদার্থের স্বরূপ কি, এবং কোন্ কোন্ কর্ম্মই বা যথার্থ ধর্ম্ম তাহা বিবেচনা করা মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, ঐ দুই বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে ধর্ম্মনীতি কহে। X

অপর সাধারণ সকলেই কতকগুলি কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম, আর কতকগুলিকে অসৎ কর্ম্ম বলিয়া জানেন। ক্ষুধা-তুরকে অন্ন-দান, অজ্ঞানকে জ্ঞান-প্রদান, বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার, উপকারীর প্রত্যুপকার এই সমুদায়কে সৎ কর্ম্ম, এবং অর্থাপহরণ, পর-পীড়ন, প্রতারণা, নর-হত্যা এই সমুদায়কে অসৎ কর্ম্ম বলিয়া মনুষ্য-মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। কিন্তু আমরা কি নিমিত্ত প্রথমোক্ত কর্ম্ম-সমুদায়কে সৎ কর্ম্ম এবং শেষোক্ত কর্ম্ম-সমুদায়কে অসৎকর্ম্ম বলিয়া থাকি, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে, অগ্রে আমা-দের মানসিক প্রকৃতি নিরূপণ করিতে হয়। মানসিক প্রকৃতি নিরূপিত হইলেই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপিত হইবে। ✓

মনুষ্যের মনোবৃত্তি তিনপ্রকার; নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। কাম, অপত্য-স্নেহ, অর্জ্জন-স্পৃহা, জিঘাংসা প্রভৃতির নাম নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি; উপমিতি, অনুমিতি প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা পদার্থ-জ্ঞান ও বিচার-শক্তি জন্মে, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি; আর উপ-

চিকীর্ষা, ভক্তি, ন্যায়পরতা এই তিন প্রধান বৃত্তির নাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারণ ও তাহাদের স্বরূপ নিরূপণ, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-বিষয়ক জ্ঞানের উপর অধিক নির্ভর করে, এ কারণ এ স্থলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

উপচিকীর্ষা।—পরের দুঃখ-মোচন ও সুখ-বর্দ্ধনের অভিলাষ করা, পরম পবিত্র উপচিকীর্ষা-বৃত্তির স্বভাব-সিদ্ধ কার্য্য। কেবল অর্থ-দান করিলেই দয়া-প্রকাশ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এমত নহে। প্রত্যুত সহস্র প্রকারে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এবং জন-সমাজের শুভ সম্পাদন করিয়া উপচিকীর্ষা বৃত্তিকে চরিতার্থ করা যায়। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যতদূর সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার উপায় করা, জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ, সদালাপ, সৎপরামর্শ-প্রদান প্রভৃতি শুভকর ব্যাপার দ্বারা সকলকে সুখী করি-বার চেষ্টা করা, কর্কশ কথা ও কঠোর ব্যবহার দ্বারা অন্য লোককে নিরর্থক দুঃখিত করিতে না হয় একারণ ক্রোধ-নিবারণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভ্যাস করা, লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়েও রসনা হইতে নীরস শব্দ নিঃসারণ না করিয়া দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করা, পীড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহাদের যন্ত্রণারূপ অগ্নি-শিখায় শান্তি-বারি সেচন করা, চতু-র্দ্দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার নিমিত্তে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা, সমুদয় সংসারকে সুখামৃত-

রসে অভিষিক্ত করিবার উদ্দেশে সকল কার্য্য সম্পাদন করা এই পরম পবিত্র উপচিকীর্ষা-বৃত্তির উদ্দেশ্য। আপন সন্তানেরই হউক, মিত্রেরই হউক, অপর ব্যক্তিরই বা হউক, সকল লোকেরই কল্যাণ-প্রার্থনা ও সুখ-চেষ্টা করা এই উপচিকীর্ষার কার্য্য। কোন বিষয়ে স্বার্থানুসন্ধান করা এ প্রবৃত্তির অভিসন্ধি নহে।

ভক্তি।—"মহৎ ও উত্তম গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় হয়।" পাত্রবিশেষে ভক্তি, মর্য্যাদা, ও আদর অপেক্ষা করা এই প্রধান প্রবৃত্তির কার্য্য। এই বৃত্তি থাকাতে, আমরা গুরুজনদিগকে ভক্তি করি, গুণী, মানী, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধা করি, এবং প্রভু ও ভূপতি প্রভৃতি প্রভুত্বশালী ব্যক্তিদিগকে সমাদর ও সম্ভ্রম করি। যাঁহার যত উৎকৃষ্ট গুণ দর্শন ও শ্রবণ করা যায়, তাঁহার প্রতি তত প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন ভক্তি-ভাজন এমন আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তাঁহার অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, পরমাশ্চর্য্য, পরাৎপর স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, কাহার অন্তঃকরণ প্রগাঢ় ভক্তি-রসে আর্দ্র না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে?

ন্যায়পরতা।—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে এই প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উপকারিণী। পরের হিতাভিলাষ এবং পাত্র-বিশেষে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ মাত্র উপচিকীর্ষা ও ভক্তি-বৃত্তির কার্য্য। কিন্তু ইতিকর্ত্তব্যতা-জ্ঞান, অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে, এপ্রকার জ্ঞান করা এই দুই বৃত্তির

কার্য্য নহে, ইহা কেবল ন্যায়পরতার কার্য্য। যখন উপচিকীর্ষা-বৃত্তি, কোন যোগ্য পাত্রকে অর্থ দান করিতে প্রবৃত্তি দেয়, এবং ভক্তি, কোন শ্রদ্ধাস্পদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে অদেশ প্রদান করে, তখন তাহাদের উপদেশানুসারে দান ও শ্রদ্ধা-প্রকাশ করা যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এ প্রকার জ্ঞান হওয়া ন্যায়পরতা-বৃত্তির কার্য্য।

ন্যায্যান্যায্য প্রতীতি করাও এই প্রবৃত্তির স্বভাব-সিদ্ধ। ফলতঃ, বিচারাগারে যত বিচারক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা কেবল ন্যায়পরতা ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি, দোষীর দোষ নিরূপণ ও অভিসন্ধি অবধারণ, এবং তাহার কর্ম্মের ফলাফল বিবেচনা করিয়া থাকে; কিন্তু সেই কর্ম্মটি অন্যায় বা ন্যায়-সিদ্ধ তাহা কদাপি প্রতীত করিতে পারে না। কোন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি তৎসম্পর্কীয় সমুদায় ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, পরে ন্যায়পরতা-বৃত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহা গর্হিত বা অগর্হিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ন্যায্যান্যায্য প্রতীতি করা কেবল ন্যায়পরতা-বৃত্তিরই কার্য্য।

যখন ক্রোধাদি প্রবল হইয়া পরের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ন্যায়পরতা এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতে থাকে, যে, আত্ম-রক্ষা ও আশ্রিত-প্রতিপালনার্থ আততায়ী নিবারণ করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আততায়ী হইয়া অন্যকে আক্রমণ করা

উচিত কর্ম্ম নহে। যখন অর্জ্জন-স্পৃহা বলবতী হইয়া কাহারও অর্থাপহরণ করিতে উদ্যত হয়, তখন ন্যায়-পরতা উপস্থিত হইয়া এইরূপ আদেশ করে, পরিবার-প্রতিপালন ও পরোপকার-সাধনার্থ যথানিয়মে অর্থোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তদর্থে পর-ধন-হরণ করা কোন মতে উচিত নহে। যখন উপ-চিকীর্ষা-বৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী হইয়া, পাত্রাপাত্র ও ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা না করিয়া, যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে প্রবৃত্তি দেয়. তখন ন্যায়পরতা উত্থিত হইয়া এইরূপ উপদেশ করিতে থাকে, দান-ধর্ম্ম প্রধান কর্ম্ম বটে, কিন্তু অপাত্রে ও অন্যায় স্থলে দান করা উচিত নহে। কৃপণতা দোষ বটে, কিন্তু অতিব্যয়শীলতাও সামান্য দোষ নহে। ন্যায়পরতা-বৃত্তি এই রূপে অপ-রাপর সমুদায় বৃত্তিকে সংযত ও শাসিত করিয়া সং-সারের অনিষ্টনিবারণে অবিরতই প্রবৃত্ত থাকে।

যাঁহার ন্যায়পরতা-বৃত্তি অতিশয় তেজস্বিনী, তিনি কেবল অন্যের শরীর ও সম্পত্তি বিষয়ক অনিষ্ট-সাধন পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত থাকেন না; বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অন্যের সুখ্যাতি-লোপ, প্রণয়-হানি ইত্যাদি ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করাও বিষম বিগর্হিত বলিয়া জানেন। কিন্তু আপনারই হউক, আর পরেরই হউক, যথার্থ দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া থাকেন। সহসা ঋণ-বদ্ধ ও বচন-বদ্ধ হইতে চাহেন না, কিন্তু ঋণ-পরিশোধে ও প্রতিশ্রুত-পরিপালনে সর্ব্বদা সত্বর থাকেন। ন্যায়-পরায়ণ মহানুভাব মনুষ্যেরা এই

মহীয়সী বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সত্য-পালন ও কর্ত্তব্য-সম্পাদনার্থে ধন, মান, খ্যাতি ও প্রভুত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারেন।

উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা এই তিনটি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিষয় এ স্থলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। যে কার্য্য এই তিন উৎকৃষ্ট বৃত্তির অনুমোদিত, তাহাই সৎকার্য্য। আর যে কার্য্য ইহাদের অনুমোদিত নহে তাহাই অসৎ কার্য্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত লিপি-বদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে ধর্ম্ম-স্বরূপ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বৃত্তির এক এক প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা, উপার্জ্জন করা অর্জনস্পৃহা-বৃত্তির প্রয়োজন, পরোপকার করা উপচিকীর্ষা-বৃত্তির প্রয়োজন, কার্য্য-কারণ নিরূপণ করা অনুমিতি-বৃত্তির প্রয়োজন ইত্যাদি। জগদীশ্বর যে কার্য্য সাধনার্থ যে বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োজন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক স্থলে এক বৃত্তির সহিত অন্য বৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়। এক বৃত্তি যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, অন্য বৃত্তি তাহা নিষেধ করিতে থাকে। অর্জনস্পৃহা-বৃত্তি থাকাতে উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং পরিবার-প্রতিপালনার্থে উপার্জ্জন করাও বিহিত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পরের অর্থাপহরণ করা ন্যায়পরতা-বৃত্তির অভিমত নহে। অর্জ্জনস্পৃহা-বৃত্তি পর-ধন-হরণে প্রবৃত্তি দিতে পারে, কিন্তু ন্যায়পরতা-বৃত্তি তাহা নিষেধ

করিয়া থাকে; সুতরাং এক বৃত্তির উপদেশ স্বীকার করিতে গেলে, অন্য বৃত্তির উপদেশ অস্বীকার করা হয়। অতএব, এরূপ স্থলে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, অন্য অন্য বৃত্তিকে তাহাদের বশবর্ত্তী করিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায় যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবতঃ হৃদয়ঙ্গম আছে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই সমস্ত শেষোক্ত প্রধান প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। অতএব, এমন স্থলে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তিকে অনাদর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যদি অপত্যস্নেহ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না থাকে, তাহা হইলে বিস্তর অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। যাঁহার অপত্যস্নেহ অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাদৃশ তেজস্বিনী নহে, তিনি অত্যন্ত স্নেহাসক্ত হইয়া স্বীয় সন্তানের শুভাশুভ সমুদায় মনোরথ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন। হিতকারী বা অহিতকারী যে কোন বিষয় দ্বারা সন্তানের মনস্তুষ্টি জন্মে, তাহাই করিয়া থাকেন। এই রূপে, অনেক সন্তানের অতিভোজনে, আলস্য-বৰ্দ্ধনে ও পাপাচরণেও উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এপ্রকার ব্যবহার আমাদের সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হয়, সন্তানের সমুদায় অশুভবাসনা সিদ্ধ করিলে,

তাহার অসুস্থতা, অশিক্ষিত, উগ্রভাব প্রভৃতি নানা-প্রকার অনিষ্ট উৎপাদন করা হয়। যদ্দ্বারা কাহারও ক্লেশ ও অনিষ্ট হয়, তাহা কদাচ উপচিকীর্ষা-বৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। নির্ব্বোধ বালকের অন্তঃকরণ অসৎ পথে চালনা করিলে তাহার প্রতি ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হয়, অতএব এরূপ আচরণ ন্যায়পরতা-বৃত্তিরও সম্মত নহে। পরম পিতা পরমেশ্বর আমা-দিগের প্রতি শিশুর ভরণ পোষণ ও সাধ্যমত শুভোন্নতি সাধন করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন, অতএব তাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিয়া অকল্যাণ উৎপাদন করা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নহে ; সুতরাং এরূপ আচরণ পরমেশ্বর বিষয়িণী ভক্তিরও অনুগামী নহে। অতএব, সন্তানের অসৎ কামনা পরিপূরণ যদিও অপত্যস্নেহের সম্পূর্ণরূপ গ্রাহ্য, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির গ্রাহ্য নহে, সুতরাং কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি বটে, কিন্তু তাহাদেরও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধানার্থে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের সহায়তা আবশ্যক করে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সহিত প্রগাঢ় অপত্যস্নেহের সহযোগ থাকিলে, সন্তানকে যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ পূর্ব্বক লালন পালন করা যায়, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা সেরূপ করা যায় না। অপরের অপেক্ষা সন্তানের শুভ-সাধনে যে অধিকতর অনুরাগ হয়, অপত্যস্নেহই তাহার প্রধান কারণ।

অতএব, সকলপ্রকার মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধী থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তদনুযায়ী ব্যবহারই বৈধ ব্যবহার, এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহারই অবৈধ। যে স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে এই শেষোক্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সমুদায়ের অনুমতি প্রতিপালন করাই শ্রেয়ঃকল্প। এইরূপ ব্যবহারের নামই ধর্ম্ম ও পুণ্য; ধর্ম্ম ও পুণ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোমাবৃত চতুষ্পদ প্রাণীর সাধারণ নাম পশু, এবং কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদ প্রাণীর সাধারণ নাম পক্ষী, সেইরূপ, সমুদায় বৈধ কর্ম্মের সাধারণ নাম ধর্ম্ম ও পুণ্য। বৈধ কর্ম্মের সহিত ধর্ম্ম ও পুণ্যের কিছুমাত্র বিশেষ নাই। পরস্পর ঐক্য-ভাবাপন্ন সমুদায় মনোবৃত্তির অভিমত কার্য্যকে বৈধ কার্য্য বলে, তাহাকেই কর্ত্তব্য কহে, এবং তাহাই ধর্ম্ম ও পুণ্য বলিয়া উল্লিখিত হয়।

সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা এই তিন বৃত্তিরই অভিমত তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল স্থলে পরস্পর সহকৃত হইয়া একত্র কার্য্য করে এমত নহে। তাহারা অনেক স্থলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করে। যদি কোন ব্যক্তি সহসা নদীগর্ভে পতিত হয় আর অন্য কোন দয়া-শীল ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পান, এবং তাঁহার সন্তরণ করিবার সামার্থ্য থাকে, তবে তিনি স্বভাব-সিদ্ধ প্রগাঢ় উপচিকীর্ষামাত্রের বশীভূত হইয়া তাহার উদ্ধারার্থ ধাব-

মান হইতে পারেন। ঐ কার্য্য ন্যায়-সম্মত ও ঈশ্বর-অভিপ্রেত কি না, তিনি সে সময়ে তাহা বিবেচনা না করিলেও না করিতে পারেন। কিন্তু যখন আমরা স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখি, তখন প্রতীতি হয়, এ কার্য্য যেমন উপচিকীর্ষা-বৃত্তির অভিমত, সেইরূপ, ন্যায়ানুগত, বুদ্ধি-সম্মত এবং ঈশ্বরাভিপ্রেতও বটে। অতএব সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি এ কার্য্যের বৈধতা স্বীকার করিয়া থাকে। এইরূপ, সমুদায় ন্যায়-যুক্ত কার্য্যই লোকের উপকারী এবং পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং যে যে কার্য্য পরম পূজনীয় পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত, সুতরাং পরমেশ্বর-বিষয়িণী ভক্তির অনুমোদিত, তাহা উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতারও সম্মত, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, এক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, তাহা স্বভাবতই অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিরও অভিমত হইয়া থাকে।

বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করিলে সকল স্থলে দোষ হয় না বটে, কিন্তু এক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, উপচিকীর্ষা-বৃত্তির সহিত বুদ্ধি ও ন্যায়পরতার সহযোগ না থাকিলে, অপাত্রে দান, অতিব্যয়শীলতা প্রভৃতি নানা দোষ ঘটিতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হইলে, ভক্তি-বৃত্তি স্বষ্ট ও মনঃ-কল্পিত বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।

অতএব, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত

নিয়ম অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ, অর্থাৎ সমুদায় মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধী থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই কর্ত্তব্য, এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার অকর্ত্তব্য। যে স্থলে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগের অনুগামী হইয়া কার্য্য করাই শ্রেয়ঃকল্প। কিন্তু সকলের সকল বৃত্তি সমান নহে, কাহারও কাম ও জিঘাংসা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কাহারও অর্জ্জন-স্পৃহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, কাহারও বা ভক্তি ও উপচিকীর্ষা সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বিনী। ইহাতে সকল বিষয়ে সকলের সমান ভাব ও সমান অভিপ্রায় হওয়া সুকঠিন। অতএব যাঁহাদের মানসিক বৃত্তি সকল স্বভাবতঃ তেজস্বিনী, ও পরস্পর সমঞ্জসীভূত হইয়া থাকে, এবং নানাপ্রকার বিদ্যানুশীলন দ্বারা উত্তম রূপে মার্জ্জিত ও পরিশোধিত হয়, তাঁহাদের মনোবৃত্তি সমুদায় পরস্পর অবিরোধী ও মিলিত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

এই রূপে যে সমস্ত কর্ত্তব্য অবধারিত হয়, তাহারই নাম সৎকার্য্য, তাহাই জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, এবং তাহাই একান্ত যত্ন ও অবিচলিত শ্রদ্ধা সহকারে সম্যক্ রূপে পালন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যবহারকে সাধু ব্যবহার বলে। এইরূপ আচরণ করিলে অতি পবিত্র আত্ম-প্রসাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অন্তঃ-করণে যে অসঙ্কোচ-সম্বলিত অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহাকেই আত্ম-প্রসাদ

করে। আত্ম-প্রসাদ অমূল্য ধন। যিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিতে পারেন, আমি নিরপরাধ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতি-পালন করিতেছি—যথাসাধ্য পরোপকার-ব্রত পালন করিতেছি—সকল লোকের সহিত অন্যায়াচরণ পরি-ত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়যুক্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত রহিয়াছি—প্রগাঢ় ভক্তি ও সাতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছি, তিনি অপ্রাকৃত মনুষ্য। তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের নিকেতন। তিনি আপনার নির্ম্মল-জল-তুল্য পবিত্র চরিত্র পুনঃপুন পর্য্যালোচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। যদিও তাঁহার সাধু ব্যবহার যাবতীয় মনুষ্যের অগোচর থাকে, সুতরাং একবার-মাত্রও লোক-মুখে স্বীয় সুখ্যাতি শ্রবণ করিবার সম্ভা-বনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্ম্মরূপ ব্রত পালনে কৃত-কার্য্য জানিয়া অনুপম সুখ সম্ভোগ করেন। দুঃখীর দুঃখ-মোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, অজ্ঞানদিগকে জ্ঞানোপদেশ-প্রদান ইত্যাদি কোন স্বানুষ্ঠিত সৎ ক্রিয়া এক বার মাত্র স্মরণ করিলে, যেরূপ পরিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, অখণ্ড ভূমণ্ডলের আধিপত্যরূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিক্রয় করা যায় না। সকলের শুভ সাধন করাই দীন-দয়ালু ধর্ম্মশীল ব্যক্তির লক্ষণ, অতএব তিনি সকলেরই প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি অজ্ঞানান্ধ মূঢ় লোকে তাঁহার কর্ম্মের মর্ম্ম-বোধে অসমর্থ হইয়া বিদ্বেষ-প্রকাশ ও অনিষ্ট-চেষ্টা

করে, তথাপি তাঁহার কি করিতে পারে? গত-সর্ব্বস্ব হইলেও তিনি অধীর হন না। তিনি আপনার হৃদয়-ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থ্য নাই।

আত্ম-প্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, আত্ম-গ্লানি ও গতানুশোচনা সেইরূপ পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল। যখন কোন দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ-পঞ্জরে বদ্ধ হই। তৎকালে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উচ্চৈঃ স্বরে নিবারণ করিলেও, আমরা তাহাতে দৃক্‌পাত করি না। কিন্তু রিপু সকল চরিতার্থ হইলে, অবিলম্বে নিরস্ত হয়, এবং তখন গতানুশোচনারূপ অন্তর্দাহের উদ্রেক হইতে থাকে। তখন আপনার আত্মাই আপনাকে গুরুতররূপ তিরস্কার করিতে থাকে। যিনি আপনার কুব্যবহার দ্বারা কাহারও সুখ-রত্ন হরণ করিয়াছেন, অথবা বলে ও কৌশলে কাহারও ধর্ম্মরূপ বিশুদ্ধ ভূষণ ভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার চিত্ত-ভূমিতে তাহার মলিন মূর্ত্তি স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে। আমার দ্বারা অমুকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বা অমুকের পরিবার দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, অথবা সংসারের দুঃখ-স্রোত এত দূর বৃদ্ধি হইয়াছে, আমি জন্মগ্রহণ না করিলে ভূমণ্ডলে পাপ-প্রবাহ এক্ষণকার অপেক্ষা অবশ্য কিছু না কিছু মন্দীভূত থাকিত, এরূপ স্মরণ ও চিন্তন করা দুঃসহ যাতনার

বিষয়। যে ব্যক্তি এরূপ আলোচনা করিয়াও অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে, তাহার হৃদয় পাষাণময় তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন দারুণ দুর্বিপাক বশতঃ স্বকীয় নিষ্কলঙ্ক সুচারু চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক কোন নির্ধন সামান্য ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার আন্তরিক গ্লানি ও অনুতাপজনিত বিষম যন্ত্রণা চিন্তা করিলে, সেই প্রতারিত দুঃখী ব্যক্তিরও দয়া উপস্থিত হয়। আমোদ প্রমোদ যে সমস্ত পাপ-কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে কিয়ৎ কাল অবাধে ধর্ম্মরূপ পবিত্র ব্রত পালন করিয়া, পরিশেষে রিপুবিশেষের বশীভূত হইয়া, পাপ-পথে পদচালনা করেন, তিনিই জানেন, অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমাদের আপন অন্তঃকরণ আমাদিগকে অধর্ম্ম-পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিরস্কার করিতে থাকে, কিন্তু আমরা সে উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক যত অত্যাচার করি, ততই আমাদের পাপাচরণ অভ্যাস পায়, এবং অভ্যাস পাইলে ক্রমে ক্রমে গ্লানি ও অনুতাপ জনিত যাতনার হ্রাস হইয়া আইসে; কারণ, যেমন প্রস্তরের উপর পুনঃপুন অস্ত্রাঘাত করিলে, অস্ত্রের ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ, পুনঃপুন পাপাচরণ করিলে, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল দুর্ব্বল হয়, সুতরাং তাহাদের তিরস্কারকরণের শক্তি হ্রাস

হইয়া মনুষ্যকে কেবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির অধীন করিয়া ফেলে। মনুষ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পশুবৎ রিপু-পরতন্ত্র ও রিপু-সেবায় অনুরক্ত এবং পুণ্য-জনিত পবিত্র সুখে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।

কিন্তু, পাপ করিলে সকলের মনে সমান গ্লানি ও সমান অনুশোচনা উপস্থিত হয় এমন নহে। যে ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমধিক তেজস্বিনী, দৈবাৎ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, তাহার যেরূপ মনস্তাপ হয়, ইতর ব্যক্তির কখনই সেরূপ হয় না। যাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ, সে পাপ-পঙ্কে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-জনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়, এবং পুনঃ-পুন পাপাচারণ করাতে, অবিলম্বে রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত ও অন্যান্য প্রকারে নিগৃহীত হইয়া, স্বেচ্ছানুযায়ী উপদ্রব করিতে অসমর্থ হয়।

যদি পাপ-পুণ্য-জ্ঞান মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ হইল, তবে এ বিষয়ে মতামত ও বাদানুবাদ উপস্থিত হই-বার কারণ কি? সমুদায় মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাব, অতএব যে বিষয় আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ, সে বিষয়ে সকল মনুষ্যেরই একরূপ অভিপ্রায় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সর্ব্বত্র ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্টি করা যাইতেছে। এক ব্যক্তি যে কর্ম্ম নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, অন্য ব্যক্তি তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র বোধ করিয়া থাকেন। এক-জাতীয় লোকে যে প্রকার ব্যবহার বিষম বিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করে, অন্য-

জাতীয় লোকে তাহা অতিশয় শ্রেয়স্কর কার্য্য বোধ করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কত দেশে কতপ্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ দেশাচার প্রচলিত আছে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। অতএব, এক মানব-জাতি হইতে এরূপ পরস্পর-বিপরীত অভিপ্রায় উৎপন্ন হইবার কারণ কি, তাহা বিবেচনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সকল লোকের সকল বৃত্তি সমান নহে। কাহারও অধিক বুদ্ধি, কাহারও অল্প বুদ্ধি, কাহারও অধিক দয়া, কাহারও অল্প দয়া, কাহারও এক রিপু প্রবল, কাহারও অন্য রিপু প্রবল। কোন বৃত্তি অত্যন্ত বলবতী থাকিলে তদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার কিছু না কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। যাহার উপচিকীর্ষা-বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ভক্তি বৃত্তি অতিশয় দুর্ব্বল, পরোপকার সাধন করা তাহার যাদৃশ কর্ত্তব্য বোধ হইবে, পরমেশ্বরের বিষয় শ্রবণ মননাদি করা তাদৃশ কর্ত্তব্য বোধ হইবে না। আর যে ব্যক্তির ভক্তি বৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা অতিশয় দুর্ব্বল, পরমেশ্বরের অথবা মনঃকল্পিত উপাস্য দেবতার জপ, স্তুতি, ধ্যান ও ধারণায় তাঁহার যাদৃশ শ্রদ্ধা ও উৎসাহ জন্মে, যথানিয়মে সাংসারিক-কর্ম্ম-নির্ব্বাহে ও জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে তাদৃশ জন্মে না। কাম, অপত্যস্নেহ, ও আসঙ্গলিপ্সা প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, সংসারাশ্রমে অবস্থিতিপূর্ব্বক পরিবার প্রতিপালন করা

যেরূপ আবশ্যক বোধ হয়, এ সমস্ত বৃত্তি নিস্তেজ হইলে সেরূপ না হইতে পারে। বোধ হয়, যাঁহাদের এই সমুদয় বৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, এবং ভক্তি-বৃত্তি ও কৌতূহলজনক কোন কোন বুদ্ধি-বৃত্তি অতিশয় প্রবল তাঁহারাই সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণপূর্ব্বক তীর্থ ভ্রমণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয়তঃ।—বুদ্ধি-দোষেও অনেকানেক অবিধেয় কর্ম্ম বিধেয় বোধ হয়, এবং বিধেয় কর্ম্মও অবিধেয় বোধ হয়। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা যে কর্ত্তব্য এ বিষয় সর্ব্ব-বাদি-সম্মত; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া সেই সমুদায় নিয়ম নিরূপণ না করিলে, তাহা জানিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষদেশীয় লোকের বিদেশীয় লোকদিগকে বৈরী বলিয়া হৃদয়ঙ্গম আছে, একারণ তাহারা বিদেশীয়-দিগের অর্থাপহরণ ও প্রাণ-সংহার করা ন্যায্য বিষয় বোধ করিয়া থাকে। এরূপ ব্যবহার অত্যন্ত নির্দ্দয় ও ন্যায়-বিরুদ্ধ বলিয়া এমত বিবেচনা করা উচিত নহে যে, তাহাদের কিছুমাত্র দয়া ও ন্যায়পরতা নাই। যদি কোনক্রমে তাহাদিগের এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারা যায় যে কোন দেশের লোক তাহাদিগের বৈরী নহে, সকল লোকে তাহাদিগকে মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বিদেশীয় লোকমাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ কর্ত্তব্য কি না, তবে আর তাহারা কোনক্রমে ইহা বিধেয় বলিয়া স্বীকার করিবে না। অতএব,

তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হওয়াতেই, এই বিষম দোষাকর কুসংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় লোকে বিচার-স্থলে সাক্ষ্য দান করা দারুণ-দুর্গতি-জনক-গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শাস্ত্রে সাক্ষ্য-দানের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইদানীন্তন লোকেরা সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন না। চিরাগত কুসংস্কার এই অশেষ-দোষাকর দেশাচারের মূলীভূত কারণ। কিন্তু যিনি নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত জানেন, সাক্ষী হইয়া যথাশ্রুত যথাদৃষ্ট যথার্থ কথা কহিতে কিছুমাত্র দোষ নাই, বরং দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-পালনার্থে সাক্ষ্য প্রদান করা সম্পূর্ণ বিধেয় ও সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সত্য কথা কহিয়া দোষীর দোষ ও নির্দ্দোষের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যে উচিত ইহা অপর-সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

কোন কোন কর্ম্মে কিছু কিছু দোষও আছে, এবং কতক কতক গুণও আছে। যিনি তাহার দোষ-ভাগ মাত্র দৃষ্টি করেন, তিনি তাহা দূষ্য বোধ করেন, এবং যিনি গুণ-ভাগ মাত্র দৃষ্টি করেন তিনি তাহা বৈধ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত কি না এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে এতদ্দেশীয় লোকে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া থাকেন, যে বধূদ্বারা অবিলম্বে স্নেহাস্পদ

পুত্র-বধূর মুখ-চন্দ্র দর্শন করিয়া আহ্লাদ-সাগরে অব-গাহন করা যায় এবং তাহাকে গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অনেক বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা পরম সুখের বিষয়, অতএব অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু দূর-দর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন, পুত্র-বধূর মুখাবলোকন সুখ-জনক বটে, কিন্তু বালক বালিকা পরস্পর উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইলে পরস্পরের মর্য্যাদা জানিতে পারে না, এবং কাহার কিরূপ চরিত্র তাহাও অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যদি দুর্ভাগ্য-ক্রমে পরস্পর-বিরুদ্ধ-স্বভাবাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে চিরজীবন দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করত বিবাদ কলহ করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। আর যদি অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি না হইতে হইতে, সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সে সন্তান দুর্ব্বল, জীর্ণ ও রোগাক্রান্ত হয়, এবং অল্প বয়সে কাল-গ্রাসে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যাচারী পিতা মাতাকে শোকা-কুল করিয়া যায়। তদ্ভিন্ন, যদি বিবাহিত পুত্র অল্প কালে ভার-গ্রস্ত হইয়া রীতিমত বিদ্যা ও বিষয়কর্ম্ম শিক্ষার্থে অবসর না পায়, এবং সেই কারণে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহার্থে পর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে দারুণ দৈন্য-দশায় পতিত হইয়া চিরজীবন যৎপরোনাস্তি ক্লেশ-রাশি-ভোগ করিতে থাকে। অত-এব বাল্য বিবাহে দোষের ভাগ অধিক। যাহাতে এই সমস্ত বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা কোন মতে আমাদের উপচিকীর্ষা ও স্বার্থপরতার অভিমত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা কোন ক্রমে

পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। বালক-বিবাহের যৎকিঞ্চিৎ যাহা গুণবৎ আভাস পায় তাহাই লক্ষ্য করিয়া দোষ সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে, এতদ্দেশীয় লোকে বালক পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকে। যে দেশে যতপ্রকার কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহার অনেক এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা যেমন কতকগুলি একপ্রকার জন্তুকে পশু, পক্ষী, পতঙ্গ অথবা অন্য কোন সংজ্ঞা দিয়া থাকি, সেইরূপ কতকগুলি একপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকে এক শ্রেণীতে গণিত করিয়া সত্য, ক্ষমা, দান, চৌর্য্য প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করি। ইহার মধ্যে দান, ক্ষমা, সত্য-কথন প্রভৃতি কয়েকজাতীয় কর্ম্মকে বৈধ এবং অন্য কয়েক-জাতীয় কর্ম্মকে অবৈধ বলিয়া জানি। কিন্তু এক-জাতি সমুদায় সৎকর্ম্মও সমান গুণশালী নহে, এবং এক-জাতীয় সকল কুকর্ম্মও সমানরূপে দমনীয় নহে। কাহাকেও দান করিতে দেখিলে, সকলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন; কিন্তু যে স্থলে দান করিলে, কাহারও আলস্য-বৃদ্ধি অথবা কোন কুৎসিত ক্রিয়ায় বা কুৎসিত প্রথায় উৎসাহ প্রদান করা হয়, সে স্থলে দান করা কোন রূপে বৈধ বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। ঋণপরিশোধ না করিয়া যথেচ্ছা অর্থ-দান করা কোন মতেই উচিত নহে। স্থলবিশেষে ক্ষমা করা ভাল বটে, কিন্তু বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধানে দোষীর দণ্ড না করা, এবং যে স্থলে ক্ষমা করিলে লোকের

উপর উপদ্রব বৃদ্ধি হয়, সে স্থলে ক্ষমা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া উক্ত রূপ স্থলেও দানাদি করা পুণ্য-জনক বোধ করেন, কিন্তু তাঁহাদের এরূপ বোধ কোন রূপে যুক্তি-সম্মত নহে। এক-জাতীয় সমুদায় কর্ম্মকে সমানরূপ গুণশালী জ্ঞান করাতে, ঐরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ।—আমরা যাহাকে স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি করিয়া থাকি, তাহার চরিত্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে, দোষ-ভাগকে লঘু ও গুণ-ভাগকে অধিক বলিয়া বোধ হয়। স্নেহ-পাত্র প্রেমাস্পদ ও ভক্তি-ভাজনকে স্মরণ হইবামাত্র অন্তঃকরণ স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া এপ্রকার পক্ষপাত উপস্থিত করে যে, তাহাদিগের দোষ-ভাগকে দোষ বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাদের দোষ সমুদায় লক্ষিত হয় না, গুণ-ভাগমাত্রই দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। মিত্রেরা যে মিত্রপক্ষের দোষ দৃষ্টি করিতে অসমর্থ, তাহার কারণ এই। প্রত্যুত, শত্রুকে স্মরণ হইলে, দ্বেষানল প্রবল ও ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং তদ্দারা তাহার গুণ-সমূহ বিস্মৃত হইয়া তিল-প্রমাণ দোষ তাল-প্রমাণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহার দোষ-ভাগের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি থাকে, এবং তাহার প্রতি এরূপ শাত্রব ভাবের আবির্ভাব হয় যে, তদীয় গুণ-সমূহকে গুণ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। একারণ, অনেকানেক স্থলে শত্রুরা যেমন যথার্থ দোষ নিরূপণ করিয়া মিত্রবৎ কার্য্য করে, মিত্র-পক্ষ হইতে

সেরূপ হওয়া সুকঠিন। শত্রু বা মিত্র পক্ষ ঘটিত কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে, বিচারকদিগের পক্ষপাতরূপ গুরুতর দোষে পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান স্বভাব-সিদ্ধ হইলেও, যে অনেক কারণে কোন কোন দুষ্কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম ও কোন কোন সৎকর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান হয়, তাহার বিবরণ করা গেল। তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বভাবের কদাপি ব্যতিক্রম হয় না। পরের হিতাভিলাষ করা উপচিকীর্ষার স্বভাব, ন্যায়ান্যায় প্রতীতি করা ন্যায়পরতার স্বভাব, ভক্তি-ভাজনকে ভক্তি করা ভক্তিবৃত্তির স্বভাব, ইত্যাদি যে বৃত্তির যেরূপ স্বভাব নির্দ্দিষ্ট আছে, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হয় না। হয়, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যথোচিত মার্জ্জিত না হওয়াতে সকল কর্ম্মের যথার্থ গুণাগুণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না, নয়, কোন মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের উপদেশ বলবৎ হইতে দেয় না। ইহাতেই স্থল-বিশেষে ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। অম্ল, মধুর, কটু, তিক্তাদি অনুভব করা আমাদের যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রতীতি করাও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় স্ব স্ব স্বভাবানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক আপনাদের সর্ব্বপ্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছে, এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির সহকৃত হইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম-প্রয়োজক পরমেশ্বরের প্রকৃত অনুমতি প্রচার করিতেছে। তাহাদিগকে তাঁহার প্রতিনিধি জ্ঞান করা

উচিত, এবং তাহাদের আদেশ তাঁহারই আদেশ জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে পরিপালন করা কর্ত্তব্য।

জগদীশ্বর যেমন আমাদিগকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাপ-পুণ্য-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ তদনুযায়ী দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া সেই উপদেশকে দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম আমাদের চিত্ত-পটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে, সংসারে তদনুযায়ী শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া তাহাদের প্রামাণ্য-বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পরমেশ্বর যে আমাদের সদসদ্-ব্যবহার অনুসারে ফলাফল প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বাবধি সকল-দেশীয় সকলজাতীয় পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি নিয়মে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া নানা ব্যক্তি নানাপ্রকার কাল্পনিক মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, কোন কোন ন্যায়-পরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি চিরকাল অন্নচিন্তায় কাতর হইয়া বহু কষ্টে দিনপাত করেন, অথচ কত কত অতি পাপিষ্ঠ পর-পীড়ক নরাধম অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়া নানা-প্রকার আমোদ প্রমোদ ও হাস্য কৌতুক করত পরম সুখে কাল যাপন করে। কোন কোন পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্য-বান্ ব্যক্তি যাবজ্জীবন রুগ্ন ও শীর্ণ শরীরে বহু ক্লেশে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, কেহ কেহ চির কাল পাপ-পথে প্রবৃত্ত থাকিয়াও সুস্থ ও সবল শরীরে বিনা ক্লেশে

সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, কেহ পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পাপপুণ্য; কেহ বা অন্যপ্রকার অনির্দ্দেশ্য বিষয়, উক্তরূপ সুখ দুঃখ ভোগের হেতু বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সমুদায় মত কোন মতেই প্রামাণিক নহে। পূর্ব্বে বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার-বিষয়ক পুস্তকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়মের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্যই বিশ্বাস হয়, যে ব্যক্তি যদ্বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করে, সে তদ্বিষয়ক দণ্ড বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, হস্ত পদাদি আহত হয়, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, রোগ উৎপন্ন হয়, আর ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, পুণ্য-জনিত বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হইয়া লোক-নিন্দা, চিত্ত-মালিন্য, লোকের নিকট অবিশ্বস্ততা, রাজ-দ্বারে দণ্ড ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রতিফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। কি ধনী কি নির্ধন, কি হিন্দু কি মুসলমান, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি যুবা কি বৃদ্ধ, কাহারও প্রতি এ বিধানের অন্যথা নাই। সকলেই বিশ্বাধিপের প্রজা, সুতরাং সকলেই তৎসন্নিধানে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ দণ্ড ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব, যে সমস্ত সুনীতি-সূত্র মনুষ্যের মানস-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে, যখন তাহা পালন করিলে শুভ ফল, ও লঙ্ঘন করিলে অশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তখন

বলিতে হইবে, ঐ নীতি-প্রত্যয় ও তদনুযায়ী ফলে দে-খ উভয়ে ঐক্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্বপতির শাসন-প্রণালীর যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত পরিশুদ্ধ নিয়ম দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিরূপণ বিষয়ক নিয়ম অবধারিত হইল, এক্ষণে কাহার প্রতি কিপ্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আপনি জ্ঞানাপন্ন ও সুস্থ না হইলে, আর আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পান্ন করা যায় না। অতএব, অগ্রে আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যাইতেছে, পশ্চাৎ অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পরমেশ্বর আমাদিগকে যেরূপ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমরা ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি করি, এই অভিপ্রায়ে তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা কোন অংশে অসুখী থাকি ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, প্রত্যুত, সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সুখী হই ইহাই তাঁহার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। আমরা যে আপনাদের স্বভাব মলিন করিয়া রাখি, ইহা কোন মতে তাঁহার

অভীষ্ট হইতে পারে না, প্রত্যুত, শরীরকে সুস্থ ও সবল এবং অন্তঃকরণকে জ্ঞান-প্রভায় প্রদীপ্ত ও ধর্ম্মভূষণে বিভূষিত করি ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। এই সমুদায় অভিপ্রায় যদি যুক্তিসিদ্ধ হইল, তবে আপনার প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের নিয়ম-প্রণালী-বিষয়ক জ্ঞানোপার্জ্জন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই। আপনার উদ্দেশে যত কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে এ কার্য্য সর্ব্ব-প্রধান।

ধর্ম্মোপদেশকেরা যেমন অন্যান্য বৈধ ক্রিয়ার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, বিদ্যা-শিক্ষা তাদৃশ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু যখন জ্ঞান ব্যতিরেকে আপন শরীর ও মন সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখিবার সম্ভাবনা নাই, এবং আপন পরিবার ও অপর লোকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাও উচিতমত সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, আর যখন জগদীশ্বর আমাদিগকে তদ্বিষয়ে সমর্থ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন জ্ঞান শিক্ষা করা অপরসাধারণ সকলেরই উচিত কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। বাল্য-কালাবধিই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, না শিখিলে প্রত্যবায় আছে।

যখন আমরা মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, তখনই আমাদের কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য নিত্য ব্রতে ব্রতী হওয়া হইয়াছে। আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা, অন্তঃকরণ জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত করা, সন্তান সন্ততিকে সুশিক্ষিত ও সুখী করা, লোকের

সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার এবং তাঁহাদের সুখস্বচ্ছ-
ন্দতা সাধন পূর্ব্বক জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা,
এবং সর্ব্ব-সুখ-দাতা পরম পিতা পরমেশ্বরের অপরি-
সীম মহিমা ও অপার করুণা-গুণ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক
তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।
কিন্তু বিশ্ব-নিয়ন্তা বিশ্ব-পতি যে বিষয়ে যে নিয়ম সংস্থা-
পন করিয়াছেন, তাহা না জানিলে, সে বিষয় সুচারু
রূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। তিনি
আমাদের শরীর রক্ষার্থে কিরূপ ব্যবস্থা স্থাপন করি-
য়াছেন, স্ত্রী-পরিগ্রহ ও পুত্র কন্যার প্রতিপালন বিষয়ে
কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, মনুষ্য-
বর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থ কোন বস্তুতে কি কি গুণ
প্রদান করিয়াছেন, রাজ-কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে কিরূপ
অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহার অনির্ব্বচনীয়
স্বরূপ ও পরমাশ্চর্য্য মহিমা কি রূপে কত দূর শিক্ষা
করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমুদায় সম্যক্ রূপে
নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। কি রাজা কি প্রজা, কি ভৃত্য
কি স্বামী, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি দরিদ্র,
সকলেরই এই সমস্ত শুভকর বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।
এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানই
দুঃখরূপ দারুণ রোগের মহৌষধ, এই জ্ঞানই সুখ-
রত্নের অদ্বিতীয় আকর, এই জ্ঞানই মানব-জন্ম সার্থক
করিবার মূলীভূত উপায়।

ইহাই যদি পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত
হইল, তবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথোচিত

ফলোৎপত্তি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিমিত ভোজন, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস, এবং শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা উচিত ইত্যাদি শারীরিক বিধান বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলে, বালকেরা তাহা পালন করিতে যত্নবান থাকে, তাহারা শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সুখে কাল যাপন করিতে পারে, এবং বয়োবৃদ্ধি হইলে, যাহাতে নগরমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চরিত হইয়া, ও স্বদেশস্থ বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ভজনালয় প্রভৃতি সাধারণ গৃহ সমুদায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের অনুকূল হইয়া লোকের স্বাস্থ্য-জনক হয়, তাহার উপায় করিতে পারে। এইরূপ, উদ্বাহ-ধর্ম্ম, গৃহ-কার্য্য ও সমাজিক ব্যবস্থার তত্ত্ব জানিয়া, তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সুখী হইতে পারে, এবং স্বদেশের মধ্যে তদনুযায়ী আচার ব্যবহার সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বদেশীয় লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইতে পারে। অতএব, দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষার প্রত্যক্ষ পুরস্কার, ইহাতে সন্দেহ নাই।

যেমন অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের সময়ে মনে মনে সুখানুভব হয়, সেইরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন ও জ্ঞানানুশীলনের সময়েও, তাহার পুরস্কারস্বরূপ অতি বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। যখন আমরা কোন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকাতে, অথবা অন্য কোন কারণে বিরক্ত ও অস্বচ্ছন্দচিত্ত থাকি, তখন পুস্তক-পাঠ মহে-

পাক হইবে বোধ হয়। সময়-বিশেষে পুস্তক-বিশেষ পঠিত হইলে, পরম-প্রণয়াস্পদ মিত্রের ন্যায় সন্তাপিত হৃদয়কে শান্ত, বিষণ্ণ বদনকে প্রসন্ন করিতে পারে। কোন পদার্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে কোন অভিমত নিয়ম নিরূপিত হইলে, কত আহ্লাদই উপস্থিত হয়। অসামান্য-ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহানুভব নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক অপূর্ব্ব নিয়ম নিরূপণ করিয়া যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, এবং ভুবন-বিখ্যাত মহাত্মা কোলম্বস অগাধ সমুদ্র উত্তরণ পূর্ব্বক আমেরিকা প্রদেশে পদার্পণ করিয়া যেরূপ অভূতপূর্ব্ব প্রভূত সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় হিমালয়তুল্য স্তূপাকৃতি স্বর্ণ-খণ্ড কঙ্কর-রাশি সদৃশ তুচ্ছ বোধ হয়। জগৎসংসারের ঐশ্বর্য্যও সে অমূল্য সুখের উচিত মূল্য নহে। দুই এক পরম ভাগ্যবান ব্যক্তি ভিন্ন সামান্য লোকের ভাগ্যে এরূপ অতি প্রগাঢ় আনন্দ সম্ভোগ ঘটে না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে সকল সুখ-রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, তাহাতে ভ্রমণ করিতে সকলেরই অধিকার আছে। আমরা তাঁহাদের নিরূপিত এক একটী বিষয় শিক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিয়া অদ্ভুত সুখ অনুভব করি।

বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধ-নেত্রের গোচর থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়,

তিনি নর-লোক-নিবাসী হইয়াও, কোন চমৎকারময় সুচারু স্বর্গ-লোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃ-করণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নহে। তিনি আপনার মানস-নেত্রে এক কালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যবলোকন করিতে পারেন। মহার্ণব-পরিবৃত স্থল-ভাগ, সমুদ্র-স্থিত দ্বীপ-পুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদ-ধারিণী পর্ব্বত-শ্রেণী, কন্দর ও ভূগহ্বদেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, তুষারশৈল, তুষারদ্বীপ, গন্ধক-দ্বীপ, প্রবালদ্বীপ ইত্যাদি ভূতলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিময় আগ্নেয় গিরির শৃঙ্গ-দেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎসংক্রান্ত, ভূগর্ভ-বিনির্গত, গম্ভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিতে পারেন, এবং তদীয় শিখরদেশ হইতে অগ্নিময়ী নদী স্বরূপ ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানস-পথ পর্য্যটন পূর্ব্বক হিমগিরি-শিখরে উপস্থিত হইয়া নত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণতলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত স্ফুরিত হইতেছে, এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া অরণ্য সমুদায় উৎপাটন করিতেছে, ও সমুদ্র-সলিলের করালতম কল্লোল-কোলাহল উৎপাদন করিয়া ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্বকালের সমস্ত ঘটনাই

তাহার অনুকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজা ও রাজার সংহার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ণন করেন, এবং কত স্থানের কত-প্রকার রাজনীতির ধর্মনীতির পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্র-গণের সহিত সহবাস ও সদালাপ করেন, তখন দেশবিশেষের জল, বায়ু, শীত, গ্রীষ্ম, গ্রাম, নগর, আচার, ব্যবহার, ধর্ম, শাসন, বিদ্যা, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ, ধাতু প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিবা পুলকে পরি-পূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গহনে ভ্রমণ করেন, তখন কেবল বৃক্ষ লতা গুল্মাদির পরমা-শ্চর্য্য সৌন্দর্য্য মাত্র সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহাদের মূল, স্কন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলা-দির অভ্যন্তরে কীদৃশ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে, ও কতপ্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্ কোন জাতি কি কারণে কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন্ জাতি দ্বারা কি-রূপ উপকারই বা উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া চমৎকার-সংবলিত সুধামৃত-রসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয়ের অনুশীলন করি-বার সময়েই করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ-সময়ে অজ্ঞ ব্যক্তিরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময়ে তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক

ধর্ম্মনীতি।

ান-মণ্ডলে নয়ন-দ্বয় নিয়োজন করিয়া অসীম বিশ্ব-
পারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন।
মরা যে প্রকাণ্ড ভূপিণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি,
াহা গিরি, কানন, পশু, পক্ষী, মেঘ ও বায়ু সংবলিত
াপরিসীম আকাশ-মার্গে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান হই-
তেছে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্তঃকরণ বিকসিত করিতে
পারেন। তিনি বাসনাবলে চন্দ্রমণ্ডলে উপনীত হইয়া
উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত শিখর, গিরিগহ্বর, বন্ধুর
ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ
দিকে উত্থিত হইয়া চন্দ্র-চতুষ্টয়-পরিবৃত বৃহস্পতি,
বৃহত্তর চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল অঙ্গুরীয়-ত্রয়-পরিবেষ্টিত
শনৈশ্চর, ষট্-চন্দ্র-সহকৃত হর্শেল গ্রহ এবং চন্দ্র দ্বয়-
সংবলিত নেপচুন-নামক অপূর্ব্ব ভুবন দর্শন করিয়া পরম
পুলকিত চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহ-
মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডল পশ্চাদ্ভাগে পরি-
ত্যাগ পূর্ব্বক, সহস্র সহস্র ও কোটি কোটি নক্ষত্র লোক
অবলোকন করত, অশৃঙ্খলবদ্ধ ও অক্লিষ্ট-পক্ষ বিহঙ্গের
ন্যায়, অসীম আকাশ-মণ্ডল পর্য্যটন করিতে পারেন।
গগনমণ্ডলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ সহকারে মানব-
জাতির নেত্র-গোচর হইয়াছে, তদূর্দ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ
সংখ্যাতিরিক্ত পরমাদ্ভুত জীব-লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া
প্রতীতি করিতে পারেন, এবং অপার মহিমার্ণব মহেশ্ব-
রের অখণ্ড রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিয়া ভক্তি-রসা-
ভিষিক্ত পুলকিত হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে
পারেন। যে মহাত্মার অন্তঃকরণ এতাদৃশ অতিমনোহ

সুখ-রাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাঁহার পরমোৎকৃষ্ট নিরুপম সুখের উপমা দিবার আর স্থল নাই, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানোপার্জ্জন করা যে, মনুষ্যের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, উল্লিখিতরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান।

আমাদের আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জন করা যেমন প্রথম কার্য্য, আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা সেইরূপ দ্বিতীয় কার্য্য। পরাৎপর পরমেশ্বর অন্যান্য অশেষপ্রকার সুখকর ব্যাপারের ন্যায় শারীরিক স্বাস্থ্য-লাভও আমাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট দেহ প্রদান করিয়া কতকগুলি একপ্রকার মনোহর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, যে তাঁহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ করা যায়।

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষায় সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে, সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগারস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন গগন-মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণ চন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ, শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক কোনপ্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশ, ও মান সম্ভ্রম, কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখ-মণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী, সকল[illegible]ই বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই

চিন্তাকুল। কত কষ্টেই তাঁহার দিনযাপন হয়। তাঁহার দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়। চির-রোগী ব্যক্তি-দিগের শরীর কেবল দুর্বহ ভার স্বরূপ হইয়া উঠে। তাঁহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত-চিত্ত। আহার-বিহারাদি শরীর-রক্ষোপযোগী সকল ব্যাপা-রেই কুণ্ঠিত থাকিয়া কোন ক্রমে কষ্ট সৃষ্টে কালহরণ করা তাঁহাদের নিত্য ব্রত হইয়া উঠে। স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে যত্ন না করা যে দুষ্কর্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন যে শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট থাকে, এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক সুস্থতাও সাতিশয় সুলভ হয়। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষে উপকারী, এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে, শরীরও শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে, ক্রোধ-রিপু প্রবল হয়, এবং দয়া, ভক্তি প্রভৃতি কতক-গুলি উৎকৃষ্ট-বৃত্তি দুর্ব্বল হয়। যে শিশু সতত সহাস্য বদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য দৃষ্ট হয় না এবং অর্দ্ধ-স্ফুট সুমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রুত হয় না। প্রথর ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে শরীর বল-হীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে পারে, এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে শরীর ও মন উভয়েরই গ্লানি

উপস্থিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয়-প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিলে, অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রাতঃকালে বিশ্বপতির বিশ্ব-কার্য্যের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে, মনোমধ্যে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-রসের উদ্রেক হইতে থাকে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মারকতা-শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগ-শান্তি ও স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মরণ-শক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এপ্রকার নৈকট্য সম্বন্ধ নিরূপিত রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না থাকিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবন-রক্ষা, ধর্ম্ম-রক্ষা, সুখ-সাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তেই শারীরিক স্বাস্থ্য-লাভার্থে যত্নবান্ থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীত-মনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পরোপকার করা বিধেয় হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রগাঢ়রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সুন্দররূপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই, কারণ শরীর ভগ্ন হইলে, ঐ সমস্ত অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতাকে যন্ত্রণা-রূপ অগ্নি-শিখায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয় এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্রকন্যাদিকে

যথানিয়মে প্রতিপালন না করা দুষ্কর্ম হয়, তবে সাধ্য সত্ত্বে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক রোগ-ভোগ করিয়া এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্যই অধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। আত্ম-হত্যা যে মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জল-প্রবেশ, অগ্নি-প্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণ-ত্যাগ করা আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহ নাশ করা উভয়ই তুল্য। কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব এই মাত্র বিশেষ। অতএব, পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদের শরীর রক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায় আছে।

রোগ ও অকাল-মৃত্যু ঘটিত যাবতীয় ক্লেশ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। শারীর-বিধান-বিদ্যায় যে সমস্ত ব্যবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত থাকে, তন্মধ্যে উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর ইতর প্রাণীদিগকেও শারীরিক নিয়মের অধীন করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে তৎপ্রতিপালনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন। তাহারা সেই সমস্ত স্বাভাবিক সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া, স্ব স্ব শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করত, সুস্থ শরীরে কাল যাপন করে। অতএব, এ বিষয়ে তাহাদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে অশেষপ্রকার উপকার দর্শিতে পারে। বাস্তবিক যে যে

বিষয়ে তাহাদের শরীরের সহিত আমাদের শারীরিক প্রকৃতির ঐক্য আছে, সে সে বিষয়ে তাহাদের ব্যবহার আমাদের আদর্শ-স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাহাদের তত্তৎ-বিষয়ক ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ। ইতর জন্তুরা স্বভাবতঃ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে। সকলেই পক্ষীদিগকে অঙ্গ-প্রক্ষালন ও পক্ষ-বিন্যাস করিতে দেখিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। যখন তাহারা পক্ষ সমুদায় মার্জ্জিত ও বিন্যস্ত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন তাহাদিগকে কেমন সুন্দর দেখায়, ও কেমন স্ফূর্ত্তি-যুক্ত বোধ হয়! গৃহস্থের গৃহ-স্থিত বিড়াল গাত্রের লোমগুলি পরিষ্কৃত ও চিক্কণ করিয়া রাখে। ধেনুগণ কত যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বৎসের শরীর লেহন করে। অশ্বের শরীর মার্জ্জিত করিয়া না দিলে, তৃণাদির উপর লুণ্ঠিত হইতে থাকে। বনের সমুদায় পশুপক্ষীই পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু মনুষ্যের আলয়ে থাকিলে নানা কারণে তাহার কিছু কিছু অন্যথা হইতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ। তাহাদিগকে আহার অন্বেষণার্থ পরিশ্রম করিতে হয়, ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অঙ্গ সমুদায়কে যত চালনা করা আবশ্যক, তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর তাহাদের শারীরিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর এরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, যে নিয়মাতীত অতিরিক্ত পরিশ্রম

করিতে হয় না, অথচ পরিমিত পরিশ্রম না করিলেও চলে না।

তৃতীয়তঃ। প্রত্যেক প্রাণী আপন আপন স্বভাবানুসারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে যে জন্তুর যে যে খাদ্য নিরূপিত আছে, তাহাতেই তাহাদের শরীর সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও সবল থাকে। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অতিভোজন করিয়াও পীড়িত হয় না, এবং অহিতকারী দ্রব্য আহার করিয়াও অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হয় না।

ইতর জন্তু সকল পরমেশ্বর-প্রদত্ত সংস্কার-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া এইপ্রকার স্বাস্থ্যকর ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা সেপ্রকার অভ্রান্ত সংস্কার প্রাপ্ত হন নাই বটে, কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া সে বিষয়ের অভাব পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধি সহকারে শরীরের স্বভাব, প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজন, এবং ঐ সকল অঙ্গের কার্য্যের রীতি নিরূপণ পূর্ব্বক শারীরিক নিয়ম নির্দ্ধারণ ও পরিপালন করিয়া অতিপবিত্র আরোগ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। পশ্চাৎ এ বিষয়ের এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে।

আমাদের গাত্র চর্ম্মে আবৃত, সেই চর্ম্ম লোম-কূপে পরিপূর্ণ, এক এক লোম-কূপে শরীরস্থ অনিষ্টকারী নষ্ট পদার্থ নির্গত হইবার এক এক দ্বার স্বরূপ। প্রতিদিন ঐ লোম কূপে প্রায় ৬/০ ছটাক নির্গত হইয়া থাকে। যদি লোম-কূপ বন্ধ হইয়া সেই সমস্ত অনিষ্টকারী

পদার্থ বহির্গত হইতে না পায়, তবে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দোষাশ্রিত করে। রক্ত দূষিত হইলেই শরীর অসুস্থ হয়। শরীর হইতে যে স্বেদ নির্গত হয়, তাহার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, অবশিষ্ট ভাগ গাঢ় হইয়া লোম-কূপ সমুদায় রোধ করে। অতএব, তাহাদিগকে পরিষ্কৃত রাখিবার নিমিত্ত অঙ্গ সকল প্রক্ষালন ও মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। যে বস্ত্র এপ্রকার ছিদ্র-যুক্ত ও পরিষ্কৃত, যে অনায়াসে স্বেদ শোষণ করিতে পারে, এবং যে বস্ত্রের মধ্য দিয়া স্বেদ বহির্গত হইতে পারে, তাহাই পরিধান করা বিধেয়, নতুবা শরীর অপরিষ্কৃত থাকিলেও যেপ্রকার অপকার হয়, অত্যন্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও সেই-প্রকার হইয়া থাকে। চর্ম্ম যেমন লোম-কূপ দ্বারা শরীরের নষ্ট পদার্থ বাহির করিয়া দেয়, সেইরূপ আবার বাহিরের বস্তুও শোষণ করে। অতএব, গাত্র ধৌত ও মার্জ্জিত না করিলে, দুইপ্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। একপ্রকার এই যে, লোম-কূপ রুদ্ধ হওয়াতে, অনিষ্ট-কর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হইতে পায় না, আর একপ্রকার এই যে গাত্রে যে সকল মলা থাকে, তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ উপস্থিত করে। শরী-রস্থ চর্ম্মের এইপ্রকার গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গাত্র ও বস্ত্র পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়। যাঁহারা এই প্রকারে এই নিয়ম অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা তৎপ্রতিপালনে যেমন যত্নবান্ হন, ইতর ব্যক্তিদিগের তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রকারে শরীরস্থ অস্থি, মাংসপেশী, মস্তিষ্ক প্রভৃতির স্বভাব ও প্রয়োজন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে. জানিতে পারা যায়, স্বাস্থ্য-সাধনার্থ শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা আবশ্যক।

কোন অঙ্গকে নিতান্ত নিশ্চল রাখা উচিত নহে, এবং কোন অঙ্গকে অতিমাত্র চালিত করাও শ্রেয়ঃ নহে। উভয়ই দোষ, উভয়েতেই শরীর ক্ষয় ও ভগ্ন হয়। সুস্থ শরীরে উৎসাহ সহকারে শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করিলে, আপনাকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ হইয়া অতি অপূর্ব্ব বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত ভোগ-বিলাসী ব্যক্তিরা তদনুরূপ সুখাস্বাদনে সমর্থ নহেন। তাঁহারা যাহাকে ইন্দ্রিয়-সুখ কহেন, তাহা শারীরিক-সুস্থতা-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অপেক্ষায় অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

সাংসারিক আচার ব্যবহারে এপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, যে প্রায় সকলেই অঙ্গ-সঞ্চালন-বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত দুই দোষের কোন না কোন দোষে লিপ্ত আছেন। ধনীদিগের মধ্যে অনেকে পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া আলস্য-সলিলে শারীরিক স্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জ্জন দেন, নির্ধনেরা ধনোপার্জ্জনার্থ নিয়মাতীত পরিশ্রম করিয়া পরমায়ুঃ হ্রাস করিয়া ফেলেন, এবং বিদ্যার্থীরা শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করেন, ও তন্মধ্যে কেহ কেহ চির-রোগী হইয়া বহু কষ্টে সমস্ত জীবন যাপন করেন। প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের অনেকানেক ছাত্রকে

বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার কিছুকাল পরেই যে ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই। সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি না রাখাতে, এবং বিদ্যালয়স্থ সমস্ত ছাত্রকে শারীর-বিধান বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আপনাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া না জানাতেই, এই মহানর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে বিষয়-কর্ম্মের যেপ্রকার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিষয়ী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেবল বিষয় কার্য্যেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম অনুশীলন করিতে অবকাশ পান না। কিন্তু মনুষ্যের সকলপ্রকার বৃত্তিই যথানিয়মে চালনা করা উচিত, এবং কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদ করাও কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতিরেকে কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সর্ব্বতোভাবে সুখী হওয়া যায় না। যখন পরম কারুণিক পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমা-দিগকে গান-শক্তি ও পরিহাস-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া-ছেন, তখন তন্নিবন্ধন বৈধ সুখ সম্ভোগ করা কোন মতেই গর্হিত নহে। তাহাদিগকে অসৎ বিষয়ে অসৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনার্থে নিয়োজন করাই অধর্ম্ম। নির্দ্দোষ আমোদ স্বাস্থ্য-সাধন-পক্ষে অত্যন্ত উপকারী ও সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়।

এই রূপে পরিপাক-শক্তি, শোণিত-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া পশ্চাল্লিখিত নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইয়াছে। প্রতিদিন পরিমিত ভোজন

ও নির্ম্মল বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য, যে গৃহ শুষ্ক, প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত এবং যাহাতে অহোরাত্র বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহাতেই বাস করা বিধেয়, সচরাচর মাদক সেবন করা অকর্ত্তব্য, প্রতিরাত্রিতে ৬। ৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক; মনোমধ্যে উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে না দেওয়া, ও উপস্থিত বিপদে ধৈর্য্যা-বলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই সমুদায় নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা। অপর সাধারণ সকলেরই এই সমুদায় শুভদায়ক আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ থাকা উচিত। সকলে এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে পারিলে, ভূমণ্ডলে রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ ও তন্নিবন্ধন অশেষপ্রকার সুখো-ন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু কিছু অত্যাচার করিয়াও কতক দিন সুস্থ থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না এমত বিবেচনা করা উচিত নহে। পরমেশ্বরের অখণ্ড্য আজ্ঞার অবহেলা করিলে সুখে থাকা যায়, এ স্থিতি অর্ব্বাচীনের কথা। ঐ সকল ব্যক্তির শরীর স্বভাবতঃ সুস্থ ও বলিষ্ঠ, এই নিমিত্তে অধিক অত্যাচার ব্যতিরেকে ক্ষয় ও ভগ্ন হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রমাগত অহরহঃ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, সে যে পুনঃ পুনঃ পীড়িত ও অকাল-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। আহা! দিন দিন কত রূপ-লাবণ্য-বিশিষ্ট তরুণ-বয়স্ক যুবকেরই সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীরকে অত্যাচারে পীড়িত

ও ভগ্ন হইতে দৃষ্টি করা যায়। যেমন কোন পুষ্প-কলিকা কীট দ্বারা কর্ত্তিত বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা আহত হইলে, প্রস্ফুটিত না হইতেই বিশীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ, কত শত পরম রূপবান্ মনুষ্যের লাবণ্যরূপ রমণীয় পুষ্প অত্যাচাররূপ বিষম উৎপাত দ্বারা অকালে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি যে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকিয়াও সর্ব্বদা সুস্থ থাকিতে পারেন না, তাহারও কারণ আছে। হয়, তাঁহারা পিতা মাতার কোন উৎকট রোগ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নয়, আপনারা পূর্ব্বে এমত অত্যাচার করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা তাঁহাদের শরীর একপ্রকার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভগ্ন হইলে পরেও, তাঁহারা শারীরিক নিয়ম পালন করিলে যেমন সুস্থ থাকিতে পারেন, লঙ্ঘন করিলে, কদাচ তেমন থাকিতে পারেন না।

শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, শারীরিক নিয়ম নিরূপণ ও প্রতিপালন করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অপর সাধারণ সকলেরই শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা শ্রেয়ঃ; সমুদায় বিদ্যালয়েই তদ্বিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করান কর্ত্তব্য, এবং ধর্ম্মোপদেশকদিগেরও তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য কৃত্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করা বিধেয়। এক্ষণে যদিও তাঁহারা শরীর-রক্ষার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্বমতানুযায়ী অন্যান্য বিষয় যেরূপ যত্ন সহকারে শিক্ষা দেন, শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন

বিষয়ে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু অধুনা বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যতদূর জানা গিয়াছে, তদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা আমাদের এক প্রধান কার্য্য। সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন না হইলে, অন্যান্য কর্ত্তব্য যথাবিধানে সম্পাদন করা যায় না। অতএব, শারীরিক নিয়ম পালন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি-সাধন।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবল ও পরিশোধিত করা আমাদের আত্ম-বিষয়ক তৃতীয় কার্য্য। ধর্ম্মের পর আর পদার্থ নাই। যিনি ধর্ম্মস্বরূপ মহারত্নের যথার্থ মর্য্যাদা জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি তদর্থে অপরাপর সমস্ত বিষয় বিসর্জ্জন দিতে পারেন। পরমেশ্বর মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন, অতএব তাহাদিগকে উন্নত করিতে ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে তাহাদের বশীভূত রাখিতে নিয়ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন, সচ্চরিত্র লোকের চরিত্র-পাঠ, কীর্ত্তিমান্ মনুষ্যদিগের কীর্ত্তি-শ্রবণ ইত্যাদি যে কোন উপায়ে ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহ, এবং অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জন্মে, তাহাই কর্ত্তব্য। আর, পাপ-দোষ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-

প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। আমরা যখন যে অবস্থায় যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকি না কেন, পুণ্য-নদীর পবিত্র নীরে অবগাহন পূর্ব্বক স্বকীয় চরিত্রকে পরিশুদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই তৎপর থাকা উচিত। সুচরিত্রের সমান অমূল্য সম্পত্তি আর কিছুই নাই। যিনি হৃদয়-ভাণ্ডারে এমন অমূল্য ধন সংস্থাপন করিতে পারেন, তিনি পরম ভাগ্যবান্। তাঁহার মনোরূপ মনোহর সরোবর সুনির্ম্মল সুখ-সলিলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে।

কর্ত্তব্য সম্পাদন ও অকর্ত্তব্য পরিবর্জ্জনই ধর্ম্ম, তদ্দ্বারাই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উন্নত ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সংযত হয়, এবং তদ্দ্বারাই ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও অধর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মে। অতএব আমাদের ধর্ম্মোন্নতি ও চরিত্র-শোধন বিষয়ে যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা সেই সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ মধ্যে ক্রমে ক্রমে উক্ত হইতে থাকিবে। এ স্থলে কেবল দুই একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

অনেকে অশ্লীল-বাক্য-কথন, কথা-প্রসঙ্গে পরনিন্দা-করণ, আমোদ-বিশেষে সাতিশয় আসক্তি-প্রকাশ, কুলোকের সংসর্গ ইত্যাদি সামান্য সামান্য কুক্রিয়া করিয়া তাদৃশ দোষ বোধ ও যথোচিত অনুতাপ করেন না, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র যে ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে থাকে তাহাও বিবেচনা করেন না। গুরু দোষই হউক আর লঘু দোষই হউক, কর্ত্তব্যের অন্যথা-চরণ হইলেই অধর্ম্ম হয়, ও তন্নিমিত্তে পরমেশ্বর-সন্নি-ধানে সাপরাধ থাকিতে হয়। তদ্ভিন্ন, কোন দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা

হ্রাস হইয়া আমাকি বৃদ্ধি হইতে থাকে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হইলেই প্রবল হয়। এক বার যে কুকর্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার প্রতি আর তাদৃশ ঘৃণা থাকে না। অধর্মের প্রতি সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি-দিগের যে স্বভাব-সিদ্ধ অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা থাকে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। তাহার হ্রাস হইলেই পাপের পথ প্রশস্ত হইতে থাকে। যেমন কোন সেতুর কোন স্থানে ছিদ্র হইলে, তদ্দ্বারা প্রতিক্ষণ জল নির্গত হইয়া প্রতি-ক্ষণেই সেই ছিদ্রের আয়তন বৃদ্ধি হয়, ও ক্রমে ক্রমে সমুদায় সেতু ভগ্ন হইয়া তাহার সমীপবর্ত্তী ভূমি-খণ্ড জলে প্লাবিত হয়, সেইরূপ, আমরা যত বার কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহার প্রত্যেক বারেই ধর্ম্মের প্রতি অনু-রাগ হ্রাস হইয়া অধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়। এই-রূপ অল্প অল্প অত্যাচার করিয়া অন্তঃকরণ এমত পাপাসক্ত হইতে পারে, যে অবশেষে ঘোরতর কুকর্ম্ম করিতেও আর সঙ্কুচিত হয় না। এক সময়ে যে ব্যক্তি যে কুকর্ম্মের প্রসঙ্গ শুনিবা মাত্র অত্যন্ত ঘৃণা ও বিস্ময় প্রকাশ করে, পরে সেই ব্যক্তি অভ্যাসের বশীভূত হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে অম্লান বদনে সেই ঘৃণাকর কুৎসিত পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব, যাঁহারা পুরাত্মার পরম পবিত্র মনোহর স্বরূপ প্রতীতি করিয়া তাঁহাকে হৃদয়া-সনে স্থাপন করিতে অভিলাষ করেন, অভিলাষাক্ত পাপকেও লঘু জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ যে লঘু পাপ হইতে গুরুতর পাপের উদ্ভব হয়, তাহাকে সামান্য জ্ঞান করাই বা কি রূপে শ্রেয়স্কর হইতে পারে?

যখন কোন লঘু পাপের প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তখন তাহা হইতে কি পর্য্যন্ত ঘোরতর পাপের উৎপত্তি হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, এবং বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বিধেয়। যেমন পুষ্পোদ্যানস্থিত কণ্টকী লতার অঙ্কুর উৎপাটন না করিলে, তাহা হইতে এক বিশাল লতা উৎপন্ন হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্প-বৃক্ষ সকল নষ্ট করিতে পারে, সেইরূপ, পাপাঙ্কুরের মূল উন্মূলন না করিলে অবশেষে তাহা হইতে অতিবৃহতী অধর্ম্ম-লতা উৎপন্ন হইয়া চিত্ত-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিতে পারে। অতএব, কোন সামান্য কুকর্ম্মেরও এক বার মাত্রও অনুষ্ঠান করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, অধর্ম্মের প্রতি সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের যেপ্রকার স্বভাব-সিদ্ধ ঘৃণা ও দ্বেষ আছে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। অসৎ-সংসর্গ এ দোষের এক প্রবল কারণ। অধার্ম্মিকদিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিতে যাহাদের প্রবৃত্তি হয়, অধর্ম্মেতে যেরূপ ঘৃণা থাকা উচিত তাহা তাহাদের কখনই থাকে না। স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নহে। যে পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া অসৎ-সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করেন, পরে নানা কারণে কুলোকের সহিত সহবাস করা তাঁহারও অভ্যাস পাইতে পারে, তদ্দ্বারা অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা হ্রাস হইতে পারে, পরিশেষে নানাপ্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্তি হইতে পারে।

অতএব, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সাধুসঙ্গের গুণ অতি আশ্চর্য্য। যেমন পরম শোভাকর পূর্ণ চন্দ্র সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুকে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ, পরমেশ্বর-পরায়ণ পুণ্যাত্মারা পার্শ্ববর্ত্তী পুণ্যার্থীদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্ম-স্বরূপ সুধারস সঞ্চার করিতে থাকেন। তাঁহাদের সহিত সহবাসে যাহার অত্যন্ত অনুরাগ ও পরম পরিতোষ জন্মে, এবং আপনার অন্তঃকরণকে সর্ব্বদা প্রসন্ন ও পবিত্র রাখিতে যাহার একান্ত যত্ন থাকে, সেই ব্যক্তিই অধর্ম্মকে দুর্গন্ধবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখ-সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারে। পরম-রমণীয়-পুষ্পোদ্যান-স্থিত, বিশুদ্ধ-বায়ু-সেবিত, পরিপাটী গৃহমধ্যে অবস্থিতি করা যাঁহার সতত অভ্যাস, দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট, অন্ধকারজনক, অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাস করিতে অবশ্যই তাঁহার ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। সেই রূপ, যে ব্যক্তি আত্ম-প্রসাদ ও সাধু-সঙ্গ অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া তল্লাভার্থে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকেন, এবং তাহা লাভ করিয়া পরম পবিত্র আনন্দ-রস অনুভব করেন, সে ব্যক্তি উপস্থিত দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে অন্যান্য অপেক্ষায় অধিক সমর্থ তাহার সন্দেহ নাই। অতএব অধর্ম্মের আক্রমণ নিরাকরণার্থ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ লাভে সতত সযত্ন থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

আত্ম-সুখ সাধন করা আর একটি আত্ম-বিষয়ক কার্য্য। যে স্থলে আপনার সুখ সৌভাগ্য সাধন করা

অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিরোধী না হয়, সে স্থলে তদর্থে চেষ্টা করা কোন ক্রমেই গর্হিত নহে। যদি সকলেই স্ব স্ব সুখ-লাভ বিষয়ে অযত্ন ও অবহেলা করে, তবে সকলেই বিবিধ সুখে বঞ্চিত ও নানা দুঃখে আকীর্ণ হইয়া সংসার-ধাম কেবল নিরানন্দ দুঃখ-ধাম হইয়া উঠে। অতএব, পরোপকার যেরূপ পুণ্য কর্ম্ম, ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্ম-সুখ সাধন করাও সেইরূপ এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই।

যথানিয়মে শরীর ও মনের চালনাই সুখের মূল। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সুখ-রত্নের এক এক আকর স্বরূপ। করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে তাহাদিগকে চালনা করিলেই, আন্তরিক সুখ ও সাংসারিক উপকার উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরমেশ্বর মানব জাতিকে যে সমস্ত শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সমুদায় বাহ্য বিষয় তাহাদের সম্পূর্ণরূপ উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সকল বিষয়ে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিয়া সুখ-সম্পত্তি লাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শরীর-সঞ্চালনের বিষয় শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধানের প্রসঙ্গ-মধ্যে লিখিত হইয়াছে, এবং প্রধান প্রধান বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক জ্ঞানামৃত পান ও ধর্ম্ম-রূপ অমূল্য নিধি লাভ যে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের সমুৎপাদক, তাহাও ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি জনিত বিহিত সুখেও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জগদীশ্বর

জগতের কোন পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ঐ সমস্ত বৃত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া সুখসৌভাগ্য লাভ করিব এই অভিপ্রায়েই, তিনি তাহা-দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এক এক ইন্দ্রিয় ও এক এক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অপর্য্যাপ্ত সুখের আধার করিয়াছেন। বসন্তকালে যখন পৃথিবী নানা রসে পরি-পূরিত হইয়া পরমরমণীয় পুষ্প-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে, এবং পুষ্পভারাবনত তরু-শাখা সকল সুমন্দ মারুত হিল্লোলে কম্পিত হইয়া অবি-শ্রান্ত কুসুম বর্ষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আমোদিত করে, ও বৃক্ষশাখারূঢ় বিহঙ্গম সকল মুহুর্মুহুঃ শাখা পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক মধুর স্বরে মনের সুখে গান করত পথিকের মন হরণ করে, তখন যাহার নেত্র উন্মীলন করিবার সামর্থ্য আছে, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ববশ আছে, তাহার অন্তঃকরণ সুধামৃত-রসে অভিষিক্ত না হইয়া কত ক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারে। ন্যায়ানুগত থাকিয়া নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক ধন, মান ও বল উপার্জ্জন করা অশেষ সুখের বিষয়। অতএব এই সমস্ত বৃত্তিকে বিহিত বিষয়ে নিয়োজন পূর্ব্বক সুখ-সৌভাগ্য লাভ করা কোন রূপেই গর্হিত নহে। প্রত্যুত, স্বকীয়-সুখ-সম্পত্তি-সাধন অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের বিরোধী না হইলে, তদর্থে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বদা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশী-ভূত রাখা আবশ্যক; নতুবা মোহ-কূপে পতিত হইয়া পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়।

কোন কোন উপাসকসম্প্রদায় সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সুখ বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ-সাধনকে ইন্দ্রিয়-সংযম জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়-দ্বার রোধ করিবার চেষ্টা করেন, কেহ বা শরীর শুষ্ক ও ক্লিষ্ট করাকে ধর্ম্ম-সাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যের যেরূপ স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তাহা সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই সমস্ত মত নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক বোধ হয়। দয়াসাগর বিশ্ববিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে যে সমস্ত সুখ-সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার ও সম্ভোগ করা কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎসমুদায় পরিত্যাগ করণার্থ চেষ্টা করিলে, তাঁহার অপার কারুণ্য স্বরূপে অবহেলা করা হয়, এবং তজ্জন্য তাঁহার সমীপে অপরাধী থাকিয়া বিবিধ সুখে বঞ্চিত হইতে হয়।

উপস্থিত প্রস্তাব সমাপন করিবার পূর্ব্বে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইতেছে। সুখ-স্বস্তি যেমন দুর্লভ পদার্থ, উদ্বেগ ও বিরক্তি তেমনি ক্লেশকর। মনের স্বস্তি ব্যতিরেকে ধন, মান, সম্ভ্রম সকলই বৃথা, কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না। কত শত ব্যক্তি অতুল-ঐশ্বর্য্যবান্ ও প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়াও নিয়ত এরূপ উৎকণ্ঠিত ও উত্ত্যক্ত, যে কিছুতেই তাহাদের স্বস্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কাহারও বা কোন দুরাশা পূর্ণ না হইতে অবিরতই অসুখ ও উৎকণ্ঠা থাকে। কেহ বা

কোন অসিদ্ধ সঙ্কল্প অথবা কোন পূর্বাচরিত ভ্রান্তিমূলক ক্ষতিজনক ব্যাপার স্মরণ করিয়া সর্বদা সন্তাপিত। কেহ কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ যে কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তাহাদের যত অর্থ-লাভ ও যত পদ-বৃদ্ধি হইতে থাকে, লালসারূপ অগ্নি-শিখা ততই প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাকে। শুভাশুভ দিন ক্ষণ লগ্ন ঘটিত কুসংস্কার ও অন্যান্য-প্রকার অমূলক সংস্কার অনেকের অশেষ অসুখের হেতু হইয়া থাকে।

অনেকের স্বভাব-দোষ এরূপ উদ্বেগ ও অস্থিরতা এক প্রধান যন্ত্রণা আছে, কিন্তু বিবেচনা ও অভ্যাস দ্বারা ঐ উভয়ের অনেক হ্রাস করা যায়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল ক্লেশ কেবল কুসংস্কার-মূলক, জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া কুসংস্কার-বিমোচন হইলেই তাহা দূর হইতে পারে। আর সন্তোষ উক্তরূপ অনর্থক উদ্বেগের মহৌষধ স্বরূপ। সন্তোষ অপেক্ষায় সুখজনক এবং অসন্তোষ অপেক্ষায় দুঃখ-জনক আর কিছুই নাই। মনুষ্য, সকল অবস্থাতেই সন্তোষরূপ স্পর্শমণি দ্বারা সুখ-স্বরূপ স্বর্ণ লাভে সমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও যে দুঃখ নিবারণের চেষ্টা না করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে চির কাল কষ্ট স্বীকার করিবে এমত নহে। যে অবস্থায় থাকিলে, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ বশতঃ শরীর শীর্ণ হয়, অপ্রকৃত, অপরিশুদ্ধ, সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করাতে শারীরিক স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে সঙ্গতি অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করাইতে এবং পুত্র ও কন্যাদিগকে উত্তমরূপ বিদ্যা

শিক্ষা করাইতে অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এই সমস্ত ক্লেশ নিবারণ করিবার নিমিত্তে যত্ন না করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, নানামতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নয়, অতএব কোন মতেই উচিত নহে। সন্তোষের যথার্থ লক্ষণ এরূপ নয়। আপন আপন উপায় ও ক্ষমতানুসারে ন্যায়ানুগত চেষ্টা দ্বারা যত দূর উৎকৃষ্ট অবস্থা হইতে পারে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া, এবং যে সকল অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করিবার সাধ্য নাই তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই যথার্থ সন্তোষ। এরূপ সন্তোষ সুখের আলয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

গৃহ-ধর্ম।

আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যেমন ঘটিকা-যন্ত্রের প্রত্যেক চক্র পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়াও পরস্পর দৃঢ়রূপ সম্বন্ধ থাকে, সেইরূপ, প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পর নানাপ্রকার সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এই কোলাহল-পরিপূর্ণ জনাকীর্ণ জন-সমাজ একটি সুশৃঙ্খলা-সম্পন্ন পরম-রমণীয় যন্ত্র স্বরূপ, প্রত্যেক মনুষ্য তাহার এক এক চক্র স্বরূপ, সেই সমস্ত মানব রূপ চক্র পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কার্য্য করে কদাপি স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না।

পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করা মধুমক্ষিকার স্বভাব। যদি এক একটি মধুমক্ষিকা এক একটি প্রশস্ত পুষ্পোদ্যানে স্থাপিত হয়, সুতরাং পরস্পর সাক্ষাৎকার ও একত্র সহবাস করিতে না পারে, তাহা হইলে অপ-র্য্যাপ্ত আহার-দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা-দিগের স্বভাব-সিদ্ধ শক্তি সহকারে সমবেত যত্ন দ্বারা যেরূপ সুখ সম্ভোগ ও কার্য্য সম্পাদন করিবার সামর্থ্য আছে, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া অবশ্যই অসুখে কাল যাপন করিবে তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যের

বিষয়ও অবিকল সেইরূপ। জগৎপাতা জগদীশ্বর আমাদিগকে ভক্তি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি যে সমস্ত মনোরম মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার স্বভাবাদি বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চিত জানিতে পারা যায়, সমাজ-বদ্ধ হইয়া গ্রাম ও নগর মধ্যে একত্র বাস করাই মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র অবস্থিতি করা কোন মতেই উচিত নহে। সমাজ-বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয়ের বিচার করা যাইবে। তন্মধ্যে প্রথমে গৃহধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিতে আরম্ভ করা গেল।

কাম, অপত্যস্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা এই তিন প্রবল প্রবৃত্তি থাকাতেই, আমাদিগকে গৃহী হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া সন্তান উৎপাদন ও পরস্পর একত্র সহবাস করণের বাসনা হয়, এবং উদ্বাহ-বন্ধন যে অত্যন্ত শুভজনক ও সুখদায়ক তাহা বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয়। অতএব, যখন পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই সমস্ত শুভকর বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন আমাদের উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইয়া সংসারাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক তৎসংক্রান্ত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা তাঁহার সম্পূর্ণ রূপ অভিপ্রেত ও আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উদ্বাহ-বন্ধন অর্থাৎ যাবজ্জীবন স্ত্রী পুরুষে একত্র সহবাস করা যে কেবল মনুষ্যেরই স্বভাব-সিদ্ধ এমত নহে, উল্কামুখী, বন্য বিড়াল, কপোত, চটক, চক্রবাক প্রভৃতি অনেক জন্তু যুগ-বদ্ধ হইয়া একত্র বাস করে। অপত্য

উৎপাদন ও পরিপালনের কাল অতীত হইলেও, তাহারা পরস্পর প্রণয়-বদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি ও একত্র সঞ্চরণ করিয়া থাকে। মনুষ্যেরও তদনুরূপ প্রকৃতি থাকাতে, কি আসিয়া, কি ইয়ুরোপ, কি আমেরিকা সর্ব্বত্রই উহাদের রীতি প্রচলিত দেখা যায়। হিন্দু, চীন, গ্রীক, পারসীক প্রভৃতি সমুদয় প্রাচীন ও আধুনিক সভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই ঈশ্বরানুমত পবিত্র প্রথা প্রচলিত আছে।

এই সুকৌশল-সম্পন্ন সুন্দর নিয়ম কি মহোপকারী! স্বজাতীয় এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, এ নিয়ম সর্ব্বত্র বলবৎ। তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অশেষবিধ শরীরী বস্তু এই নিয়মের অধীন থাকিয়া দিন দিন স্বজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। মানবগণ এই বিবাহরূপ বিহিত বিধানের অধীন থাকাতে, গ্রাম, নগর, দেশ, প্রদেশ অবিলম্বে লোকাকীর্ণ ও সুখ-পূর্ণ হইতেছে। কত কত পত্রাবৃত বন-স্থল ও সাগর-পরিবেষ্টিত জনশূন্য দ্বীপ শতাব্দ গত না হইতে হইতেই লোকের কলরবে ও বিষয়-ব্যাপারের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইতেছে। যে সমস্ত মানব-জাতি অধুনা পৃথিবীর এক প্রান্ত অবধি অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা প্রত্যেকে এক এক দম্পতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়; তাহাদের জনাকীর্ণ জন্ম-ভূমি এক কালে মনুষ্য-সম্পর্ক-শূন্য অরণ্যবৎ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর কেমন সূক্ষ্ম সূত্র সঞ্চার করিয়া কি মহৎ মহৎ ব্যাপারই

সম্পন্ন করেন! তাঁহার কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অচিন্ত্য জ্ঞান!

তিনি উদ্বাহ-বিষয়ে কতকগুলি কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সমুদায় সম্যক্ প্রকারে পালন না করিলে, মনুষ্যের উদ্বাহ-সংস্কার বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয় না। এক এক করিয়া তৎসমুদায় নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, পাঠক-বর্গ পাঠ করিয়া দেখিলে জানিতে পারেন, ঐ সমস্ত ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ এতদ্দেশীয় লোকের এতাদৃশ দারুণ দুরবস্থার বলবৎ কারণ।

প্রথম নিয়ম।—কন্যা ও পুত্রের পাণি-গ্রহণ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, সদালাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনোগত অভিপ্রায় নিরূপণ, সদসৎ চরিত্র পরীক্ষা, এবং প্রণয়সঞ্চার হওয়া আবশ্যক। যাঁহাদের চিরজীবন পরস্পর প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকা উচিত, অহরহঃ এক গৃহে একত্র সহবাস করা আবশ্যক, একমতাবলম্বী হইয়া সমুদায় গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, সকল বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহাদের পণ, তাহাদের পরস্পর প্রণয়-সঞ্চার ও পরস্পরের চরিত্রাদি-নিরূপণ ব্যতিরেকে উদ্বাহ-পাশে বদ্ধ হওয়া অত্যন্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ ও নিতান্ত অসঙ্গত তাহার সন্দেহ নাই। এপ্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার অত্যন্ত অপরাধ-জনক ও অশেষ অনর্থের মূল। যাঁহাদের বুদ্ধির লেশ মাত্র আছে, তাঁহারা আর এই অশেষ-দোষাকর কুব্যবহারকে বিধেয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এই দারুণ-দুঃখ-দায়ক দুর্নীতি এতদ্দেশস্থ

কত দম্পতীর যে কি পর্য্যন্ত কলহ-জনক ও ক্লেশ-দায়ক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। পাণিগ্রহণ-কালে কন্যা পাত্র উভয়েই পরস্পরের স্বভাব ও গুণাগুণ জানিতে পারে না। বিশেষতঃ, এ দেশের ভদ্র লোক-দিগের যে প্রকার অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে, তখন তাহাদের পরস্পরের চরিত্র পরীক্ষা করিবার ক্ষমতাও জন্মে না। আর পিতা মাতাও পাত্র কন্যার কৌলীন্য-মর্য্যাদা-বিষয়ে যেরূপ দৃষ্টি রাখেন, তাহাদের গুণাগুণ বিবেচনা করা তাদৃশ আবশ্যক বোধ করেন না। ইহাতে যে এ দেশে অনেক দম্পতীকে অসপ্রীতি-রূপ অগ্নিশিখায় অবিরত দগ্ধ হইতে দেখা যায়, তাহার আশ্চর্য্য কি?

পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব ও বিপরীত-মতাবলম্বী স্ত্রী-পুরুষের পাণি-গ্রহণ হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মানসিক ভাব ও অভিপ্রায় বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে, কত কত দম্পতী মহা অসুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন। যদিও প্রথম উভয়ে তাঁহাদের প্রণয়-সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। পরমসুন্দরী ভার্য্যার কুসুম-সদৃশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে মলিন বোধ হয়, এবং সেই প্রগাঢ় প্রণয়-রসও ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়।

যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাস-ঘাতক হয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সত্যবাদিনী ও ধর্ম্ম-ভীতা হন, তবে তিনি নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ

অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া সর্ব্বদাই ক্লেশানুভব ও গ্লানি-প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া, কোন ক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই, আপনাকে সুখী ও চরিতার্থ বোধ করেন, কিন্তু তাঁহার চির-সহচরী ভোগাভিলাষিণী পত্নী পরমশোভাকর বেশ ভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে ঐ উভয়কেই মনোদুঃখে দুঃখিত থাকিয়া অসন্তুষ্ট মনে কালক্ষেপ করিতে হয়। বিদ্যাবান উদার-স্বভাব মহাশয় পুরুষের সহিত বিদ্যাহীনা, কলহপ্রিয়া, ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণি-গ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়। এ বিষয়ের উদাহরণ-সংগ্রহার্থে অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই; এতদ্দেশীয় অনেক বিদ্যার্থী ব্যক্তিই এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল। বিদ্যাবান পতি মানবজন্মের সার্থক্য-সাধক জ্ঞান-রসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের অনুশীলনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরক্ত থাকেন, সুতরাং মূর্খ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মে না এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন মত দেখিয়া অসন্তোষ বই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী যে সকল কার্য্য অলীক ও অপকারী বলিয়া জানেন, তাঁহার কুসংস্কারাবিষ্ট পত্নী তাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ধর্ম্ম-বিষয়ে উভয়ের অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একের অতিশ্রদ্ধেয় পরমপূজনীয় পদার্থও অন্যের উপেক্ষা ও অনাদরের আস্পদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এতদ্দেশীয় বিদ্যাবান্ যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা

অনেকেরই মনস্তাপ ও দুষ্প্রবৃত্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে, এমন যে সুলভ-সুখ সংসারধাম, তাহাও বিষাদ-রূপ-বিষম-বিষ-দূষিত হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখরূপ দারুণ রোগ উৎপাদন করে।

দ্বিতীয় নিয়ম।—শরীরের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত না হইলে, এবং জরাবস্থা উৎপন্ন অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবর্ত্তী হইলে, পাণি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যেমন, বীজ পরিপক্ব না হইলে, তদুৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হয় না, সেইরূপ, অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান তাদৃশ বল-বীর্য্য-সম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ, যে সময়ে মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় সম্যক্ রূপে পরিপক্ব ও পরিশোধিত না হয়, তাঁহার সে সময়ের সন্তান অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বয়সের সন্তান অপেক্ষায় কোন কোন অংশে হীন হয়, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, অল্প বয়সে বিবাহ করা কাহারও পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। সন্তানের স্বভাব-দোষ এই প্রবল পাপের প্রধান প্রতিফল। যেমন, এক গৃহে অগ্নি লাগিলে তাহার সংস্পর্শে অন্যান্য নিকটবর্ত্তী গৃহও অগ্নি-সংযোগে দগ্ধ হয়, সেইরূপ, এই এক পাপ দ্বারা অন্যান্য অনেক পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যে যে দেশে আপন আপন মনোমত বর ও কন্যা মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে, তথাকার অনেকানেক অপরিণামদর্শী তরুণ-বয়স্ক স্ত্রী

ও পুরুষ রিপু-বিশেষের বশীভূত হইয়া, অযোগ্য পাত্র বা কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক চির জীবনের দুঃখসূত্র সঞ্চার করেন। তাঁহারা প্রিয় পতি বা প্রিয়তমা পত্নীর রূপ-লাবণ্য ও হাস্য-কৌতুক দর্শনে একে বারে বিমোহিত হইয়া যান, এবং তদীয় গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া আপন আপন বিমুগ্ধ চিত্তকে পরস্পরের প্রণয়-পাশে বদ্ধ করিয়া ফেলেন। প্রথমে উভয়ের দোষ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় উভয়েরই মোহাবরণে আবৃত থাকে, কালক্রমে প্রকাশিত হইয়া উভয়কেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে। এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যেও ঘটনাক্রমে কোন কোন দম্পতীর যৌবনদশায় এইপ্রকার প্রণয়াঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরে কলহরূপ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আবিভূত হইয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। বয়োবৃদ্ধি, বিদ্যাশিক্ষা ও বহুদর্শন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি পরিপক্ক ও পরিশোধিত হইয়া বিবাহ হইলে, এই সমস্ত অনিষ্ট-ঘটনার সম্ভাবনা অনেক হ্রাস হয় তাহার সন্দেহ নাই।

দারিদ্র্য-দুঃখ বাল্য-বিবাহের আর একটী বিষময় ফল। এ দেশের ভদ্র লোকেরা সচরাচর যেরূপ তরুণ বয়সে পুত্র পৌত্রাদির বিবাহ দিয়া থাকেন, তখন তাহাদের কার্য্যক্ষম ও উপায়ক্ষম হওয়া দূরে থাকুক, বিবাহরূপ বন্ধন তাহাদের বিদ্যাশিক্ষারও এক প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। তাহারা বিদ্যা ও ব্যবসায় শিক্ষার কাল পায় না; অল্প কালেই পিতৃ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তখন অনা-

নুশীলনই বা কোথায়? ধর্ম্মালোচনাই বা কোথায়? স্বদেশের মঙ্গল-চিন্তাই বা কোথায়? জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ব্যবসায় শিক্ষা না করাতে, পর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত করিতে হয়। কি আক্ষেপের বিষয়! পরিবার-প্রতিপালনের উপায় অবধারণ না করিয়া বিবাহ করা যে কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, ইহা এ দেশের লোকেরা ভ্রমেও এক বার স্মরণ করেন না, এবং এই পরম শুভকর ঐশ্বরিক নিয়ম প্রতিপালন না করাতে যে, পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহাও বিবেচনা করেন না। কিন্তু তাঁহারা ইহা বিবেচনা করুন, আর না করুন, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির অখণ্ড্য নিয়ম লঙ্ঘনের ফল অবশ্যই ফলিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা যাবৎ জগদীশ্বরের নিয়ম-প্রণালীতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী ব্যবহার না করেন, তাবৎ তাঁহাদিগকে তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। বাল্য-বিবাহ যে মহাপাতক এই সমস্ত প্রতিফল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বয়স্য-ভাব থাকা উচিত; অতএব তাঁহাদের বয়ঃক্রমের অধিক ন্যূনাধিক্য হওয়া বিধেয় নহে। মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধি সহকারে শরীর ও মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; এ নিমিত্ত সমবয়স্ক ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণের ভাব ও গতি এক রূপ হইয়া পরস্পর প্রণয় সঞ্চারিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। তাঁহারা যেমন পরস্পরের ভাব গ্রহণ এবং প্রয়োজনা-

প্রয়োজন আশু অনুভব করিতে পারেন, অসম-বয়স্ক ব্যক্তিরা সেরূপ পারেন না। ভর্ত্তা ও ভার্য্যার বয়ঃ-ক্রমের পরস্পর অধিক ন্যূনাধিক্য হইলে, সুচারু বয়স্য-ভাব সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এবং পিতা মাতার শরীরের অবস্থা ও মনের গতি বিভিন্ন প্রকার হইলে, সন্তানও সুলক্ষণ-সম্পন্ন নির্দ্দোষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ সকলেরই উদ্বাহ-সংস্কার বিষয়ে অধিকার আছে, কিন্তু স্ত্রীগণের বিবাহের কাল নবম বর্ষ পর্য্যন্তই প্রশস্ত। কোন কোন বালিকা যে দশম বা একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, সেও গৌণ কল্প। এই নিমিত্ত, ৪০। ৫০ বর্ষ বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তিও নবম বা দশম বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করেন, এবং তদ্দ্বারা আপনার অসুখ-ঘটনার সূত্রপাত করিয়া সন্তানের বিরুদ্ধ স্বভাব উদ্ভাবিত করেন।

অতএব, বাল্য-বিবাহ এক মহাপাপ। ভর্ত্তা ও ভার্য্যার দারিদ্র্য, মূর্খতা ও উৎকণ্ঠা, এবং সন্তানের দুর্ব্বলতা, নির্ব্বীর্য্যতা ও সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট-স্বভাব-প্রাপ্তি ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। কিন্তু আমাদের দেশস্থ লোকের কি বিষম ভ্রান্তি! তাঁহারা এই অশেষ-দোষা-কর দেশাচারকে বিধি-বিহিত বিশুদ্ধ ব্যবহার জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে ঘৃণাকর কদাচার সর্ব্বনাশের হেতু স্বরূপ, তাঁহারা তাহা স্বর্গ-সাধন বোধ করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু পরম-ন্যায়বান্ পরমে-শ্বরের শুভকর নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহার সমুচিত

শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। এ নিমিত্ত, আমরা বহুকালাবধি এই দুশ্ছেদ্য কুরীতি-পাশে বদ্ধ থাকিয়া যথোচিত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি। এই কুপ্রথারূপ বিষম পাপকে এদেশ হইতে নির্বাসিত না করিলে, আমাদের কোন ক্রমেই আর ভদ্রস্থতা নাই। এই প্রবল পাপ প্রচলিত থাকিলে, আমাদের সুখ সৌভাগ্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, আমরা পুরুষে পুরুষে হীনাবস্থা ও উচ্ছেদ-দশা প্রাপ্ত হইতে থাকিব।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের উদ্বাহ বিষয়ে এপ্রকার কুৎসিত রীতি প্রচলিত ছিল না। যখন শ্রেষ্ঠ-বর্ণত্রয়ের পুরুষেরা গুরুগৃহে কেহ বা ছত্রিশ, কেহ বা চব্বিশ, কেহ বা অষ্টাদশ, কেহ বা দ্বাদশ বর্ষ বেদাধ্যয়ন করিয়া অবশেষে দার-পরিগ্রহ করিতেন, এবং যখন স্ত্রীদিগের স্বেচ্ছানুরূপ বর-গ্রহণ * এবং বিধবাদিগের পুনঃসংস্কারের প্রথা প্রচলিত ছিল; তখনকার হিন্দুরা এপ্রকার কুসংস্কারাবিষ্ট ভ্রষ্ট-স্বভাব হিন্দুদিগের অপেক্ষায় সদাচারী ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। তখন উদ্বাহ বিষয়ে এরূপ অধর্ম্ম-জনক অত্যুৎকট নিয়ম বলবৎ ছিল না, সুতরাং তজ্জনিত দুঃখ ও যাতনাও তখন ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। ইহা ব্যক্ত করিতে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয় যে, স্থান-বিশেষে বর্ণ-বিশেষের সদ্যঃ-প্রসূত শিশুর বিবাহের বিষয় প্রস্তাবিত, এবং

---

* স্বয়ংবরা ইহার প্রথা।

দুই তিন মাসের বালক বালিকার উদ্বাহ-সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হইয়া থাকে *।

জর্ম্মনি দেশে এ বিষয়ে এক পরম-শুভকরী রীতি প্রচলিত আছে। তথায় পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে পাণিগ্রহণে অধিকার হয় না। তদ্ভিন্ন, পুরুষের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করিবার মানস করেন, তাঁহার স্ত্রীপরিবার প্রতিপালনের সামর্থ্য ও উত্তরকালে অবস্থোন্নতির আশা ও সম্ভাবনা আছে কি না, শান্তিরক্ষক ও ধর্ম্মযাজকের নিকট তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। আমাদের দেশেও তদনুরূপ কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক, নতুবা কোন কালে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

বাল্য-বিবাহের ন্যায় বার্দ্ধক্য-বিবাহও গুরুতর পাতক। শরীর ও মনের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান যেমন বলবান্ ও বীর্য্যবান্ হয় না, সেইরূপ, বৃদ্ধকালের সন্তানও সবল ও সতেজ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। অতি পুরাতন জীর্ণ বীজ বপন করিলে, তাহা মূলেই অঙ্কুরিত হয় না, যদি অঙ্কুরিত হয়, তথাচ তাহা হইতে কদাপি বহু-শস্যোৎপাদক সতেজ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ, প্রাচীনা-

---

* সন্তান গর্ভে থাকিতেই পিতা মাতা অন্য শিশুর পিতা মাতাকে কহিয়া থাকেন এবার আমার কন্যা হইলে তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। কি ঘৃণা ও কি লজ্জার বিষয়।

বয়সের উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইলে, নিঃসন্তান হইতে হয়, যদি সন্তান জন্মে, সেও ক্ষীণজীবী জীর্ণ দেহ প্রাপ্ত হইয়া কোন ক্রমে কষ্টে সৃষ্টে দিন যাপন করে, অথবা অল্প কালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। সচরাচর এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে যে জরাগ্রস্ত জনক জননী, সন্তানের বিদ্যা-শিক্ষা, কর্ম্ম-দক্ষতা ও জীবিকা-নির্দ্ধারণ না হইতে হইতেই, মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অনাথ করিয়া যান। অতএব, যে সময়ে শরীর সবল ও মনের বৃত্তি সমুদায় তেজস্বিনী থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে এক জন প্রাচীন হইলেও এই সমস্ত শাস্তি ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল দেশে স্ত্রীজাতির পুনঃসংস্কার প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় সচরাচর এপ্রকার ঘটে, যে, যে যুবতী স্ত্রী, বৃদ্ধ পতির সহবাসে অবস্থিতি করিয়া বন্ধ্যা হইয়া থাকে, সেই স্ত্রীই পরে অন্য অল্প-বয়স্ক ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিতে থাকে।

ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ের মধ্যে এক জন জরাগ্রস্ত ও অন্য জন যৌবনারূঢ় হইলে যে, তাহাদের পরস্পর সম্প্রীতি-সঞ্চারের তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না, এ বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তরুণ-বয়স্ক পতি প্রাচীনা ভার্য্যাতে, এবং তরুণী ভার্য্যা বৃদ্ধ পতিতে, পরিতৃপ্ত না হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ ও ব্যভিচার-দোষ অবলম্বন করে, এবং তদ্দ্বারা দ্বেষ ও ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া অহরহঃ উভয়কে দগ্ধ করিতে থাকে।

কন্যা পাত্রের বয়ক্রমের বিষয় বিবেচনা করা যে কর্ত্তব্য, নানাদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এ নিয়ম সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ রূপে অবগত ছিলেন, এবং স্ব স্ব বুদ্ধি সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। লাই-কর্গস্-নামক গ্রীশ-দেশীয় ব্যবস্থাপক এইরূপ নিয়ম করেন যে, পুরুষের ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে, এবং স্ত্রীলোকের ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিবাহ করা বিধেয় নহে। এরিষ্টটল নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই বিধান করেন যে, স্ত্রীলোকের অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে বিবাহ হওয়া উচিত নহে। প্লেটো এই প্রকার ব্যবস্থা দেন যে, পুরুষের পক্ষে ৩০ অবধি ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত, এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ২০ অবধি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানোৎপাদনের নিরূপিত কাল। আগস্টস্ নামক রোমক রাজ্যেশ্বরের রাজত্বকালে রোমকজাতির মধ্যে পুরুষেরা ৬০ বৎসর ও স্ত্রীরা ৫০ বৎসর অপেক্ষায় অধিক বয়স্ক হইলে বিবাহ করিতে পারিত না। ভারতবর্ষ-প্রচলিত মনুসংহিতার মতে পরমায়ুর প্রথম ভাগ বিদ্যা-শিক্ষায় ক্ষেপণ করিবেক, দ্বিতীয় ভাগে দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবেক, পরে জরা-প্রস্ত হইলে গৃহ-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন বন বাস অবলম্বন করিবেক। অধুনাতন পণ্ডিতদিগের মধ্যে ডাক্তর হিউফলণ্ড কহেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে অষ্টাদশ বৎসর বিবাহের মুখ্যকাল। তদপেক্ষা অল্প-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনে সক্ষম হওয়া সুকঠিন তাহার সন্দেহ নাই।

সকল দেশে ও সকল ব্যক্তির পক্ষেই যে ঠিক একরূপ বয়স নিরূপিত থাকে, ইহা আমাদের অভিমত নহে। সকল-দেশীয় সকল ব্যক্তির শরীরের পূর্ণাবস্থা এক সময়ে সম্পন্ন হয় না, এবং সকলের সন্তানোৎপাদিকা শক্তিও এক সময়ে উৎপন্ন ও এক সময়ে নষ্ট হয় না। আমাদের দেশের ন্যায় উষ্ণ দেশের অবলাদিগের ১০। ১১ বৎসর বয়সেই সন্তানোৎপাদিকা শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। রুষ, নারোয়ে, আইসলণ্ড প্রভৃতি শীত-প্রধান-দেশীয় অনেকানেক স্ত্রীলোকের, ১৮, ১৯, অথবা ২০ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে, সন্তানোৎপাদিকা শক্তি উৎপন্ন হয় না। সচরাচর পুরুষের বয়ঃক্রম ৬০।৬১ বৎসরের অধিক হইলে আর তাহার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি থাকে না, কিন্তু টামস্ পার নামক সুপ্রসিদ্ধ দীর্ঘ-জীবী ব্যক্তি ১২০ বৎসর বয়ঃক্রমে বিবাহ এবং ১৪০ বৎসর বয়ঃক্রমেও স্ত্রী সহযোগ করিয়াছিলেন। লজ বিল নামে এক ফরাশিশ ৯৯ বৎসর বয়সে দার পরিগ্রহ করিয়া ১০২ বৎসরের সময়ে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রায়ই পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্ম রহিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্লীনি লিখিয়াছেন, কর্ণিলিয়া নামে এক স্ত্রীর ৬২ বৎসর বয়সে সন্তান জন্মিয়াছিল। বেলেন্সস্ নামে এক জন চিকিৎসক ৬৭ বর্ষ বয়স্কা এক স্ত্রীর প্রসব-বেদনার সময়ে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ডাক্তর হেলর দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত লেখেন, এক জন ৬৩ আর এক জন ৭০ বৎসরের সময়ে সন্তান প্রসব করিয়াছিল। অতএব, সকল দেশের সকল

ব্যক্তির শারীরিক প্রকৃতি একরূপ নহে সুতরাং সকল-দেশীয় সকল ব্যক্তির পক্ষে ঠিক্ একরূপ ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত হয় না। কিন্তু সকলেরই এই অশেষ-শুভ-দায়ক অবশ্য নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, যে শারীরিক প্রকৃতির পূর্ণাবস্থা না হইলে, এবং জরাবস্থা অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবর্ত্তী হইলে উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হওয়া কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে।

তৃতীয় নিয়ম।—পিতৃকুল, মাতৃ-কুল অথবা উভয় কুলের কোন শাখা প্রশাখা হইতে কন্যা ও পাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিয়ম প্রায় সর্ব্বত্র-ব্যাপী। এই-প্রকার-কুল-সম্বদ্ধ পশুদিগের পরস্পর সহযোগে শাবক উৎপন্ন হইতে থাকিলে যে, বংশে বংশে তাহাদের হীনতা-প্রাপ্তি হইতে থাকে, এক্ষণে প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন। এক ভূমিতে উপর্য্যুপরি একপ্রকার শস্য বপন করিলে, তদুৎপন্ন শস্য ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া আইসে। মনুষ্যের বিষয়েও এ নিয়মের কিছুমাত্র অন্যথা নাই। পরস্পর-কুল-সম্বদ্ধ ব্যক্তিরা ধারাবাহিক রূপে বিবাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইয়া যে সমস্ত সন্তান উৎ-পাদন করে, তাহারা পুরুষানুক্রমে অশক্ত ও নির্বীর্য্য হইয়া স্বীয় বংশের লোপাপত্তি উপস্থিত করিতে থাকে। স্পেনরাজ্যের রাজবংশোৎপন্ন অনেকানেক ব্যক্তি ভাগি-নেয়ী ও ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিয়া বীর্য্য-বিহীন হীন সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন, এবং এই গুরুতর দোষে তত্রত্য ধনাঢ্য লোকদিগের বংশে অনেক জড়ও উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা আপনাদের পরম গুরু পোপের নিকট

এ বিষয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে নির্দোষ বোধ করেন, কিন্তু যে কর্ম পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত ব্যবস্থা কদাচ তাঁহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না। তাহার অনুষ্ঠান করিলে, অবশ্যই সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়।

কেহ কেহ কহেন, পরস্পর কুল-সম্বন্ধ স্ত্রীপুরুষের সহযোগে সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তানও উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায়, যে যে স্থলে পিতা মাতা উভয়ের শরীর সবল ও সতেজ থাকে, সেই সেই স্থলেই এইপ্রকার ঘটনা ঘটে। কিন্তু যদি পুরুষানুক্রমে উদ্বাহ-বিষয়ে উক্তরূপ বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আইসে, তবে এ প্রকার বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বংশও ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতেরা এই নৈসর্গিক নিয়ম কিছু কিছু অবগত হইয়া স্ব স্ব দেশে তদনুযায়ী ব্যবহার সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রোমকদিগের মধ্যে ভগিনী ও ভ্রাতার বংশে বিবাহ করিবার নিষেধ ছিল। এথেন্স নগরে বৈমাত্র ভ্রাতা ও ভগিনীর পাণি গ্রহণ করা বিধি-বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল। কাল্দিয়া দেশেও এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল বোধ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে ভারত-বর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা ও ব্যবস্থাদায়কেরা যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাঁহারা এইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যে, উদ্বাহ-বিষয়ে

পিতৃ-পিতামহাদি উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের প্রত্যেকের পরম্পরাগত সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত, মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন পঞ্চ পুরুষের প্রত্যেকের পরম্পরাগত পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত, পিতৃ-বন্ধু * প্রভৃতির পরম্পরাগত সপ্তম সন্ততি ও মাতৃবন্ধু † প্রভৃতির পরম্পরাগত পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে।

আমাদিগের দেশে উদ্বাহ-বিষয়ে যতগুলি নিয়ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এই নিয়মটি যথার্থ প্রামাণিক ও মঙ্গলদায়ক। এক্ষণে এতদ্দেশীয় প্রচলিত প্রথা সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইবার উপক্রম হইতেছে। অতএব, যাহাতে সুরীতির পরিবর্ত্তে কুরীতি সংস্থাপিত না হয়, সে বিষয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের মধ্যে অনেকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, আমরা সদসৎ বিবেচনা না করিয়া অন্য জাতির ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হই। পূর্ব্বোক্ত উদ্বাহ-বিষয়ক বিধান প্রশংসনীয় ও কল্যাণদায়ক, অতএব, উহা বলবৎ রাখিতে যত্নবান্ থাকা উচিত। কিন্তু আরও পরিশোধন করা কর্ত্তব্য। পরম-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে এ বিষয়ে যে নিয়ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, উহা তাহার অনুবাদস্বরূপ। তিনি এই অমোঘ আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন যে, পর-

---

* পিতামহের ভাগিনেয়, পিতামহীর ভাগিনেয়, পিতার মাতুল-পুত্র এই তিন জনকে পিতৃবন্ধু বলে।

† মাতামহীর ভাগিনেয়, মাতার পিতৃষসার পুত্র, মাতার মাতুল-পুত্র এই তিন জনকে মাতৃবন্ধু বলে।

স্পর-কুল-সম্বন্ধ ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হওয়া উচিত নহে; তন্মধ্যে যে ব্যক্তি যত নিকট-সম্পর্কীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহার সন্তানদিগকে তত গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হয়, এবং যে ব্যক্তি যত দূর-সম্পর্কীয় কন্যাকে বিবাহ করে, তাহার সন্তানেরা সেই প্রমাণ উৎকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চতুর্থ নিয়ম।—অসুস্থ-কায়, বিকলাঙ্গ, নির্ব্বোধ ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির পাণি-গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে প্রত্যক্ষ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়েই স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিদোষে সতত অসুস্থ থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা শরীরগত অসুখ ও অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে হয়, এবং গৃহ কর্ম্ম সমুদায় যথানিয়মে নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হয়। রোগের যাতনায় সতত ব্যাকুল থাকাতে, পরস্পর প্রণয়-বৃদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটে, ও পরস্পর সহবাসেও বিরক্তি জন্মে। তাঁহাদের সন্তানেরাও রোগার্হ দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া পিতা মাতার অশেষপ্রকার ক্লেশ উৎপাদন করে। হয় ত, অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে শোক সিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া যায়।

পিতা মাতার স্বভাবসিদ্ধ গুণ দোষ যে সন্তানে বর্ত্তে, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার বিষয়ক পুস্তকে তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্বাস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, উন্মাদ, বাত, উদরাময় প্রভৃতি অনেকানেক রোগ, কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট হইলে, পুরুষানু-

ক্রমে চলিয়া আইসে। পিতা মাতা সবল ও সুস্থকায় হইলে, তাঁহাদের সন্তানেরাও তদনুরূপ উৎকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, আর তাঁহারা দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইলে, তাঁহাদের সন্তানেরাও তদনুরূপ অপটু শরীর অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। ডাক্তর ম্যাকনিশ লিখিয়াছেন; "আমি স্বয়ং চিকিৎসা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, লোকে এই সমস্ত ব্যবস্থা-পরিপালনে অবহেলা করিয়া অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার সমুদায় উৎপাদন করে। যে সকল বালক বালিকার পিতা মাতা উভয়েই অসুস্থকায়, তাহাদের কোন সামান্য পীড়া উপস্থিত হইলেও, তাহার শান্তি করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আর যাহাদের জনক জননী উভয়েই সুস্থ ও বলিষ্ঠ, তাহারা পীড়িত হইলে, আশু প্রতীকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

জনক জননী উভয়ের মধ্যে এক জনের শরীরও যদি শ্বাস, যক্ষ্মা, উন্মাদাদি কোন উৎকট পীড়ায় পীড়িত থাকে, তাহা হইলেও তদীয় সন্তানদিগকে সেই পীড়া প্রাপ্ত হইতে সচরাচর দৃষ্টি করা যায়। তাহারা অল্প কালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া পিতা মাতাকে শোকাকুল করিতে পারে, এবং সেই পিতা মাতাও অল্প বয়সে প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বকীয় শিশু সন্তানদিগকে নিরাশ্রয় ও অনাথ করিয়া যাইতে পারেন। অতএব, উৎকট-রোগ-গ্রস্ত ভগ্ন-শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উদ্বাহসূত্রে সংযুক্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নয়, এবং অসুস্থকায় ক্ষীণজীবী ব্যক্তির সহিত পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়াও বিধেয় নহে।

শারীরিক প্রকৃতির ন্যায় মানসিক গুণাগুণও সন্তানে বর্ত্তে। শরীরের অঙ্গসৌষ্ঠব, অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য, বলাধিক্য, দুর্ব্বলতা প্রভৃতির ন্যায় মনেরও কাম, ক্রোধ, দয়া, ভক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে একরূপ হইতে দৃষ্টি করা যায়। বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার-বিষয়ক পুস্তকে এবিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রিপু-পরতন্ত্র বুদ্ধিবিহীন ব্যক্তিকে বিবাহ করা যে কর্ত্তব্য নহে এতাবন্মাত্র এই পুস্তকে নির্ণীত হইতেছে। এরূপ ব্যক্তির পাণি গ্রহণ করিলে অশেষ-মতে ক্লেশ পাইতে হয়। সে ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া প্রেমাস্পদ পত্নীর সহিত কুব্যবহার করিতে পারে, কামান্ধ হইয়া তাহার ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত করত দুঃসহ যাতনা উদ্ভাবিত করিতে পারে, অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়া আপনাকে ও আপনার পরিবারকে কলঙ্কিত করিতে পারে, নিয়মাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সুখ সাধনার্থ, অথবা সম্ভবাতিরিক্ত মান মর্য্যাদা বর্দ্ধনার্থ, ঋণগ্রস্ত হইয়া, ধন-কষ্ট দ্বারা স্ত্রী পুত্রাদিকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারে, এবং চৌর্য্য ও প্রতারণা করাতে কারারুদ্ধ অথবা দেশান্তরিত হইয়া তাহাদিগকে অনাথ করিতে পারে। এইরূপ, ভার্য্যা যদি অতি কোপনা, কলহ-প্রিয়া, ভোগ-বিলাসা ও সম্ভবাতীত-মান-প্রিয়া হয়, তাহা হইলে, তদীয় পতির যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকে না। যেমন অগ্নি-সংযোগে যাবতীয় বস্তু দগ্ধ হয়, সেইরূপ, পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি তাহার জ্বালায় জ্বালাতন হইতে থাকে। এরূপ স্ত্রীর স্বামী হওয়া অশেষ ক্লেশের

বিষয়। এইরূপ অবৈধ বিবাহের ফল কেবল দম্পতীর যন্ত্রণা-ভোগ মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, তাহাদের সন্তানেরাও অপকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার, আপন পরিবারের ও জন-সমাজের ক্লেশ উৎপাদন করে। এরূপ অশান্ত-স্বভাব কন্যা ও পাত্রের পাণিগ্রহণ করা যে শ্রেয়স্কর নহে, ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রতিফলই তাহার প্রমাণ। আমাদিগকে বাচনিক উপদেশ প্রদান করা পরাৎপর পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভাবিত নহে। অশুভোৎপত্তি তাঁহার অসম্মতির চিহ্ন। যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অকল্যাণ উপস্থিত হয়, সে কার্য্য তাঁহার অনুমোদিত কার্য্য নহে।

পঞ্চম নিয়ম।—স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের মনের গতি, কার্য্যের রীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক মত একপ্রকার হওয়া আবশ্যক। এই বিধান উদ্বাহ সম্বন্ধীয় পঞ্চম বিধান। এই পরম-কল্যাণকর নিয়ম পরিপালিত হইলে, গৃহস্থের আলয় সুখের আলয় রূপে প্রতীয়মান হয়, নতুবা কেবল কলহ-ভূমি হইয়া ক্লেশের আলয় হইয়া উঠে। দম্পতীর কলহ অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার কলহ অপেক্ষায় ক্লেশকর। মৃত্যু অথবা চিরন্তন বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে তাঁহাদের সে বিবাদের শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগকে নিয়ত এক গৃহে একত্র অবস্থিতি করিতে হয়, উভয়কে অহরহঃ এক বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়, সুতরাং পুনঃপুনঃ অনৈক্য-স্থল উপস্থিত হইয়া বিবাদ রূপ বিষমাগ্নিতে উভয়কেই নিরন্তর দগ্ধ হইতে হয়।

দম্পতীর মনের ভাব ও গতি ভিন্নরূপ হইয়া সতত

কলহ-ঘটনা হইলে, কেবল তাঁহারাই অসুখী থাকেন এমত নহে, তাঁহাদের সন্তানেরাও দূষিত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। অপত্যোৎপাদনকালে জনক জননীর মনের অবস্থা যেরূপ থাকে, সন্তানেরা তদনুরূপ গুণ দোষ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। মদিরা-মত্ত হইয়া সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান স্বভাবতঃ সুরাপানে অনুরক্ত হয়। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া গর্ভাধান করিলে, সে গর্ভের সন্তান ক্রুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। যখন পরস্পর-প্রণয়-বদ্ধ জ্ঞানাপন্ন পুণ্য-শীল জনক জননীর বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমধিক উত্তেজিত থাকে, তাঁহাদের তৎকালোৎপাদিত পুত্র ও কন্যাদিগের জ্ঞানানুশীলনে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও সৌজন্য-প্রকাশে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে। পিতা মাতার বৃত্তি-বিশেষের স্বভাব-সিদ্ধ প্রবলতা দ্বারা এ নিয়মের কিছু কিছু অন্যথা হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতএব, যে সময়ে স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর কলহ-ঘটনা হইয়া অন্তঃকরণ বিরক্ত ও বিচলিত থাকে, তাঁহাদের সে সময়ের সন্তানদিগের সুপ্রকৃত মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া কোন রূপে সম্ভব নহে।

ষষ্ঠ নিয়ম।—এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য, অধিবেদন অর্থাৎ বহু বিবাহ কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। এই সুচারু নিয়ম এরূপ সহজ ও সুযুক্তি সিদ্ধ যে, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না। অথচ অতি পূর্ব্বাবধি অনেক দেশেই এই অধিবেদনরূপ কুৎসিত রীতি প্রচ-

লিত হইয়া আসিতেছে। রুষিয়ার অন্তঃপাতী অনেক প্রদেশে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, যে ব্যক্তি যত স্ত্রীর ভরণ পোষণে সমর্থ সে ব্যক্তি তত স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারে। পারসীক ও তুরুষ্ক দেশীয় ভূপতি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের শত শত ও সহস্র সহস্র পত্নী ও উপপত্নী থাকে। শুনা গিয়াছে, মরকোর রাজা পত্নী ও উপপত্নীতে অষ্ট সহস্র স্ত্রী রক্ষা ও প্রতি-পালন করেন।

ভারতবর্ষে এই অধিবেদনরূপ বিষম পাতক যে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, রামায়ণ, মহাভারত ও সমুদায় পুরাণ ইহার সাক্ষী স্বরূপ। অযোধ্যাধিপতি দশরথ রাজার সার্দ্ধ সপ্ত শত বনিতা ছিল। বাল্মীকি-রামায়ণে এক ব্যক্তিকে শত কন্যা সম্প্রদান করিবার এক উপাখ্যান আছে। মনুষ্যের যে বৃত্তি হইতে যত প্রকার পাপ উদ্ভাবিত হইতে পারে, দেশ-বিশেষে ও কাল-বিশেষে তাহার-সমুদায়ই চলিত হইয়াছে। যেমন নানা দেশে এক এক পুরুষের বহু-দার-পরিগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, সেইরূপ, স্থান-বিশেষে এক স্ত্রীর বহু স্বামী বরণ করিবার রীতিও প্রতিষ্ঠিত আছে। তিব্বত দেশে অনেক ভ্রাতা এক ভার্য্যার পাণি-গ্রহণ করিয়া অকুণ্ঠিত হৃদয়ে একত্র কাল যাপন করেন, এবং যে স্ত্রী এইরূপ বহু স্বামীকে বরণ করেন, তিনি স্ত্রীগণ মধ্যে বিশিষ্টরূপ মান্য ও গণ্য হইয়া থাকেন। মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী সঙ্ঘটন বিষয়ে যে অসামান্য উপাখ্যান আছে, এইরূপ কোন

দেশাচারই তাহার মূলীভূত বলিয়া অনুভূত হয়। এক্ষণে আমাদের দেশ অধিবেদনরূপ অগ্নি-শিখায় দগ্ধ হইয়া যাদৃশ ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব অধিবেদনের দোষাদোষ বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনেকানেক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। দেশ-বিশেষে কিছু কিছু ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, তাহা কোন কোন অবৈধ কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব সাহেব স্ব-প্রণীত ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "পিতা মাতার বল ও বয়ঃক্রমের ন্যূনাধিক্যই কন্যা অথবা পুত্রোৎপত্তির হেতু। স্কট্লণ্ড ও ইংলণ্ড দেশীয় প্রাচীন পুরুষেরা তরুণী ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যত সন্তান উৎপাদন করেন, তাহার অধিকাংশ কন্যা। ভূমণ্ডলের পূর্ব্ব খণ্ডে কোন কোন প্রদেশে যে অধিক কন্যা-সন্তান জন্মে, তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষাকৃত তেজস্বিতা ও তরুণ বয়সই তাহার কারণ। তথাকার ধন-শালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পরম দয়াবান্ পরমেশ্বরের অশেষ-প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্ত্রীদিগের অপেক্ষায় দুর্ব্বল নির্বীর্য্য হইয়া পড়েন।"

অতএব, যখন পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিলে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির সংখ্যা সমান হয় তখন বহু-দার-পরিগ্রহ করা কদাপি তাঁহার অভি-প্রেত নহে। তিনি এই অভিপ্রায়ে আমাদিগকে কাম,

অপত্য-স্নেহ ও আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তি দান করিয়াছেন, যে, তাহাদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী রাখিয়া, স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার-বর্গের সমভিব্যাহারে থাকিয়া, পরম সুখে কাল হরণ করিব। এই সমস্ত শুভ বৃত্তি, প্রেমাস্পদ পত্নী ও স্নেহাস্পদ সন্তানদিগকে প্রাপ্ত হইলে, চরিতার্থ হইয়া অশেষ আনন্দ উৎপাদন করে। কিন্তু বহু স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ করিলে, তাহারা চরিতার্থ হওয়া দূরে থাকুক, সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হইয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করে। এক স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে, অন্য স্ত্রীর ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হয়, এবং এক স্ত্রীর সন্তানদিগকে স্নেহ করিতে দেখিলে, অন্য স্ত্রী ক্ষোভ ও ক্রোধ এবং দ্বেষ ও অসূয়া প্রকাশ করিতে থাকে। এক পত্নীর পাণি-গ্রহণ করিলে, তাহার সহিত যেরূপ প্রণয় উৎপন্ন হইতে পারে, বহু স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ করিলে, সকলের সহিত সেরূপ প্রীতি সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে প্রণয়রূপ অমূল্য রত্ন এক পত্নীকে প্রদান করা উচিত, তাহা অনেক ভার্য্যাকে বিভাগ করিয়া দিলে, কেহই সম্পূর্ণ প্রীতির অধিকারিণী হইতে পারে না। প[illegible]ও সপত্নী-বিহীন হইলে, স্বীয় পতিকে মনের সহিত প্রীতি করিয়া, যেরূপ প্রীত ও যেরূপ পরিতুষ্ট থাকিতে পারে, অন্যের পত্নী হইলে, সেরূপ থাকা দূরে থাকুক, দিবানিশি ঈর্ষ্যারূপ দীপ্ত চিতায় আরোহণ করিয়া দগ্ধ হইতে থাকে। ইহা হইলে, যে গৃহ কেবল প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, বাৎসল্য, সারল্য ও সন্তোষের আবাস হওয়া উচিত

তাহা অপ্রীতি, অনাদর ও অসদ্ভাব, এবং ক্রোধ, কৌটিল্য ও কলহের আলয় হইয়া উঠে। যে স্থানে স্নেহ-বাক্য, প্রণয়-সম্ভাষণ, সহাস্য-বদন, এবং প্রফুল্ল ও প্রসন্ন আনন প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব, সে স্থানে সর্ব্বদাই কলহ-নাদ নাদিত এবং বিষণ্ণ-বদন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সকল ব্যাপার আমাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অভিমত নহে। যে কার্য্য করিলে, পরমেশ্বর-প্রদত্ত প্রধান প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মনুষ্য: সুখ ও ক্লেশ বর্দ্ধন করিতে হয়, তাহা কদাপি তাঁহার অনুমোদিত নয়, অতএব কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। এ কাল পর্য্যন্ত অধিবেদনের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ ব্যভিচার, ভ্রূণ-হত্যা, প্রবঞ্চনা, সপত্নী-সন্তান-বিনাশ প্রভৃতি গুরুতর দোষ দ্বারা যে কত শত সাধু-বংশ দূষিত হইয়াছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? এক এক দিবসে এতদ্দেশীয় কৌলীন্যাচার-জনিত যত ঘৃণাকর ও ভয়ঙ্কর পাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা আলোচনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে ও নিরশ্রু লোচনে স্থির থাকিতে পারে? এই ঘৃণিত রীতি প্রচলিত থাকাতে অতিবিশুদ্ধ উদ্বাহসংস্কার যৎকুৎসিত ব্যভিচার বেশ ধারণ করিয়াছে, নিষ্কলঙ্ক দম্পতী-প্রীতি অপবিত্র পরকীয় ভাব গ্রহণ করিয়াছে, এবং পরম পবিত্র পুণ্য-ক্রিয়া অর্থকরী উপজীবিকা রূপে পরিণত হইয়াছে। কি লজ্জার বিষয়! কি ঘৃণার বিষয়! আমরা অধর্ম্মকে ধর্ম্মভূষণে বিভূষিত করিয়া পূজা করিতেছি। আর কত দিন আমরা এই বিষমদোষাকর দেশাচারের দাস হইয়া

সদাচারে বিরত থাকিব? আর কত দিন আমরা মোহান্ধ ভ্রান্ত-স্বভাব মনুষ্যদিগের মনঃ-কল্পিত বিধানের অনুরোধে পরম-মঙ্গলালয় সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞায় অবহেলা ও অশ্রদ্ধা করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিব? স্বদেশের এই সমুদায় কদাচারের বৃত্তান্ত লিখিতে লিখিতে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। এপ্রকার দোষাকর ব্যবহার প্রচলিত থাকা কেবল অজ্ঞান ও অধর্ম্মের লক্ষণ। ইহা ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধ জানিয়াও বলবৎ রাখিলে পরাৎপর পরমেশ্বরে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরম ধর্ম্মে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। কুৎসিত কৌলীন্য-প্রথা যুক্তি-সিদ্ধও নহে, এতদ্দেশীয়-শাস্ত্র-মূলকও নহে। অতএব, এ রীতি রহিত করণার্থে এতদ্দেশীয় প্রভুত্ব শালী সুপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমরা এ বিষয়ে যত্নবান্ না হইয়া, রাজপুরুষেরা যে এতদ্দেশে বহুদার-পরিগ্রহ নিবারণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

উদ্বাহ-সংস্কার সম্পাদনার্থে যে কতিপয় নিয়ম পালন-করা কর্ত্তব্য, তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইল। যে যে স্থলে বিবাহ-বন্ধন বিহিত নহে, এবং যে যে স্থলে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, উভয়ই লিখিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীত হইবে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর মনুষ্যের মঙ্গলার্থে উদ্বাহ-নিবন্ধন-বিষয়ে যতগুলি নিয়ম

সংস্থাপন করিয়াছেন, বিধবাদিগের পুনঃসংস্কারনিবারণ তাহার কোন নিয়মের উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ যখন মৃত-দার পুরুষেরা পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়া পাপগ্রস্ত হয় না, তখন পতি-বিহীনা বিধবারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে কেন দূষিত হইবে? যদি সন্তান উৎপাদন ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন উদ্বাহ-বন্ধনের প্রয়োজন হয়, তবে অবীরা অবলারা এই সমস্ত সৎকার্য্য-সাধনার্থে পুনর্ব্বার স্বামী গ্রহণ করিতে কেন অধিকারী নহে? যখন ইন্দ্রিয় সংযম করা এমন কঠিন, যে সহস্রে এক ব্যক্তিকেও শান্ত-স্বভাব ও সচ্চরিত্র দেখা যায় না, তখন বাল-বিধবা অবলারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি রোধ করিয়া রাখিবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ফলতঃ, আমাদের কোন বৃত্তির এক বারে রোধ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তিনি কোন বিষয় নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। তিনি এক এক মনোবৃত্তিকে অশেষ সুখের উৎসস্বরূপ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে যে সমুদায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সে সমুদায় বিহিত বিষয়ে নিয়োজিত না হইলে, সুতরাং অবিহিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব বিধবাদিগের বিবাহ-প্রতিষেধ জগদীশ্বরের নিয়মানুগত নহে। যাহা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মঙ্গলাকর নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা হইতে অবশ্যই বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সংশয় নাই। অতএব, বিধবাদিগের মনঃ-পীড়া ও ব্যভিচার-দোষ, পরিবারের কলঙ্ক ও যন্ত্রণা, স্বদেশে ভ্রূণ-হত্যাদি গুরুতর পাপের

প্রাদুর্ভাব, পাপ-জনিত যাতনা-বৃদ্ধি ও বিপত্তি-ঘটনা এই সমুদায় এই পাপময়ী প্রথার প্রত্যক্ষ প্রতিফল।

উদ্বাহ-বিষয়ে যে কয়েকটি নিয়মের বিবরণ করা গেল, তাহার অধিকাংশ আমাদিগের দেশাচার-বিরুদ্ধ এ কথা যথার্থ বটে। কিন্তু দেশাচার কদাপি অখণ্ডনীয় নহে। মনুষ্যের যত বোধোদয় হয়, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি তত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যে নিয়ম বিশ্ব-নিয়ন্তা বিশ্বপতির নিয়মানুগত, তাহাই সর্ব্বথা প্রতিপালন করা বিধেয়। আর যে প্রথা তাঁহার মঙ্গলময় নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা অনাদি-পরম্পরা-প্রচলিত হইলেও, বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যখন পূর্ব্বোক্ত উদ্বাহ-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় পরম-ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ প্রতীয়মান হইয়াছে, তখন কি তদ্বিরুদ্ধ রীতি নীতিকে মনোমধ্যে ক্ষণমাত্র স্থান দেওয়া উচিত? নিশার অন্ধকার কি দিবাকরের উজ্জ্বল জ্যোতি নিবারণ করিতে পারে? জ্ঞানের সিংহাসন হরণ করিয়া কি অজ্ঞানকে প্রদান করা যায়? এই সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব কেবল কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইলেই বা কি হইবে? কেবল বুদ্ধি-গোচর হইয়া স্মৃতি-পথে আরূঢ় থাকিলেই বা কি ফলোদয় হইবে? জ্ঞান নেত্র উন্মীলন করিয়া যে সমস্ত ঐশ্বরিক বিধান প্রতীতি করা যায়, তাহাতে একান্ত শ্রদ্ধা করা ও নির্ভয় হৃদয়ে তদনুযায়ী আচার ব্যবহার সংস্থাপনে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৃহ-ধর্ম্ম।

দম্পতীর পরস্পর ব্যবহার।

উদ্বাহ-সম্পাদন-বিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, স্ত্রী পুরুষে পরস্পর যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে। যখন তাঁহারা যথানিয়মে উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইলেন, তখনই তাঁহাদের উভয়কেই কতকগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য পবিত্র ব্রতে ব্রতী হওয়া হইল। তদবধি উভয়ে উভয়ের সুখ দুঃখের ভাগী হইলেন, এবং উভয়েই উভয়ের দুঃখ-বিমোচন ও সুখ-সম্পাদন রূপ গুরুতর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন। সাধ্যানুসারে যথাবিধানে স্বীয় পত্নীর কল্যাণ সাধন করা স্বামীর পক্ষে কর্ত্তব্য, এবং সর্ব্ব প্রযত্নে স্বামীর শুভানুষ্ঠান করাও স্ত্রীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত হইবেন, ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত কর্ম্ম করিবেন, এবং প্রিয় বচন ও প্রিয় কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবেন। পত্নীকে আপনার ইন্দ্রিয়-সেবার সাধন জ্ঞান করা মূঢ়তা ও অসভ্যতার লক্ষণ। রীতিমত শিক্ষা-দান দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি

মার্জ্জিত, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উন্নত ও কুসংস্কার সকল নিরা-কৃত করিয়া তাহাকে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায়ের উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে সেই সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনে তাহার যত্ন ও অনুরাগ হয়, ও করুণাকর পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা স্বামীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে বিষয়ের আলোচনা ও অনুষ্ঠানে আনন্দ জন্মে, তাহাকে সে বিষয়ের রসাস্বাদ প্রদান করিলে, আপনার সে আনন্দ দ্বিগুণ করা হয়। ফলতঃ স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সুশিক্ষিত হওয়া অশেষ সুখের বিষয়। সৎপ্রসঙ্গ ও সৎকথার আলোচনায় পরস্পর প্রীতিবৃদ্ধি হয়, পরিবারমধ্যে যে সকল বিবাদ-কলহ-ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহার অনেক নিবারণ হয়, এবং যদি কদাপি তাঁহাদের মধ্যে কোন বিরোধের সূত্র উপস্থিত হয়, তাহা অবিলম্বে ভঞ্জন হইয়া যায়। যে প্রীতি-বদ্ধ জ্ঞানাপন্ন দম্পতী স্ব স্ব সাংসারিক কার্য্য সমাপন পুরঃসর সায়ংকালে একত্রে উপবিষ্ট হইয়া, উভয়ে ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি, বা পদার্থবিদ্যা বিষয়ক কোন উৎকৃষ্ট পুস্তক আবৃত্তি করিয়া, জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য বিশ্ব-কার্য্য ও তাঁহার বিশ্ব-পরিপালনের পরম সুন্দর প্রণালী বিষয়ে কথোপ-কথন করিয়া, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে কাল হরণ করিতে পারেন, তাঁহাদের তৎকালবর্ত্তী অপূর্ব্ব সুখ স্মরণ করিলেও সুখী হইতে হয়।

নব্য-কোবর্গ-নিবাসী লিওপোল্ড ও তাঁহার সহ-

ধর্ম্মিণী শার্লট্ এ বিষয়ের উত্তম উদাহরণ-স্থল। শার্লট নামা বিদ্যায় বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি ইঙ্গরেজী লাটিন্, গ্রীক, ফরাসীস্, জর্ম্মাণ্ ও ইটালিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং ভূগোল, জ্যোতিষ, পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত, শিল্পবিদ্যা, দৃষ্টিবিজ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত*, পুরাবৃত্ত, রাজনীতি ও পরমার্থ বিষয় শিক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিতেন। তাঁহার তূর্য্যবিদ্যায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য ও চিত্রকর্ম্মে বিশেষরূপ আসুরক্তি ছিল, এবং নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, পশু, পক্ষ্যাদির অকৃত্রিম শোভা-সন্দর্শন-বিষয়ে অসামান্য অনুরাগ ছিল। সমুদ্র-তটে ও পল্লিগ্রামে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তৎসংক্রান্ত বস্তু-বিশেষের তত্ত্বানুসন্ধান ও অকপট হৃদয়ে গ্রাম্য লোকদিগের সহিত কথোপকথন বিষয়ে তাঁহার অতিশয় আমোদ ছিল। তাঁহার স্বামীরও এই সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তি ছিল, অতএব, উভয়েই গীতবাদ্য, চিত্রকর্ম্ম, উদ্যানের কর্ম্ম এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ের অনুশীলন করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিতেন। বিশেষতঃ তৎপ্রদেশে যে পুস্তকালয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল, সেই পুস্তকালয়ে সতত গমন পূর্ব্বক পুস্তক-পাঠাদি করিয়া পরস্পর পরস্পরের মনোরঞ্জন ও শিক্ষা সাধন করিতেন। যেমন একত্র আমোদ প্রমোদ অধ্যয়নাদি করিতেন, সেইরূপ একত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানও করিতেন। তাঁহারা

* বস্তু সকলকে স্বভাবতঃ যেরূপ দেখা যায়, আলেখ্য অর্থাৎ চিত্রপটে তাহাদিগের তদনুরূপ-বিন্যাস-বিধায়ক বিদ্যা।

নিরূপিত সময়ে পরিবারস্থ অন্য সকলের সহিত একত্র মিলিত হইয়া ভক্তান্তঃকরণে জগৎপাতা জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেন। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এবং উভয়ে সুশিক্ষিত ও এক-ধর্ম্মানুরক্ত হওয়া কিরূপ সুখের বিষয়, গুণ-সাগর লিওপোল্ড ও তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা শার্লট্ তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত-স্থল।

এক্ষণে আমাদিগের দেশ যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ, তাহাতে স্বামী স্বীয় পত্নীকে শিক্ষা দান না করিলে আর উপায় নাই। স্ত্রীগণ পিতৃ-গৃহে শিক্ষা পায় না, এবং যদিও এক্ষণে কেহ কেহ আপন কন্যাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু সে শিক্ষা প্রকৃতরূপ বিদ্যাশিক্ষা বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। কি বিধানানুসারে গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, এবং কি রূপেই বা সন্তান-দিগকে উচিতমত শিক্ষাদান ও প্রতিপালন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত করিয়া বিনীত করিতে হয়, এতদ্দেশীয় স্ত্রী-লোকেরা তাহার রীতিমত শিক্ষা পায় না। এই নিমিত্ত, ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়কেই নানা বিষয়ে অসুখী থাকিতে হয়, সন্তান সকল অবিনীত ও অসচ্চরিত্র হইয়া পিতা মাতার অশেষপ্রকার ক্লেশ উৎপাদন করে, এবং পরিবারস্থ স্ত্রীলোক-দিগের দোষে অন্য অন্য পরি-জনেরাও অনেক বিষয়ে মনঃপীড়া পায়। অতএব, স্ব স্ব সহধর্ম্মিণীকে বিদ্যারূপ সুধারসের আদ-গ্রহে সমর্থ করিতে যত্ন করা স্বামীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দম্পতীর পরস্পর ব্যবহার-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা

লিখিত হইল, তাহাতে ব্যভিচার দোষ যে উভয়ের পক্ষে শ্রুতি নিষিদ্ধ বিষম বিগর্হিত কর্ম্ম ইহা বলা বাহুল্য। এমন কি ব্যভিচার-দোষ অবলম্বন করিলে পরম পবিত্র উদ্বাহ-সূত্র এক বারে ছেদ করা হয়। পাণিগ্রহণ-কালে দম্পতীকে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইতে হয়, তন্মধ্যে এই বিষয়ের প্রতিজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। এ প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করিলে, আর আর সমুদায় প্রতিজ্ঞার মূলোৎপাটন করা হয়। পুণ্যশীল পতিও পতিব্রতা পত্নীর পরম পবিত্র প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া ও সুকোমল কমল কলিকা তুল্য সরল-স্বভাব শিশু মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, যে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সুধামৃত-রসে অভিষিক্ত থাকিতে পারেন, উক্ত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, সে সুখে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে হয়। যে নরাধম এরূপ পরিশুদ্ধ পরিবারের অমূল্য সুখ-রত্ন এক বারে হরণ করে, তাহার অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? চোরও তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠ নহে। দস্যুও তাহার ন্যায় দুরাচার নহে। যে নরাধম রিপু-বিশেষের বশীভূত হইয়া কোন স্ত্রীর ধর্ম্মরূপ অমূল্য নিধি অপহরণ করে, তাহার পাপের তুলনায় চৌর ও দস্যুর পাপও লঘু করিয়া মানিতে হয়। সে কেবল দম্পতীর প্রণয়-ধন হরণ করে, এমত নহে, তাঁহাদের প্রণয়াঙ্কুর পুনর্ব্বার উৎপাদন করিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিনাশ করে। যে ব্যক্তি তাঁহাদের প্রণয়াপহরণ করিবার সময়ে মনে মনে বিবেচনা করে, ইহাদিগের প্রীতিনিবন্ধন পবিত্র সুখ ভোগের এই পর্য্যন্ত সমাপ্তি

হইল, এবং ইহা বিবেচনা করিয়াও, পরাঙ্মুখ না হইয়া, আপনার অসং-কামনা পরিপূরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কর্ত্তৃক কোন্ দুষ্কর্ম্ম কৃত হইতে না পারে? যে ব্যক্তি প্রবলতর রিপু-বিশেষকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উল্লিখিতরূপ অসৎ পথ অবলম্বন করেন তাঁহার মনে মনে স্বীয় সহধর্ম্মিণীর তাদৃশ দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করা উচিত, এবং যৎকালে কোন ব্যক্তি কোন গৃহস্থের নিষ্কলঙ্ক গৃহ কলঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার স্বীয় গৃহেরও তাদৃশ কলঙ্ক ঘটনা সম্ভব বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য।

এই ঘোরতর পাতকের প্রতিফল অবিলম্বেই উৎপন্ন হয়। পুণ্য-জনিত পবিত্র সুখে বঞ্চিত ও পাপ-জনিত আন্তরিক অনুতাপে তাপিত হওয়া ইহার প্রথম প্রতি-ফল। পরে লোক-নিন্দা, বল-ক্ষয়, বীর্য্য-হানি, রোগোৎপত্তি, অর্থ-নাশ প্রভৃতি অশেষরূপ অনিষ্টের ঘটনা হইতে থাকে। যে পরিবারে এইপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটে, তথায় ঈর্ষ্যানল, কলহানল ও যন্ত্রণানল নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকে। যাঁহারা এই গুরুতর দুষ্কর্ম্মে রত থাকেন, তাঁহাদের শরীর ক্রমশঃ অসুস্থ ও অন্তঃকরণ নিস্তেজ হইয়া আইসে। রিপু-পরতন্ত্র, বীর্য্যহীন, অসুস্থ-কায় পিতা মাতার সন্তানেরা, উৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, পিতৃ-গত ও মাতৃ-গত সমুদায় দোষ অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। পরে তাহারা অশেষপ্রকার অহিতাচার করিয়া অপরাধী পিতা মাতাকে ক্লেশ প্রদান করিতে থাকে। অতএব

ব্যভিচাররূপ মহাপাপের শাস্তির আর পরিসীমা নাই। যে সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তি এই ঘোরতর পাতকে আসক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে পুরুষানুক্রমে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

স্বামী স্ত্রী উভয়ে চিরজীবন পরস্পর প্রীতিবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া গৃহ-ধর্ম্ম পালন করিবেন, এই পবিত্র বিধি অপর সাধারণ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম আছে, এবং এই পুস্তকে উদ্বাহ-বিষয়ক প্রস্তাবের সূচনা করিবার সময়ে এ বিষয়ের দুই এক যুক্তিও প্রদর্শন করা গিয়াছে। কিন্তু কস্মিন্ কালে কোন কারণে দম্পতীর উদ্বাহ-বন্ধন এক বারে ছেদন করা শ্রেয়ঃকল্প কি না, অর্থাৎ কোন কারণে স্বামীর আপন স্ত্রীকে, অথবা স্ত্রীর আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করা উচিত কি না, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে য়িহুদিরা মুসার মতানুসারে স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারিত। হিন্দুশাস্ত্রে ব্যভিচারিণী ও মহাপাতকিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধান আছে। বাইবল শাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগে* কেবল ব্যভিচারিণী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে। স্কট্লণ্ডে এইরূপ নিয়ম বলবৎ আছে, যদি ভর্ত্তা বা ভার্য্যা ব্যভিচার-দোষ অবলম্বন করেন, অথবা ভর্ত্তা যদি একাদিক্রমে চারি বৎসর ভার্য্যার সহিত সহবাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্বাহ-বন্ধনের ছেদন হইতে পারিবে।

---

* নিউটেষ্টমেণ্ট।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির রাজত্বের সময়ে ফরাশিস দিগের দেশে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, যদি ভর্ত্তা ভার্য্যা উভয়ে উদ্বাহ-বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক পরস্পর পৃথক হইতে সম্মত হন, তবে এক বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মাধিকরণে আপনাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপনপূর্ব্বক সন্তান-সন্ততিদিগের ভরণপোষণের উপায় ধার্য্য করিয়া পৃথক্ হইতে পারিবেন

এ বিষয়ে নানা দেশে উক্তরূপ নানাপ্রকার নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু পরমকারুণিক পরমেশ্বর এ বিষয়ে কিরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য।

যদি দম্পতী উভয়ে সুবোধ ও সচ্চরিত্র হন, অর্থাৎ যদি তাঁহাদের কাম, আসঙ্গলিপ্সা ও অপত্যস্নেহ পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকে, এবং বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তেজস্বিনী ও বলবতী হয়, তাহা হইলে তাহাদের উদ্বাহ-বন্ধন ছেদন করিবার অভিলাষ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত, তাঁহারা জীবিত থাকিতে এরূপ দুর্ঘটনা-ঘটন দুঃসহ দুঃখের বিষয় বোধ করেন। যখন কোন প্রেমাস্পদ সামান্য ব্যক্তির সহিত বিচ্ছেদ হওয়া সাতিশয় ক্লেশকর বোধ হয় তখন যে, দুই প্রীতিবদ্ধ পুণ্যশীল ব্যক্তি পরস্পর প্রণয় বন্ধন সম্পন্ন করিয়া জীবনের মত উদ্বাহ ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, এবং স্বকীয় ধন জনাদি যাবতীয় বিষয়ে তুল্যরূপ অনুরক্ত হইয়া, এবং সুস্নিগ্ধ-স্বভাব শিশু সন্তানদিগের অনতিবিকসিত মুখারবিন্দ বার বার অবলোকন করিয়া আপনাদের প্রণয়-পুষ্প দিন

মন প্রস্ফুটিত করিতেছেন, তাঁহারা কি কখন সেই মূল্য প্রণয়-কুসুমের এক বারে উচ্ছেদ করিবার প্রার্থনা রিতে পারেন? এরূপী ক্রূর কর্ম্ম যে কদাপি তাঁহাদের ভীষ্ট নহে, জীবনের যষ্টি-স্বরূপ স্বামী বিয়োগে পতিতা সতীর দুঃসহ শোকানল সন্দীপন, এবং পতিপ্রিয়া প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ হইলে এক-পত্নী-পরায়ণ প্রেমানুরক্ত পতির আন্তরিক যন্ত্রণা ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব, যাঁহাদের উদ্বাহ ক্রিয়া বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয়, তাঁহারা কদাপি তাহা ভঙ্গ করিতে চাহেন না। যাঁহাদের পাণিগ্রহণ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত-পবিত্র-নিয়মানুসারে সম্পন্ন না হয়, অর্থাৎ যাঁহারা পাপাসক্ত অথবা পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাবাক্রান্ত, তাঁহারাই উদ্বাহ-ক্রিয়াকে দুর্ব্বহ ভার তুল্য জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হন। যাঁহার কাম-রিপু, আসঙ্গ-লিপ্সা, অপত্যস্নেহ ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তিনিই উদ্বাহ-বন্ধনকে কারা-বন্ধন সদৃশ জ্ঞান করিয়া তৎসংক্রান্ত নিয়ম সমুদায় লঙ্ঘন করিতে থাকেন অথবা তাহা হইতে এক বারেই মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। ফলতঃ, এরূপ দুষ্কর্ম্মশালী দুঃশীল ব্যক্তির সহিত যাবজ্জীবন একত্র সহবাস করাও দুঃসহ দুঃখের বিষয়। অতএব, এই শেষোক্ত-প্রকার দম্পতীদিগের পরস্পর পৃথক্ হইবার বিষয় পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ব্যভিচার-দোষ ভর্ত্তা ও ভার্য্যার পক্ষে অতি গর্হিত কর্ম্ম। এ পাপে রত হইলে,

উদ্বাহ-বন্ধন এক বারে ছেদন করা হয়। যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে এক জন ব্যভিচার-পাপ অবলম্বন করেন, আর তাঁহার পতি অথবা পত্নী তন্নিবন্ধন বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে, রাজনিয়ম বা অন্যপ্রকার শাসন দ্বারা নিবারণ করা কোন মতেই উচিত নহে। এ প্রকার পাপাচারী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করাতে কোন ক্রমেই তাঁহার পাতিত্য হয় না, বরং শুভ ফলই উৎপন্ন হয়।

যদি কাহারও ভর্ত্তা বা ভার্য্যা গুরুতর দোষে দোষী হইয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, আর তাহার পত্নী বা পতি তাহাকে ত্যাগ করিতে মানস করেন, তাহা হইলে নিষেধ করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ এরূপ প্রসিদ্ধ পাপাসক্ত ব্যক্তির ভর্ত্তা বা ভার্য্যা রূপে পরিজ্ঞাত থাকা নিষ্পাপ নির্দ্দোষ ব্যক্তির পক্ষে দুঃসহ দুঃখের বিষয়। রাজশাসন ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়াই উচিত। আমেরিকার অন্তঃপাতী মেসাচুসেট্স নামক রাজ্য-খণ্ডে এইরূপ রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, যে, যদি স্ত্রী অসতী বা স্বামী ব্যভিচারী হন, বা স্বামীর পুরুষত্ব-হানি অথবা স্বামী বা স্ত্রীর তাদৃশ কোন অন্য শারীরিক দোষ উৎপন্ন হয়, কিংবা তাঁহাদের মধ্যে এক জন কোন গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করাতে, রাজবিচারে সাত বৎসর বা তদপেক্ষা অধিক কাল অথবা চির জীবন পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ থাকিয়া ক্লেশকর পরিশ্রম করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা

হইলে, ঐ দোষী ব্যক্তির ভর্ত্তা বা ভার্য্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে স্থল-বিশেষে স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ে এরূপ বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত হইয়াছে যে, যদি কাহারও স্বামী গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া স্বদেশ হইতে চির জীবনের মত নির্ব্বাসিত হন, এবং জীবনাবধি আর তাঁহার মুখাবলোকনের সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি সে আর পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে না। তাহাকে যাবজ্জীবন অভাগিনী বিধবাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিয়া মনোদুঃখে কালক্ষেপণ করিতে হয়। ফলতঃ, যে দেশে স্বামীর মৃত্যু হইলেও স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার রীতি নাই, সে দেশে নির্ব্বাসিত পতির অনাথা পত্নীর পুনঃ-সংস্কারের নিয়ম থাকিবার সম্ভাবনা কি?

যে দম্পতীর মনের ভাব পরস্পর এত বিভিন্ন যে, তাঁহারা অহরহঃ কেবল কলহ করিয়াই কালক্ষেপ করেন, এবং তাঁহাদের গৃহে বিবাদ-রূপ অগ্নি-শিখা দিবানিশি প্রজ্বলিত থাকে, তাঁহাদের পাণিগ্রহণ যথা-বিধানে সম্পন্ন হয় নাই। অতএব, তাঁহাদের উদ্বাহ-বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক পরস্পর পৃথক্ হওয়া বিধেয় ব্যতি-রেকে কদাপি অবিধেয় নহে। যদি তাঁহারা এরূপ দুঃসহ ক্লেশ সহ করিতে অসমর্থ হইয়া পরস্পর স্বতন্ত্র হইতে সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে, রাজনিয়ম ও শাস্ত্রীয় শাসন দ্বারা তাহার প্রতিকূলতা করা কর্ত্তব্য নহে।

প্রত্যুত, অনুকূলতা করাই বিধেয়। এরূপ বিরুদ্ধ-স্বভাবাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে চিরজীবন একত্র সহবাস করিতে হইলে, অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। বিশেষতঃ, এরূপ বিপরীত-ভাবাক্রান্ত দম্পতী পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ করিয়া আপনাদিগের ক্রোধাদি রিপু সতত উত্তেজিত রাখিলে, তদীয় সন্তানেরা কদাপি সুচারু প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত, বিরুদ্ধ স্বভাব অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, সুতরাং উত্তর কালে অনেকপ্রকার অনর্থপাতের হেতু হইতে থাকে। অতএব, এরূপ দম্পতীকে শাসন-বলে এক বন্ধনে বদ্ধ রাখিয়া ঐসমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা কোন রূপেই শ্রেয় বোধ হয় না।

এই সকল স্থলে এবং অন্য অন্য কোন কোন স্থলে দম্পতীর পরস্পর পৃথক্ হওয়া বিধেয় তাহার সন্দেহ নাই। কেহ কেহ কহিয়াথাকেন, এরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, লোকে কোন সামান্য হেতু উপলক্ষ করিয়া স্বামী বা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইবে। বোধ হয়, যাঁহারা এপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনুষ্যের স্বভাব সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন নাই। মনুষ্যদিগের পরস্পর ঐক্য, অনৈক্য, প্রণয়, অপ্রণয় সমুদায়ই আপন আপন স্বভাবের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যাঁহাদিগের উদ্বাহ ক্রিয়া যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহারা প্রাণান্তেও পৃথক্ হইতে ইচ্ছা করেন না, বরং যদি পরকালেও পুনর্ব্বার একত্র হইবার সম্ভাবনা থাকে,

তাহাও একান্ত মনে অভিলাষ করেন। যাহারা পাপ-কর্ম্মে রত, এবং যাহাদের স্বভাব পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত, তাহারাই উদ্বাহ-সূত্র এক বারে কর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যাহারা যাবজ্জীবন একত্র বদ্ধ থাকিলে, অকল্যাণ ব্যতিরেকে কদাপি কল্যাণ ঘটনার সম্ভাবনা নাই, তাহারাই সে বন্ধন ছেদন করিতে ইচ্ছা করে। অতএব, অতিশয় অধর্ম্মাসক্ত ও পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবাক্রান্ত ব্যক্তি দিগের উদ্বাহ-বন্ধন ছেদন করিবার ব্যবস্থা থাকিলে যে, তদ্দৃষ্টে অন্যান্য সমান-স্বভাবাক্রান্ত ধর্ম্মশীল দম্পতীরাও পরস্পর পৃথক্ হইতে উদ্যত হইবেন, এ কথা কথাই নহে। তবে যাহাতে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এক জন অন্য জনকে বিনা দোষে ক্লেশ দিতে না পারে, রাজশাসন দ্বারা তাহার উপায় করা আবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়।

গৃহ-ধর্ম্ম।

সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য।

ভার্য্যার প্রতি ভর্ত্তার এবং ভর্ত্তার প্রতি ভার্য্যার যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। এক্ষণে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যাদৃশ আচরণ করা উচিত, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

যাহাতে সন্তানগণ দোষ-শূন্য শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহার উপায় করা পিতা মাতার প্রথম কর্ম্ম। যদি জনক জননী নিজে পরিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় বিহিত বিধানে পালন করিতে থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের ঐ কর্ত্তব্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। পিতা মাতার গুণাগুণ যে সন্তানে বর্ত্তে, ইহা বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার-বিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ইতিপূর্ব্বে এই পুস্তকের অন্তর্গত উদ্বাহ-বিষয়ক প্রস্তাবেও তাহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। অতএব, এ স্থলে আর সে বিষয়ের বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখি-

রূপ প্রয়োজন নাই। এই অখণ্ডনীয় নিয়মের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে, অবনি-মণ্ডলে কত অধর্ম ও কত দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। চিকিৎসা-বিদ্যা-বিশারদ এণ্ড্রুকুম্ব্ শিশুগণের রক্ষণা-বেক্ষণ বিষয়ে একখানি মনোহর পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহাতে ঐ বিষয়ের যে দুই একটি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মোজেস্ না কোঁতে নামক এক অন্ধের অনেকগুলি কন্যা, পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭টি। ঐ ৩৭টিই ক্রমে ক্রমে অন্ধ হয়। তাহারা সকলেই পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অন্ধতা-রোগে আক্রান্ত হইয়া ন্যূনাধিক ২২ বৎসরের সময়ে সম্পূর্ণ রূপে দৃষ্টি-রহিত হয়।

মানসিক গুণাগুণ বিষয়েও এইরূপ এক এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দৃষ্টি করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রোমক রাজ্যের ক্লাডিয় নামক বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা যেরূপ দুর্দ্দান্ত দুরাচার প্রজাপীড়ক ছিল, তাহা অনেকের বিদিত আছে। ইহারা রোম নগরে আসিয়া বাস করিবার প্রায় ৫০০। ৬০০ বৎসর পরেও, কঠোর-হৃদয় ক্রূরকর্ম্মা কেলিগুলা, ক্লাডিয়স্, টাইবীরিয়স্ ও আগ্রিপিনা আপনাদের উপ-দ্রবে ও অত্যাচারে পৃথিবী কম্পমানা করিয়াছিল, এবং পরিশেষে পাপাবতার-স্বরূপ নিতান্ত নির্দ্দয়-স্বভাব নিরো জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ বংশের পাপের ভরা পূর্ণ করিয়াছিল। ফলতঃ এক ব্যক্তির পাপের প্রতিফল যে তাহার সন্তান সন্ততিরা তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ভোগ

করিয়া আইসে, ইহার অনেক উদাহরণ সচরাচর সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তদ্ভিন্ন, মাতার পক্ষে আর একটি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। অন্তঃসত্ত্বা কালে স্ত্রীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে, সন্তানের স্বভাবগত ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। অতএব, তৎকালে তাঁহাদের আপন শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ এবং অন্তঃকরণ শান্ত ও নিরুদ্বেগ রাখা আবশ্যক। পার্সি নামক কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক এ বিষয়ের এক আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফরাশিশ রাজ্যের রাজ-বিপ্লব-সংক্রান্ত যুদ্ধ-ঘটনার সময়ে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লাণ্ডো নগর আক্রমণ করা হয়। তাহাতে, কামানের উপর্য্যুপরি ঘোরতর গম্ভীর গর্জ্জন অবিশ্রান্ত শ্রবণ করিয়া তৎপ্রদেশীয় স্ত্রীগণ অত্যন্ত ত্রাস-যুক্ত ছিল। এমন সময়ে আবার তথাকার আয়ুধাগার এপ্রকার চমৎকার জনক শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল, যে তাহা শুনিয়া প্রায় সকলেই চমকিত ও কম্পান্বিত হইল। এইপ্রকার ত্রাস ও চমৎকার গুর্ব্বিণী স্ত্রীগণের পক্ষে বিষম বিঘ্নকর হইয়া উঠিল। এই ঘটনার পর কয়েক মাসের মধ্যে তৎপ্রদেশে ৯২ টি শিশু জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৬টি জাতমাত্র প্রাণত্যাগ করিল; ৩৩টী ৮। ১০ মাস পর্য্যন্ত কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইল, ৮টি জড় হইয়া পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই কাল-গ্রাসে প্রবেশ করিল, আর দুটি শিশুর জন্মকালে হস্ত পদাদির অস্থি সমুদায় নানা স্থানে ভগ্ন ছিল। স্ত্রীলোকের অন্তঃসত্ত্বা-কালীন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থানুসারে যে সন্তানের প্রকৃতির ইতরবিশেষ হইতে পারে, এই উদাহরণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

অতএব যাঁহারা আপন আপন পুত্র কন্যা প্রভৃতির সুস্থ ও শান্ত প্রকৃতি দেখিতে বাসনা করেন, তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন পূর্ব্বক আপনারা সুস্থ ও শান্ত হইবেন। যাহারা ক্ষীণজীবী ও চিররোগী, উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। তাঁহারা বিবাহ করিলে, তাঁহাদিগের সন্তানগণকে আপনাদের জীবন-ধন দুর্ব্বহ ভার তুল্য জ্ঞান করিয়া কোন ক্রমে কষ্টসৃষ্টে কাল হরণ পূর্ব্বক অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইতে হয়। আপনার অনিষ্টকর রিপু-বিশেষকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এতাদৃশ দুর্ভাগ্য জীবের জন্ম দান করা অতিগর্হিত, তাহার সন্দেহ নাই।

সন্তানগণের ভরণ পোষণ ও শিক্ষাসাধন ও সুখ সম্পাদনের উপায় করা জনক জননীর অবশ্য-পরিশোধ্য ঋণ-স্বরূপ। আমাদের অপত্যস্নেহ-বৃত্তি উপচিকীর্ষার সহকৃত হইয়া এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে অনুমতি প্রদান করিতেছে। যাঁহাদের অপত্য-স্নেহ ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় আবশ্যক মত তেজস্বিনী থাকে, তাঁহারা আপনা হইতেই এই সমস্ত পরম-কল্যাণকর ব্রত পালনে তৎপর হইয়া থাকেন।

মালথস্ নামক এক সুপণ্ডিত ব্যক্তি অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যে সকল

সুস্থকায় ব্যক্তি উত্তম স্থানে বাস করে ও উত্তমরূপ অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি এরূপ বলবতী, যে তথাকার লোকের সঙ্খ্যা ত্রিশ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বাস্তবিকও এতাদৃশ সৌভাগ্যশালী মনুষ্যদিগের সঙ্খ্যা পঁচিশ বৎসরেই দ্বিগুণ হইতে দেখা যায়। আমেরিকার উত্তর খণ্ডের অন্তঃপাতী যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর প্রদেশে নূতন বসতি আরব্ধ হইয়াছে, তথাকার লোকের সঙ্খ্যা এইরূপ নিয়মেই বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। লোকের সঙ্খ্যা অধিক হইলেই, অন্নের পরিমাণও অধিক হওয়া আবশ্যক। কিন্তু লোকের সঙ্খ্যা যেরূপ আশু বৃদ্ধি হয়, অন্নের পরিমাণ সেরূপ বৃদ্ধি হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। কোন স্থানের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পঁচিশ বৎসরে দ্বিগুণ হইতে পারে না। অতএব অবস্থানুসারে মনুষ্যের অপত্যোৎপাদিকা শক্তির সংযম করা কর্ত্তব্য। পরিবার-প্রতিপালন ও সন্তানগণের শিক্ষা-সাধনের উপায় অবধারণ না করিয়া বিবাহ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যদি কোন দেশের জনসাধারণে এই নিয়মের অনুবর্ত্তী না হইয়া অল্প বয়সে দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ করে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে দৈন্যদশা ও তন্নিমিত্তক রোগ ও অকাল-মৃত্যু উপস্থিত হইয়া লোকের সঙ্খ্যা হ্রাস করিয়া ফেলে। ফলতঃ, যখন লোভ ক্রোধাদি অন্য অন্য রিপুদিগকে দমন করা মনুষ্যের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন কামরিপুকে এ নিয়মের বহির্ভূত বিবেচনা করা কোন মতেই

ন্ত নহে। কেবল ধর্ম্মই মানব-জাতির মনোরাজ্যের রাজ স্বরূপ, বুদ্ধি তাঁহার সৎপরামর্শী সুদক্ষ মন্ত্রী প, এবং সমুদয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তাঁহার আজ্ঞাকারী চারী স্বরূপ। সমুদয় কর্ম্মচারীকেই রাজাজ্ঞার ুবর্ত্তী রাখা আবশ্যক, নতুবা পদে পদে বিপত্তি। াকে এ কাল পর্য্যন্ত অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ীভূত হইয়া চলিয়াছে, এবং মদ্যপান ও অন্য অন্য মাদক সেবনাদি দ্বারা কাম ক্রোধাদি রিপু সকল প্রবল করিয়া রাখিয়াছে, এ নিমিত্ত এক্ষণে রিপু দমন করা অনেকের পক্ষে ক্লেশকর বোধ হয়। কিন্তু পুরুষানুক্রমে জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-সংযমে যত্ন করিলে, রিপু সমুদায় ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি তেজস্বিনী হইতে থাকিবে, এবং তখন ইন্দ্রিয় দমন করা এক্ষণকার অপেক্ষায় অনেকাংশে সহজ হইয়া আসিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

যাহাতে প্রসবান্তে সন্তানের শরীর সুস্থ থাকে ও ক্রমে ক্রমে সবল হইয়া উঠে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতার অজ্ঞতা অনবধানতা দ্বারা এ বিষয়ে যেরূপ ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা সকলে সবিশেষ অবগত নহেন। উল্লিখিত এণ্ডুকুম্ব্ স্বপ্রণীত শিশু-রক্ষণাবেক্ষণ-বিষয়ক পুস্তকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইংলণ্ডে যত শিশু জন্মে, তাহার সাত ভাগের এক ভাগ এক বৎসর মধ্যে, ও পাঁচ ভাগের এক ভাগ দুই বৎসরের মধ্যে, কাল-গ্রাসে প্রবেশ করে, বেলজিয়ম্ দেশে যত লোকের সন্তান সজীব থাকিতে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার দশ ভাগের এক

ভাগ এক মাসের মধ্যে ও প্রায় অর্দ্ধেক পাঁচ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, এবং সেণ্টকিল্ডা নামক উপদ্বীপস্থিত শিশুগণের দশ ভাগের আট ভাগ ভূমিষ্ঠ হইবার পর দ্বাদশ দিবসের মধ্যেই প্রাণ-ত্যাগ করে।

এই সমস্ত নিদারুণ দুর্ঘটনা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, তাহার সন্দেহ নাই। যে দেশের লোকেরা শিশুগণের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে যে পরিমাণে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন, তথায় তৎপরিমাণে তাহাদের রোগ-নিবৃত্তি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে। ন্যূনাধিক শত বর্ষ পূর্ব্বে লণ্ডন-নগরীয় শ্রমোপজীবী শিল্পকর লোকদিগের সন্তানেরা ২৪ জনের মধ্যে ২৩ জন করিয়া এক বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিত। পরে যখন রাজ-বিধানানুসারে এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান হইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলিত হইল, তখন তাহাদের রোগ ও মৃত্যুর অতিমাত্র হ্রাস হইয়া আসিল। পূর্ব্বে যে স্থলে প্রতিবর্ষে ২,৬০০ শিশুর প্রাণ-বিয়োগ হইত, ঐ নিয়ম প্রচলিত হইলে, ৪৫০ জন মাত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে লাগিল। পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত কতিপয় শারীরিক বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হওয়াতে, এই স্থানে এক এক বৎসরে ২,১৫০ জনের জীবন নষ্ট হইত, এবং তাঁহার সেই সমুদায় মঙ্গলময় নিয়ম পরিপালিত হওয়াতে, বৎসর বৎসর ততগুলি মানব প্রাণ দান পাইতে লাগিল। এই উদাহরণ দর্শন করিয়া যাঁহার

বোধোদয় না হইবে, তাঁহার হৃদয়ের অজ্ঞান-গ্রন্থি কিছুতেই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

মেকলক্-নামক এক ব্যক্তি লণ্ডননগরীর শিশুগণের জন্ম-মৃত্যুর বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পশ্চাৎ তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, লণ্ডননগরে শারীরিক নিয়ম ক্রমে ক্রমে যত প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তরূপ শিশুগণের রোগ ও মৃত্যু-প্রবাহ ততই মন্দীভূত হইয়াছে।

এই সুচারু সংগ্রহ পাঠে প্রতীতি হইতেছে, ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে এক এক শত বালকের মধ্যে গড়ে ৭৪ টি বালক পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। পরে ক্রমে ক্রমে রোগ ও মৃত্যুর অল্পতা হইয়া ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিশতে গড়ে ৩১টি মাত্র বালক প্রাণত্যাগ করে। ইহা কেবল শুভকর শারীরিক নিয়ম পরিপালনের অমৃতময় ফল ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডবলিন নগরীর সাধারণসূতিকাগারে অনেক শিশুর আশু মৃত্যু-ঘটনা হইত। তৎকালে তথায় যত শিশু জন্মগ্রহণ করিত, তাহার প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ নয় দিবসের মধ্যে মৃত্যু-মুখে পতিত হইত। কিন্তু তথায় বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চারের সদুপায় অবধারিত হইলে, ন্যূনাধিক বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাত্র উক্ত কালমধ্যে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

নিউ ইয়র্কের অন্তঃপাতী হ্যাম্পষ্টেড নামক নগরে অনাথ বালকদিগের ভরণ পোষণার্থে অনাথ-নিবাস

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক শত বৎসরে লণ্ডননগরে যত শিশুর জন্ম ও মৃত্যু হয় তাহার পরিসংখ্যা।

	খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩০-৪৯	খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫০-৬৯	খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭০-৮৯	খ্রীষ্টাব্দ ১৭৯০-১৮০৯	খ্রীষ্টাব্দ ১৮১০-২৯
সমুদায়ে যত শিশুর জন্ম হয়। …	৩,১৫১ ৫৬০	৩,০৭,৩৯৫	৩,৯,৪৭৭	৩,৮৬.৩৯৩	৪,৭৭,৯১০
পঞ্চ বর্ষের অনধিক বয়ঃক্রমের মধ্যে যত শিশুর মৃত্যু হয়।	২ ,৩৫,০৮৭	১,৯৫,০৯৪	১ ৮০,০৫৮	১,৫৯ ৫৭১	১,৫১,৭৯৪
পঞ্চ বর্ষের অনধিক বয়ঃক্রমের মধ্যে প্রতি শতে গড়ে যত শিশুর মৃত্যু হয়। *	৭৪½	৬৩	৫১½	৪১½	৩১⅘

সংস্থাপিত হয়, তথায় প্রথমে ৭০। ৮০ জন বালক অবস্থিতি করিত। তাহাদের মধ্যে নিয়ত ৪, ৫ বা ৬ জন করিয়া পীড়িত থাকিত, এবং প্রতিমাসে গড়ে এক জন করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইত। পরে, যখন তথাকার অধ্যক্ষেরা তাহাদের আহারাদির সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিলেন, তাহারা রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ শরীরে কালযাপন করিতে লাগিল।

অতএব, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন যে শিশুদিগের রোগ ও মৃত্যুর একমাত্র কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। পরিমিত ভোজন, বিশুদ্ধ-বায়ু-সেবন, পরিষ্কৃত পরিশুষ্ক স্থানে বাস, গাত্র-মার্জ্জন, অঙ্গ-সঞ্চালন, অনধিক মানসিক পরিশ্রম, উপযুক্ত-পরিচ্ছদ-পরিধান ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সমুদায় প্রতিপালনে সন্তানগণকে নিয়োজিত করা জনক জননীর অবশ্য কর্ত্তব্য গুরুতর কর্ম্ম। এই সমস্ত পরম শুভকর শারীরিক বিধান পরিপালনের আবশ্যকতা এতদ্দেশীয় জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম নাই, এ নিমিত্ত তাঁহারা সন্তানের প্রতি এ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে সমুচিত যত্নবান্ নহেন। পরন্তু তাঁহাদের এ বিষয়ে এক একটি অতি প্রগাঢ় কুসংস্কার থাকাতে অহরহঃ অশেষ অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে। সন্তান যখন জননী-গর্ভে জরায়ু-শয্যায় শয়ান থাকে, তৎকালে তাহার সমুদায় বিষয়ই মাতার উপরে নির্ভর করে। তখন মাতার আহারেই সন্তানের আহার, মাতার পীড়াতেই সন্তানের পীড়া, ও মাতার স্বাস্থ্যতেই সন্তানের স্বাস্থ্য-লাভ হয়। তখন তাহার শরীর নিশ্চল, ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট,

এবং হৃদয় ও পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্র সমুদায়ও নিস্পন্দ থাকে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়া উঠে। তখন সে অন্ধকারময় কারাগার হইতে এক বারে আলোকময় লোকালয়ে আগমন করে। তখন তাহার নবীন নেত্র নানাপ্রকার অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করে, সুকোমল কর্ণ অশেষবিধ শব্দাবলী শ্রবণ করিতে আরম্ভ করে, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সমুদায় স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইতে থাকে। তখন বায়ু-প্রবাহ নিশ্বাস-সহকারে হৃদয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরীর যন্ত্র সঞ্চালিত করে এবং পাকস্থলী-ভুক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া জীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ পরিবর্ত্তনের সময়ে সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে স্বাস্থ্য-সাধক উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার সমুদায় শারীরিক নিয়ম পরিপালন বিষয়ে সাধ্যমত যত্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এতদ্দেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার, বাটির মধ্যে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা আর্দ্র ও কদর্য্য এবং যে স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চার ও পর্য্যাপ্ত আলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকে, তাঁহারা সেই স্থানেই সূতিকাগার প্রস্তুত করেন, এবং সেই স্থানেই নবপ্রসূত কুমার কুমারী জন্ম গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার নিগ্রহ ভোগ করে। তাহারা এক কারাগার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর এক কারাগারে প্রবেশ করে। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণার্থে যে সমস্ত ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণ হইলেই অবশ্যই অকল্যাণ উৎপন্ন হয় তাহার সন্দেহ নাই। সূতিকাগার-সংক্রান্ত অত্যাচার সমুদায় এতদ্দেশীয় মনুষ্য-

দিগের স্বাস্থ্য-সাধন ও মনোৎপত্তির কত দূর প্রতিকূল, তাহা কে বলিতে পারে? যে কুসুম-কলিকা উৎপন্ন হইতে হইতে আতপতাপে তাপিত হইয়া দগ্ধ প্রায় হয়, তাহা কখনই সুন্দররূপ প্রস্ফুটিত হইতে পায় না।

যখন শারীরিক নিয়ম পরিপালনের ব্যতিক্রম ঘটনাই রোগ ও তন্নিমিত্তক অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন পিতা মাতা উভয়ের শারীরিক নিয়ম শিক্ষা ও তদনুযায়িনী সাংসারিক ব্যবস্থা স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহারা কেবল সন্তানের জীবন দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাহাদের সমস্ত অকল্যাণ নিবারণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ-সম্পত্তি সম্ভোগের উপায় করিয়া দেওয়া পিতা মাতার অবশ্য-কর্ত্তব্য নিত্য ধর্ম্ম। বিশেষতঃ, পিতা অপেক্ষা মাতাকেই কন্যা পুত্র প্রতিপালনের অধিকতর ভার গ্রহণ করিতে হয়। স্বামী যৎকালে কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়া বিষয়-কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তখন সর্ব্বপ্রকার গৃহ-কর্ম্ম সমাধা করিবার ভার স্ত্রীর উপরেই পতিত হয়। শিশু সন্তান ক্ষুধিত হইলে, তাঁহার দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রন্দন করে, এবং তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে, তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রকার মনোগত বাসনা অবগত করায়। তিনিই তাহার আহার যোজনা করেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও নিদ্রাবস্থাতেও তত্ত্বাবধারণ করেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! সন্তানকে কি রূপে লালন পালন করিতে হয়, তাহা প্রায় কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা রীতিমত শিক্ষা করেন না। এ বিষয়ের কেমন গুরুতর ভার তাঁহাদের উপর সমর্পিত

রহিয়াছে, ভ্রমেও এক বার অনুধাবন করেন না। যেমন পুরুষদিগকে স্বীয় ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুন্দর রূপে শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ, শিশুগণের লালন-পালন-ঘটিত সমুদায় বিষয়ে সুশিক্ষিত হওয়া স্ত্রীগণের পক্ষে অবশ্য-প্রতিপাল্য সনাতন ধর্ম্ম। কোন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সুচারু পুষ্প দৃষ্টি করিলে, তাহা কিরূপ বৃক্ষে উৎপন্ন হয়, কিরূপ স্থানে কি প্রকারে রোপণ করিতে হয়, কোন্ সময়ে কি রূপে জলসেচন করিলে উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হয়, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু বিশেষেই বা তাহা কি রূপে রক্ষা করিতে হয়, তাঁহারা এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হন, এবং শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! দেখ, তাঁহারা আপন সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ-সম্বন্ধীয় নিয়ম-প্রণালী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত তদনুরূপ কিছুমাত্র যত্ন প্রকাশ করেন না, এবং পুরুষেরাও তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া তাদৃশ আবশ্যক বোধ করেন না। ফলতঃ, স্ত্রীগণের রীতিমত বিদ্যা-শিক্ষার প্রথা প্রচলিত না হইলে, কোন রূপেই আর ভদ্রস্থতা নাই।

শারীরবিধান বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্ব্বক শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি নির্ধন, সকলের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। এ বিষয় যে কিরূপ গুরুতর তাহা অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও যথোচিত বিবেচনা করেন না। এ বিষয়ের অনাভাবে ভূমণ্ডলের সর্ব্ব স্থানে যে প্রভূত দুঃখ-রাশি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। রোগ ও অকাল-

মৃত্যু কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। যখন দেখি, কোন শয্যা-গত যুবা ব্যক্তি দুঃসহ গাত্র-দাহে ও পিপাসা-জন্য কণ্ঠ-শোষে অস্থির হইয়া মুহুর্মুহুঃ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেছে, ও তাহার আত্মীয় স্বজন ইতস্ততঃ উপবেশন পুরঃসর শঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত মনে চিকিৎসকের প্রত্যাগমন প্রতিক্ষণ প্রত্যাশা করিতেছেন, তখন ইহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেখি, যে অভাগিনী জননী আপনার অশেষ-গুণালঙ্কৃত তরুণবয়স্ক সন্তানকে স্বকীয় জরাবস্থার যষ্টি-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া আশা ও ভরসায় পূর্ণ ছিলেন এবং তাহার বিদ্যা, ধর্ম্ম, সুখ, সৌভাগ্য সমুন্নতির বিষয় প্রতি-দিন পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইয়া আসিতে-ছিলেন, তিনি অকস্মাৎ সেই প্রাণ-সম পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক একেবারে বজ্রাহত-সদৃশী হইয়া, আলুলায়িত কেশে ব্যাকুল হৃদয়ে মুহুর্মুহুঃ হাহাকার করতঃ, উচ্চৈঃস্বরেক্রন্দন করিতেছেন ও নিতান্ত নির্দ্দয়-ভাবে স্বকীয় শিরে ও বক্ষঃস্থলে পুনঃপুনঃ করাঘাত করিতেছেন, তখন ইহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেখি, কোন যৌবনাবস্থ মুমূর্ষু ব্যক্তির পতি-প্রাণা প্রিয়তমা ভার্য্যা, নিজগৃহ হইতে চিকিৎসকদিগকে ক্ষুন্ন মনে ম্লান বদনে প্রস্থান করিতে দৃষ্টি করিয়া, সভয় চিত্তে সঙ্গিনীগণকে স্বীয় পতির রোগের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছে, এবং পরক্ষণেই তাহাকে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান

করিবার নিমিত্ত পরিজন-বর্গকে উদ্যত দেখিয়া, চতুর্দ্দিক্ শূন্যবৎ অবলোকন পূর্ব্বক ধরাতলে পতিত ও লুণ্ঠিত হইয়া, আপনার ধূলি-শয্যা অশ্রুজলে আর্দ্র করিতেছে, ও নিতান্ত নিঃসহায় নব বৈধব্য দশা উপস্থিত ভাবিয়া একেবারে হতাশা হইয়া, পরিস্ফুট রবে ক্রন্দন করিতেছে, তখন ইহা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল-রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেখি, কোন মলিন-বেশ-ধারিণী কৃশাঙ্গী জননী আপনার ক্রোড়-স্থিত, সুকোমল কলিকা-স্বরূপ নবপ্রসূত শিশু সন্তানের অকস্মাৎ মৃত্যু-ঘটনা দর্শন পূর্ব্বক দুঃসহ শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া, তাহার সুকুমার শরীরোপরি অশ্রু-ধারা বর্ষণ করিতেছেন, তখন ইহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেখি, কোন পরিবারস্থ গুরুজনেরা পরিজন-বর্গের মধ্যে এক জনকে অকস্মাৎ উন্মাদগ্রস্ত দেখিয়া বৎপরোনাস্তি মনঃপীড়া পাইতেছেন, এবং চিন্তাকুল চিত্তে বিষন্ন বদনে একত্র উপবিষ্ট হইয়া গণ্ডোপরি কর প্রদানপূর্ব্বক তাহার প্রতীকারার্থে মন্ত্রণা করিতেছেন, তখন ইহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়। সে দুর্ভাগা ব্যক্তি পিতা মাতা উভয়ের, অথবা তাঁহাদের মধ্যে এক জনের, দূষিত প্রকৃতি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন যে এইরূপ কত ক্লেশ ও কত

রচনার মূল, তাহা গণনা করিয়া দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

সন্তানগণকে শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্ত্তব্য। পিতা ও মাতা জন্মাধিক পুত্র কন্যাদিগের কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তাহাদিগকে সুচারুরূপ শিক্ষা-দান দ্বারা লোক-যাত্রা-নির্ব্বাহে ও অন্যান্য-সমস্ত-কর্ত্তব্য-সাধনে সমর্থ করা বিধেয়। কোন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়াছেন, লোকসমাজে অশিক্ষিত সন্তান প্রেরণ করা আর ক্ষিপ্ত কুকুরের গল-বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে পথিমধ্যে পরিত্যাগ করা উভয়ই তুল্য।

যাহাতে আমরা কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সুখী হইতে পারি, পরমেশ্বর আমাদিগকে তদুপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের শরীর ও মন সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা বিধেয়, পরিজনবর্গকে রীতিমত প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত উচিতমত ব্যবহার করা আবশ্যক এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কি রূপে এই সমস্ত শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়, তাহা বিশিষ্টরূপ শিক্ষা ব্যতিরেকে জানিতে পারা যায় না।

পরমেশ্বর পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীদিগকে কতকগুলি স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন; তাহারা সেই সমুদায়ের অনুগত হইয়া আবশ্যকমত সমস্ত কর্ম্ম সুন্দররূপ সম্পাদন করিতে পারে। মধুমক্ষিকাগণ যেরূপ

মনোহর মধুক্রম প্রস্তুত করে, মনুষ্যদিগকে সেরূপ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, অনেক দর্শন, বিস্তর কৌশলজ্ঞান ও গণিতবিদ্যার বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক করে। মধুমক্ষিকাগণ গণিতবিদ্যাও শিক্ষা করে না, মনুষ্যের ন্যায় প্রগাঢ়-বুদ্ধি-বিশিষ্টও নহে, পরমেশ্বর তাহাদিগকে এ বিষয়ে যে সকল স্বভাব-সিদ্ধ অভ্রান্ত সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারা তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া এই দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে। আমাদিগকে উক্তরূপ উৎকৃষ্ট গৃহ প্রস্তুত করিতে হইলে, তৎসংক্রান্ত সমুদায় বিষয় অবধারণ করণার্থ কত শতাব্দ পর্য্যন্ত অনুশীলন করিতে হইত, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন।

ইতর জন্তুরা পরমেশ্বর-প্রদত্ত স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া শিশুগণের যে প্রকার পরিপাটী-রূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মনুষ্য অশেষবিধ বুদ্ধি-কৌশল করিয়াও স্বীয় সন্তান-দিগের ভরণপোষণাদি বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের তুল্য-রূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারেন না। তাহাদিগকে মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধি পরিচালন করিয়া এ সকল বিষয় নিরূপণ করিতে হয় না। পরমেশ্বর তাহাদিগকে যে সমস্ত ভ্রান্তি-শূন্য স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়া-ছেন, তাহাই তাহাদিগের উপদেশকস্বরূপ।

করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যগণকেও তদনুরূপ কতক-গুলি স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্ব-প্রধান। অপত্যস্নেহ ও উপচিকীর্ষা-বৃত্তি

থাকাতে সন্তানগণের ভরণ পোষণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন বিষয়ে স্বভাবতই অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে, কিন্তু কি রূপে এই পরম রমণীয় মনোরথ সুসিদ্ধ হইতে পারে, বুদ্ধি পরিচালন ও বিদ্যা অধ্যয়ন না করিলে, তাহা সুন্দররূপ শিক্ষা করা যায় না। তাহাদিগকে কোন সময়ে কিরূপ স্থানে স্থাপন করা বিধেয়, কত বয়সে কিরূপ অন্ন বস্ত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে অন্য অন্য কি কি বিধান করা উচিত, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও বিনীত করিবার নিমিত্ত কীদৃশ শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপন করা আবশ্যক, এই সমুদায় সুচারু রূপে জানিতে হইলে, তদ্বিষয়ক নানাবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হয়।

আপনার প্রতি, পরম-প্রিয় পরিজনবর্গের প্রতি, স্নেহাস্পদ স্বদেশের প্রতি, প্রীতি-ভাজন মনুষ্যমাত্রের প্রতি, করুণা-স্থান ইতর জীবের প্রতি, এবং অতীব শ্রদ্ধাস্পদ পরম-ভক্তি-ভাজন পরমেশ্বরের প্রতি কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য, বিশিষ্টরূপ বিদ্যানুশীলন ব্যতিরেকে সে সমুদায় সুন্দর রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। অতএব নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সমস্ত অবশ্য-প্রতিপাল্য কল্যাণকর ব্রত পালন করিতে হয়, সেই সমুদায়ের অনুষ্ঠানার্থেই বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন। যেরূপ শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে অভ্যাস পায়, পরমেশ্বরের বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাঁহার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ও অতিকল্যাণকর অভিপ্রায় সমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার

প্রতি অনুরক্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃতরূপ শিক্ষা বলিয়া উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

যদি এই সমস্ত কল্যাণলাভ বিদ্যা-শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া অবধারিত হইল, তবে বালক বালিকাদিগকে কিরূপে কোন্ কোন্ বিষয়ের শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করা উচিত। অনেকে ভাষা-শিক্ষাকেই প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষা বোধ করেন, এবং যে ব্যক্তি আপনাকে যতপ্রকার ভাষায় ব্যুৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার তত পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন, অমুক ইংরেজী, পারসী, আরবী, বাঙ্গালা চারি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন, কিন্তু ভাষা-শিক্ষা যে প্রকৃত বিদ্যা-শিক্ষা নহে, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। বিশ্বধাতার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ, আশ্চর্য্য কৌশল, এবং শুভকর অভিপ্রায় বিষয়ে যে ভাষায় যাহা কিছু শিক্ষা করা যায়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান-শিক্ষা। বস্তুতঃ, ভাষা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান-শিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা, জ্ঞানরূপ ভাণ্ডারের দ্বার-স্বরূপ। সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হয়। চিরজীবনই কেবল দ্বার দেশে দণ্ডায়-মান থাকিলে, কি রূপে জ্ঞান রূপ মহারত্ন লাভের সম্ভাবনা থাকে? জ্ঞান-রত্ন লাভার্থে যত্ন না করিয়া কতকগুলি ভাষাশিক্ষায় কালক্ষেপ করিলে, অসিদ্ধ-কাম ভিক্ষুকের ন্যায় কেবল দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা হয়। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা কথা প্রসঙ্গে ব্যক্তিবিশেষকে বৈয়াকরণিক বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে

ব্যক্তি কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্র মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, জ্ঞান-লাভ-বিষয়ে নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কারণ, এরূপ বৈয়াকরণিক জ্ঞান-কোষের কেবল দ্বার-দেশ পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে পদ বিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন নাই।

গণিত, ও লিপি-বিদ্যাও প্রকৃত জ্ঞান নহে। জ্যোতিষাদি কতকগুলি বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত গণিত বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক, এবং আপনার উপার্জ্জিত বিদ্যা অন্যকে অবগত করাইবার নিমিত্ত প্রস্তাব-রচনা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদি জ্যোতিষ শাস্ত্রাদির শিক্ষা ও উপার্জ্জিত জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক না হইত, তবে গণিত ও রচনা-শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিত না। অতএব, তাহা, গণিত ও লিপিবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলে, প্রকৃত-জ্ঞান-শিক্ষা হয় না; জ্ঞান-শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রচারের উপায় মাত্র শিক্ষা করা হয়। যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করিতে ও তদ্দ্বারা সর্ব্ব-নিয়ন্তা সর্ব্ব মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রতীতি করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে যদি এই নিয়মই অবধারিত হইল, তবে অপর সাধারণ সকলের কোন্ কোন্ বিষয় অভ্যাস ও আলোচনা করা উচিত, তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

১—ভাষা শিক্ষার উপযোগী পুস্তক পাঠ, এবং লিপি অভ্যাস ও প্রস্তাব-রচনা শিক্ষা করা উচিত;

কেমনা এই তিন বিষয় জ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার করিবার প্রধান উপায়।

২—পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; কেননা জ্যোতিষাদি কতকগুলি বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইলে, গণিত-বিদ্যা আবশ্যক করে। গণিত-বিদ্যা, জ্যোতিষ ও শিল্প-বিদ্যাদি অধ্যয়নের এক প্রধান সোপান।

৩—ভূগোল। ভূগোল-বিদ্যা অভ্যাস করিয়া দেশ, প্রদেশ, নগর, গ্রাম, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির স্বভাব-সিদ্ধ ও মনুষ্য-কল্পিত চতুঃসীমা অবগত হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক দেশের জল, বায়ু ও ভূমির কিরূপ গুণ, তথায় কোন কোন্ বস্তু উৎপন্ন হয়, এবং আচার ব্যবহার ও রাজ্য-শাসনের কিরূপ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, এই সমুদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

৪—প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত। এই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া জন্তু, উদ্ভিদ্ ও ধাতু সমুদায়ের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া উচিত। কিন্তু কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া ক্ষান্ত হইলে, তাদৃশ ফল দর্শে না। যে সকল সামগ্রীর বর্ণনা পাঠ করিতে হয়, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া গুণাগুণ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫—রসায়ন। চতুর্দ্দিকে যাবতীয় জড় বস্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে, তৎসমুদায় কি রূঢ় পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্ পদার্থের সহিত কোন্ পদার্থের যোগ করিলে কিরূপ গুণ সমুদ্ভূত হয়; রসায়ন-বিদ্যায় এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত

থাকে। এই মনোপকারিণী মহীয়সী বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে জড়ময় জগতে জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল, অচিন্ত্য শক্তি, ও অত্যুৎকৃষ্ট কার্য্য-পরিপাটী প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত হইতে হয়।

৬—শারীরস্থান ও শারীরবিধান। এই দুই প্রধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের অবয়ব-সংস্থান ও তৎসংক্রান্ত স্বাভাবিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়। এই সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিলে, ছাত্রেরা অনায়াসে জানিতে পারে, করুণাময় পরমেশ্বর রোগ আরোগ্য ও জীবন মৃত্যু অনেকাংশে আমাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সংস্থাপিত শুভকর শারীরিক নিয়ম পালন করিতে পারিলে, অনুপম আরোগ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে অবশ্যই সমর্থ হওয়া যায়।

৭—পদার্থবিদ্যা। রসায়ন ও শারীরবিধান অধ্যয়ন দ্বারা জড় পদার্থের যে সমস্ত গুণ অবগত হওয়া যায়, তদ্ভিন্ন তাহাদের অন্য অন্য গুণ, পরস্পর সম্বন্ধ, গতির নিয়ম ও কার্য্য-প্রণালীর বিষয় পদার্থবিদ্যায় নির্দিষ্ট থাকে। জল, বায়ু ও জ্যোতির স্বভাব এই বিদ্যায় বর্ণিত থাকে। শিল্প ও জ্যোতিষ এই বিদ্যারই অন্তর্গত। এ বিদ্যার অনুশীলন করিলে, অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রশস্ত হয়, বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত হয়, সর্ব্বাধার মহেশ্বরের মহীয়সী শক্তি ও অপরিসীম জ্ঞানের শত শত নিদর্শন সংসারের সর্ব্ব স্থানে স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হয় এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া তৎপরিপালন দ্বারা আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হওয়া যায়।

৮—পুরাবৃত্ত। সুপ্রণালী-সিদ্ধ পুরাবৃত্ত বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিলে, কি কারণে কোন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এবং কি কারণেই বা জাতি-বিশেষের অধঃপতন হইয়াছে, তাহা অবধারণ করা যায়। সুতরাং জগদীশ্বর জনসমাজের উন্নতি-সম্পাদনার্থে যে সমস্ত স্বাভাবিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এক প্রকার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

৯—লোকযাত্রাবিধান। সর্ব্ব-লোক-পালক সর্ব্বাধিপতি পরমেশ্বর অর্থের উৎপত্তি, উপার্জ্জন, বিনিময় ও উদ্ধার, সর্ব্বসাধারণের অবস্থোন্নতি-বিষয়ে কিরূপ কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, লোকযাত্রাবিধান বিদ্যায় সেই সমুদায় লিখিত থাকে। সামাজিক কর্ত্তব্য সাধন ও বৈষয়িক কর্ম্ম সম্পাদনের সুবিহিত রীতি অবলম্বন ও সংস্থাপনার্থে এই বিদ্যা অধ্যয়ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

১০—মনোবিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি। এই দুই পরম মঙ্গলদায়ক প্রধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, মনুষ্যের মানসিক স্বভাব, মনোবৃত্তি সমুদায়ের প্রয়োজন অপ্রয়োজন এবং ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে, পাপের শাস্তা ও ধর্ম্মের পুরস্কর্ত্তা, তাহা এই বিদ্যায় দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

১১—পরমার্থবিদ্যা। বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বিশ্বাধিপের প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হওয়াই পরমার্থবিদ্যার প্রয়োজন। শারীরস্থান, শারীর-বিধান, প্রদ-

নীতি, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা যতপ্রকার নিয়ম নিরূপিত হয়, সমুদায়ই পরম করুণাকর পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, মনুষ্যের শরীর ও মনের সহিত সেই সমস্ত শুভকর নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয় অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ অবধারিত আছে, শ্রদ্ধা ও পরিশ্রম পূর্ব্বক তৎসমুদায় শিক্ষা করিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শিক্ষা ও ব্যবহার-ক্রিয়াই পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। এই সমুদায় বিষয় পরমার্থবিদ্যামধ্যে নিবেশিত করিয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তাহাদিগকে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

১২—সাহিত্য। সাহিত্য-পাঠ দ্বারা সাতিশয় বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, এবং যদি তাহাতে পরম পবিত্র পারমার্থিক বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণস্থ সৎপ্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া অপার আনন্দ উদ্ভাবনা করে।

১৩—চিত্রবিদ্যাদি শিল্পবিদ্যা। পরমেশ্বর মনুষ্যকে চিত্রবিদ্যা, তূর্য্যবিদ্যা প্রভৃতি উপকার-জনক ও লোক-রঞ্জন শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উপযোগিনী বিবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব তৎসমুদায় মনুষ্যের সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ তন্মধ্যে যাহার যে বিষয়ে স্বভাব-সিদ্ধ শক্তি ও সমধিক অনুরাগ আছে, তিনি মনোনিবেশ পুরঃসর সেই বিষয়ের অনুশীলন করিলে, তাহাতে সুনিপুণ হইয়া অপর্য্যাপ্ত আমোদ লাভ করিতে পারেন, এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন

করিলে, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন তাহার সন্দেহ নাই।

সকলের সকল বিষয়ে সমানরূপ পারদর্শী হওয়া সম্ভাবিত নহে, এবং নিতান্ত আবশ্যকও নয়। কিন্তু সেই সমুদায় স্থূল রূপে শিক্ষা করা অপর সাধারণ সকলেরই উচিত, এবং যাঁহার যে যে বিষয়ে সমধিক শক্তি ও অপেক্ষাকৃত অধিক অভিরুচি আছে, তাঁহার সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, শ্রমোপজীবী সামান্য লোকেরা যদি পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সমুদায়ের স্থূল স্থূল বিষয় শিক্ষা করে, এবং স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় সংক্রান্ত বিদ্যায় সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহারা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গণ্য ও মান্য হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই।

যদি ভাষা শিক্ষা প্রকৃতি জ্ঞান-শিক্ষা না হইল, তবে বালকদিগকে তদর্থে কেবল ব্যাকরণ ও তদনুরূপ অন্য অন্য পুস্তক অভ্যাসে কিছু কাল নিযুক্ত রাখিয়া ক্লেশ দেওয়া বৃথা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, চেতনাচেতন নানা বস্তুর গুণাগুণ জানিয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করিতে পারে, তাহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রথমাবধি তাহাদিগকে পূর্ব্বোল্লিখিত বিবিধ বিদ্যা সংক্রান্ত সামান্য সামান্য বিষয় ও সহজ সহজ প্রস্তাব শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং তাহারা যে কোন বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখান আবশ্যক।

অপর সাধারণ সকলের যে সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহা একপ্রকার প্রদর্শিত হইল। শিক্ষা-কার্য্য সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের বিবরণ করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীগণের বিদ্যা-শিক্ষা-বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, কারণ জনসমাজের বহুতর মঙ্গল তাঁহাদের সুশিক্ষা লাভের উপর নির্ভর করে। স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা করা যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর, ইহা এক্ষণে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা উচিত তাহা সকলের সুন্দররূপ প্রতীত হয় নাই। অনেকে বোধ করেন স্ত্রীলোকের প্রকৃতি অতি কোমল, তাহা-দিগকে কোন কষ্ট-সাধ্য বিষয়-ব্যাপারেও নিযুক্ত হইতে হয় না, অতএব যে সকল বিষয়ের অনুশীলনার্থে প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহা স্ত্রীগণের শিক্ষণীয় নহে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাদের এ অভিপ্রায় কোন রূপেই অঙ্গীকার করা যায় না। স্ত্রীদি-গকে যেরূপ শিক্ষা দান করা উচিত, যদিও তাহা অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই, তথাপি তাহারা যে নানা-প্রকার প্রগাঢ়তর কঠিন বিদ্যার অনুশীলন করিতে পারে, এবং বিদ্যার্থী পুরুষদিগের ন্যায় মানসিক পরি-শ্রমকে সুখের বিষয় বোধ করিয়া জ্ঞানালোচনায় অনু-রক্ত হইতে পারে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা কোন্ কোন্ বিষয়ে কত দূর শিক্ষিত হইত,

তাহা এক্ষণে নিরূপণ করা সুকঠিন। এ নিমিত্ত ইয়ুরোপ ও আমেরিকা নিবাসিনী শ্রীমতী সমর্ব্বিল, ইউলর্ড, বার্ব্বোলড,এজোয়ার্থ, ওয়েক্‌ফীল্‌ড, মোর, মার্সেট, টেলর, ম্যাওস, এট্‌কেন, হেমান্স প্রভৃতি বিদ্যাবতী অবলাদিগকে উদাহরণ-স্বরূপ উপস্থিত করিতেছি। শ্রীমতী সমর্ব্বিল জ্যোতিষ-শাস্ত্রাদি প্রগাঢ় বিদ্যার যাদৃশ পারদর্শিনী ও সূক্ষ্মদর্শিনী হইয়াছিলেন, তাহা ইংলণ্ডীয় ভাষায় শিক্ষিত এতদ্দেশীয় অনেক ব্যক্তিরই বিশিষ্টরূপ বিদিত আছে। তাঁহার প্রণীত পদার্থ-বিদ্যা-সম্বন্ধীয় সুচারু পুস্তক তদ্বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহের মধ্যে পরিগণিত। তিনি বিদ্যা বিষয়ে অতি বিস্তৃত বিশুদ্ধ যশঃ লাভ করাতে জেনেবা নগরীয় "লেটেররি এণ্ড ফিলজফিকেল সোসাইটি" নাম্নী জ্ঞানোন্নতাবমী সভার সভ্য-শ্রেণী মধ্যে পরিগণিতা হইয়াছিলেন। অতএব, স্ত্রীগণ সর্ব্ব-প্রকার প্রগাঢ় বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। তাহাদের কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে।

স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য অবধারিত হইলেই তাহাদের শিক্ষা-প্রণালীও অবধারিত হইবে। গৃহ-ধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সন্তান উৎপাদন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন, স্নেহ, প্রীতি ও ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিজনবর্গের সন্তোষ-সাধন ও আনন্দ-বর্দ্ধন এই সমুদায় বিষয় যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা উত্তমরূপে অভ্যাস করা স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়-

মান হইতে থাকে। স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে সুনিপুণ হওয়া পুরুষের পক্ষে যেমন আবশ্যক, ঐ সমস্ত সুখকর গৃহ-কর্ম্মে সুশিক্ষিতা হওয়া স্ত্রীগণের পক্ষে সেইরূপ শ্রেয়স্কর তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষদিগের যেমন স্বীয় ব্যবসায়ে নৈপুণ্য-সাধনার্থ তদুপযোগী সমুদায় বিষয় অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ, গৃহ-ধর্ম্ম-প্রতি-পালনের অনুকূল সমস্ত-কার্য্য জ্ঞান উপার্জ্জন করা স্ত্রীগণের পক্ষে বিধেয়।

স্ত্রীলোকে বাল্যাবধিই মাতৃ-ভাব প্রকাশ করিতে থাকে, এবং এই নিমিত্তই ক্রীড়া উপলক্ষে মৃণ্ময় ও কাষ্ঠ-ময় পুত্তলিকা লইয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বয়োবৃদ্ধি হইলে তাহাদের স্নেহ-বৃত্তি পুত্তলিকা পরিপালন করিয়া আর তৃপ্ত হয় না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পথে বিচরণ করণার্থে ব্যগ্র হয়। জীবনাধিক সন্তান ব্যতীত আর কিছুতেই চরিতার্থ হয় না। সে সময়ে তাহারা সন্তানের চন্দ্র-বদন সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ-বর্দ্ধনে যত্নবতী হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। অতএব, যদি এইরূপ মাতৃ-ভাব প্রকাশ করাই তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ হইল, তবে তাহারা যেরূপ শিক্ষা পাইলে, ঐ সমস্ত গুরুতর কার্য্য যথাবিধানে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য হইতেছে আর সন্দেহ কি? যখন করুণাময় পরমেশ্বর তাহাদিগের উপর ঐ সমস্ত মহোচ্চ কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়াছেন, তখন তাহা সুচারুরূপ পরিপালন করণার্থ তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের

জ্ঞান উপার্জ্জন করা তাহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

প্রথমতঃ। যাহাতে আপনার ও সন্তানের শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকে, তাহার উপায় করা জননীর প্রধান কর্ম্ম। সন্তানের শারীরিক প্রকৃতির গুণাগুণ পিতা মাতার শারীরিক প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। অতএব, সন্তানের কল্যাণ উদ্দেশেও, তাহাদিগের স্বীয় শরীর সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। জননী স্বীয় সন্তানের স্নেহ-বন্ধনে, যেমন বদ্ধ থাকেন, এবং যেরূপ অকপট হৃদয়ে একান্ত মনে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করেন, ভূমণ্ডলে তাহার আর দ্বিতীয় উপমা-স্থল নাই। তিনি সন্তানের নিমিত্ত যথার্থই প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু তনয় ও তনয়ার এরূপ একান্ত শুভাভিলাষিণী হইয়াও যে জ্ঞান-বিরহে তাহাদের জীবন-রক্ষণে ও স্বাস্থ্য-সাধনে অসমর্থা হন, এবং তাহাদের নিতান্ত অশুভ-সূচক কর্ম্মকে শুভসূচক জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহা যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণার বিষয়। পরমেশ্বর পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীদিগকে যে সমস্ত ভ্রান্তি-শূন্য স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারা সেই সমুদায়ের বশবর্ত্তী থাকিয়া শাবকগণকে সুচারুরূপে পরিপালন করেন। কিন্তু তিনি যখন মনুষ্যদিগকে সেরূপ অভ্রান্ত সংস্কার প্রদান না করিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণার্থে তদ্বিষয়ক সমুদায় বিদ্যা রীতিমত শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের শরীর সুস্থ

রাখা অপেক্ষা মাতার অধিকতর বাঞ্ছিত ও গুরুতর কর্ত্তব্য আর কি আছে? অতএব, তদর্থে শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা স্ত্রীগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগের ন্যায় তাঁহাদের ঐ উভয় বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক না হউক, কিন্তু শরীরের যে যে অংশ ও যে যে নিয়মের উপর শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে, তদ্বিষয়ের জ্ঞান উপার্জন করা নিতান্ত আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ। শিশু সন্তানদিগকে সুন্দররূপ শিক্ষিত ও বিনীত করা জননীর অন্য একটি প্রধান কার্য্য। যেরূপ শিক্ষিত ও বিনীত করিলে বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় প্রবল হইয়া উঠে এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে শিশুগণকে সেইরূপ শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্ত্তব্য। এই পরম রমণীয় মনোরথ সাধন করিতে হইলে, আমাদের কি কি মনোবৃত্তি আছে, কোন বৃত্তির কিরূপ স্বভাব ও কি প্রয়োজন, তাহাকে প্রবল বা দুর্ব্বল করিতে হইলে কি উপায় কর্ত্তব্য, কোন বিষয় উপস্থিত হইলে কোন বৃত্তি উত্তেজিত হয়, এই সমুদায় বিষয় সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মনোবিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। দিগ্দর্শন ব্যতিরেকে অসীম-প্রায় মহাসমুদ্রে সমুদ্রপোত পরিচালন করা, আর মনোবিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইয়া বালক বালিকাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত করিবার চেষ্টা পাওয়া উভয়ই তুল্য।

তৃতীয়তঃ। শিশুগণ সচরাচর যে সকল বস্তু দেখিতে পায়, মাতাকে সর্ব্বদাই তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। বায়ু বহিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, চন্দ্র ও সূর্য্য উদিত হইতেছে, নক্ষত্র সকল প্রকাশ পাইতেছে ইত্যাদি বিবিধ বিষয় দৃষ্টি করিয়া, তাহারা জননী, পিতামহী, মাতামহী, প্রভৃতিকে সেই সমুদায়ের কারণ সততই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। তাঁহারা এ সমস্ত স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারের কিছুই অবগত নহেন, তদ্বিষয়ে যে সকল প্রগাঢ় সংস্কার তাঁহাদের অন্তঃকরণে আরূঢ় হইয়া রহিয়াছে, শিশুগণকেও তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাতেই, শৈশব কালেই অশেষবিধ কুসংস্কারের মূল লোকের চিত্ত-ভূমিতে রোপিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপার যে সকল শুভকর নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তদর্থে তাঁহাদিগের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, নানাজাতীয় পুরাবৃত্ত ও স্বদেশীয় সামাজিক ব্যবস্থার বিষয় অধ্যয়ন করা বিধেয়। ভুবন-বিখ্যাত নেপোলিয়ন কহিয়া গিয়াছেন, উত্তর কালে সন্তানের সদসৎ চরিত্র উৎপন্ন হওয়া মাতার উপরে সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে।

চতুর্থতঃ। যে সমস্ত শুভকর বিষয় স্ত্রীলোক মাত্রেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহাই এ স্থলে প্রদর্শিত হইল। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের গীত বাদ্যাদি কতকগুলি মনোরঞ্জন গুণ থাকিলে, সংসারাশ্রম অনুপম সুখের আস্পদ হইয়া

উচিত। বোধ হয়, গৃহীর গৃহ এই সমুদায় রমণীয় গুণে বিভূষিত হইবে বলিয়াই, পরমেশ্বরের স্ত্রীজাতিকে সুমধুর স্বর ও সুকোমল কর প্রদান করিয়াছেন। অতএব তাহাদিগকে এই সমস্ত রমণীয় গুণের উপদেশ দেওয়া কল্যাণকর ব্যতিরেকে কদাপি অকল্যাণকর নহে। তাহাদিগের অন্যান্য গুরুতর বিদ্যা অধ্যয়ন করা আবশ্যক বলিয়া এই সমুদায় সুখকর বিষয়ের অনুশীলনে একেবারে ঔদাস্য প্রকাশ করা উচিত নহে।

স্ত্রীগণ এইরূপ সুচারু শিক্ষা লাভ করিলে, ভূমণ্ডলে সুখ ও শোভার পরিসীমা থাকে না। জনসমাজে তাহাদের মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, সন্তান সকল শৈশবকালে উত্তমরূপে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উত্তর কালে পুণ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে এবং বিশুদ্ধ-চরিত্র সুশিক্ষিত পুরুষেরা বিদ্যাবতী গুণবতী অবলাদিগের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ পূর্ব্বক সংসারের সুনির্ম্মল সুখ-প্রবাহ প্রবল করিতে পারেন।

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির কোন্ কোন্ বিদ্যা অধ্যয়ন করা উচিত, তাহার স্থূল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই ক্ষণে শিক্ষা-কার্য্য-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শিশুগণকে বিদ্যা-শিক্ষা দেওয়া যে অত্যন্ত উপকারী ইহা সকলেরই একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম আছে, কিন্তু তাহাদিগকে উপদেশানুরূপ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করানও যে নিতান্ত আবশ্যক এ বিষয়ে অনেকেরই উচিতমত প্রত্যয় জন্মে নাই। জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানানুরূপ-কর্ম্ম-

সাধন অভ্যাস করা উভয়ই শিশুদিগের শিক্ষা-কার্য্যের অন্তর্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী দ্বারা এই উভয় বিষয় সুসিদ্ধ হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শৈশব কাল অবধি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত না হইলে, উত্তর কালে তাহাতে অনুরাগী হওয়া সুকঠিন হয়। মনুষ্য অভ্যাসের দাস। যে বিষয় অভ্যাস করা যায়, তাহাতে প্রবৃত্তি ও পটুতা জন্মে। পাপানুষ্ঠান অভ্যাস করিলে, পুনঃ পুনঃ পাপ-কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়, এবং পুণ্যানুষ্ঠান অভ্যাস করিলে সতত পুণ্য-সাধনে অনুরাগ জন্মে। যদি কোন অন্ধকারময় কারাগারমধ্যে কোন ব্যক্তিকে জন্মাবধি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নিয়ত রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, এবং তথায় তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গ সমুদায় সঞ্চালনের কিছু-মাত্র সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাহাকে তথা হইতে বহির্গত করিয়া জনসমাজে আনয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সে অন্য অন্য লোকের ন্যায় সুস্পষ্ট দেখিতে পায় না, কোন বস্তুর শব্দ শুনিলে, উহা কতদূরে অবস্থিত আছে, তাহা প্রকৃতরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, এবং পদ দ্বারা স্থির ভাবে গমনাগমন করিতে ও হস্ত দ্বারা শ্রমসাধ্য কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় না। ইহার কারণ এই যে, শরীর ও ইন্দ্রিয়, সঞ্চালিত না হইলে, সবল ও কর্ম্মণ্য হয় না, ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বভাবও এইরূপ। তাহারাও প্রকৃত বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পরিচালিত না হইলে, উন্নত, মার্জ্জিত ও কর্ম্মক্ষম হয় না।

যদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল পুনঃ পুনঃ অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের শাসন অতিক্রম করিতে থাকে, তাহা হইলে, তাহারা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে, এবং তাহাদিগকে চরিতার্থ করা অভ্যাস পাইয়া সতত অসৎ কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, বাল্যকালাবধিই অবৈধ পরিত্যাগ ও বৈধ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান অভ্যাস করা মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল জ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত থাকিলে, শিক্ষা-কার্য্যের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইলে, কর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যাস করিতে হয়, তাহা আনুষ্ঠিকী প্রণালী বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। উপদেশ ও অনুষ্ঠান এ উভয়ের অনেক বিশেষ আছে। কোন বিষয় অবগত করাকে উপদেশ কহে, আর সেই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করাকে অনুষ্ঠান বলে। শারীরিক ও মানসিক শক্তি পরিচালন পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তাহা অভ্যাস-গত করা আনুষ্ঠিকী প্রণালীর উদ্দেশ্য। ব্যায়ামবিষয়ক নিয়ম সমুদায় জ্ঞাত করাকে তদ্বিষয়ক উপদেশ বলা যায়, কিন্তু তাহাকে ব্যায়ামের অনুষ্ঠান কহা যায় না। একাদিক্রমে শত বৎসর পর্য্যন্ত এরূপ উপদেশ শ্রবণ করিলেও, ব্যায়াম-শিক্ষার কিছুমাত্র উন্নতি হয় না। তাহা শিক্ষা করিতে হইলে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে হস্ত পদাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ব্যায়াম করিতে হয়। তাহা হইলেই, ব্যায়াম-শিক্ষার উন্নতি হইয়া শরীর সবল হইতে থাকে।

শিশুগণের শারীরিক নিয়ম পরিপালন বিষয়ে যে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা অনেকেই ইহা অবগত আছেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু "শরীর সঞ্চালন করিবে" "পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিবে" ইত্যাকার উপদেশ বচন উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে, সে উপদেশে তাদৃশ ফল দর্শে না। বালক বালিকাদিগের তদনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। এই নিমিত্ত ইয়ুরোপের অন্তর্ব্বর্ত্তী অনেক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া দেন।*

শারীরিক সুস্থতা-লাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়. শরীর সুস্থ না থাকিলে, প্রধান প্রধান মনোবৃত্তিও তেজস্বিনী হইতে পারে না। অতএব, এক্ষণকার বিশুদ্ধ-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রধান পণ্ডিতেরা শিশুগণের শরীর সুস্থ ও সবল করিবার উপায় সাধন করা তাহাদিগের শিক্ষাকার্য্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে জনক জননীর, বিশেষতঃ জননীর যেরূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্যালয়েও প্রশস্ত স্থানে অবস্থিতি, ধৌত-বস্ত্র-পরিধান, বিশুদ্ধ-বায়ু-সেবন, যথানিয়মে শরীর-সঞ্চালন ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ক বলবৎ বিধান থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। শরীর সঞ্চালন না

* সম্প্রতি কলিকাতার প্রধান বিদ্যালয়েও ব্যায়াম-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

করিয়া নিরন্তর অতি প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম করিলে মনও নিস্তেজ হয়, শরীরও ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আইসে। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠিত কোন কোন বিদ্যালয়ে বালকগণের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি থাকা দূরে থাকুক, তদ্বিষয়ে যে প্রকার অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এক্ষণে ভূমণ্ডলে এ সকল বিষয়ে যেরূপ সুযুক্তি-সিদ্ধ সুচারু মত প্রচরিত হইতেছে, তাঁহারা তাহার সংবাদও রাখেন না।

বালকদিগকে বস্তু-বিশেষের স্বভাব ও গুণাগুণ অবগত করাকে তত্তদ্বিষয়ক উপদেশ কহা যায়, আর তাহাদের নিজ বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক সেই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা, পরীক্ষা, শৃঙ্খল-বন্ধন ও ইতর বিশেষ করাকে বুদ্ধি-প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। যখন বালক বালিকারা কোন-বস্তুর বিষয় শিক্ষা করে, তখন যাহাতে তাহারা তাহার আকার প্রকার, লঘুত্ব, গুরুত্ব, কাঠিন্য, কোমলতা, ঘনত্ব, তারল্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে, এবং তাহা কোন দেশে কি রূপে উৎপন্ন হয়, কি প্রকারেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন্ বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার কিরূপ গুণ প্রকাশ পায়, এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান করাই উচিত কল্প। এইরূপ শিক্ষা দান করাই আধুনিকী প্রণালীর উদ্দেশ্য। এরূপ শিক্ষার ফল কেবল উপস্থিত

বিষয় শিক্ষা-মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় ক্রমশঃ উন্নত ও পরিপক্ক হইয়া উত্তর কালে অশেষ উপকার সাধন করিতে থাকে।

ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান এই উভয়েও অনেক বিভিন্নতা আছে। পরমারাধ্য পিতা মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য ইহা বালকদিগকে অবগত করাকে তদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান বলা যায়। এক্ষণে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী সচরাচর প্রচলিত, তদনুসারে বালকেরা গ্রন্থবিশেষ অধ্যয়ন কালে কিছু কিছু হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষকেরা তাহাদিগের তদনুরূপ অনুষ্ঠান বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না। তাহারা পাঠ-স্থানে যে সমস্ত সুধাময় বচন শিক্ষা করে, তথা হইতে বহির্গত হইয়া তাহার নিতান্ত বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব, তাহাদের পরম পরিশুদ্ধ পুণ্যপদবী অবলম্বন করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত পাপানুষ্ঠানেই পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মে। তাহারা বাল্যকালে যে সমস্ত কদভ্যাসপাশে বদ্ধ হয়, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় যে তাহা পরিপক্ক হইয়া উঠিবে ইহাতে সন্দেহ কি? লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল স্বভাবতই প্রবল থাকে, এবং সর্ব্ব স্থানেই স্বীয় স্বীয় বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সতত উত্তেজিত হয়। তাহাদিগকে দমন ব্যতিরেকে কদাপি বর্দ্ধন করিবার নিমিত্তে প্রয়াস পাইতে হয় না। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিষয় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অহরহঃ যত্ন প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিলে, তাহারা নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিদিগকে বলবতী করা অধর্ম্মরূপ মহারোগের যেমন ঔষধ এমন আর কিছুই নহে। যখন কোন সুশীল বালক কোন দীন, অন্ধ, নিরাশ্রয় ব্যক্তির দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে, তখন তাহার উপচিকীর্ষা-বৃত্তি চালিত ও চরিতার্থ হয়। যখন কেহ পরম ভক্তি-ভাজন পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অপার কারুণ্য-স্বরূপের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া ভক্তি-রসে আর্দ্র হইতে থাকে, তখন তাহার ভক্তিপ্রবৃত্তি পর্য্যাপ্ত রূপে চরিতার্থ হয়। যখন কেহ আপনার বা অন্যের অনুষ্ঠিত কোন কর্ম্মের ঔচিত্যানৌচিত্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করে, তখন তাহার ন্যায়পরতা-প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়। অতএব, শিশুগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় মার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া তাহাদিগের হৃদয়-নিকেতন পুণ্যরূপ বিশুদ্ধ সলিলে প্রক্ষালন করিতে হইলে, তাহাদিগকে যেমন জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া উচিত, সেইরূপ পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান সতত অভ্যাস করান আবশ্যক।

বালক বালিকাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে বলবতী তেজস্বিনী করা যেমন আবশ্যক, তাহাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে সংযত করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী করাও সেইরূপ আবশ্যক। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি স্বভাবতই তেজস্বিনী; সর্ব্বদা স্বীয় স্বীয় বিষয় প্রাপ্ত হইলে, উত্তরোত্তর আরও প্রবল হইয়া উঠে। ক্রোধের বিষয় উপস্থিত হইলেই ক্রোধের উদয় হয়, এবং লোভের

সামগ্রী প্রত্যক্ষ হইলেই লোভের সঞ্চার হয়। অতএব, যে সমস্ত বিষয় দ্বারা দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে, বালক বালিকাদিগকে তৎসন্নিধানে স্থাপিত করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে, এবং যে সকল লোক সে সকল বিষয়ে বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রদর্শন না করিয়া কথা-প্রসঙ্গে আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদিগেরও সহিত সহবাস করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। যেরূপ কথাবার্ত্তায় সে সকল বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতে পারে, শিশুগণের সমীপে তাহাই উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।

যেমন, নির্ম্মল জলের সহিত দুর্গন্ধ বস্তু মিশ্রিত হইলে, সে জলও দুর্গন্ধ হয় সেইরূপ, দুর্জ্জনের সহিত সতত সংসর্গ করিলে সাধু জনেরাও অসাধু ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব সন্তানদিগকে অধর্ম্ম-পরায়ণ অশান্ত ব্যক্তিদিগের এবং দুর্ব্বিনীত দুঃশীল বালকদিগের সহিত সহবাস করিতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে, প্রত্যুত সর্ব্বদা সজ্জনদিগের সংসর্গে রাখাই বিধেয়। যে বালক ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অশান্ত লোকের সম্প্রদায়ে নিয়ত অবস্থিতি করে, আর যে বালক সচ্চরিত্র-সাধু-মণ্ডলীতে থাকিয়া রীতি নীতি শিক্ষা করে, এ উভয়ের চরিত্র পরস্পর বিরুদ্ধ বিভিন্ন হয় তাহার সন্দেহ নাই। যে স্থানে পুণ্যরূপ পবিত্র সমীরণ সতত সঞ্চরণ করিতেছে, জ্ঞানস্বরূপ সুধাময়ী নদীর সুললিত লহরী-শ্রেণী সর্ব্বদা সমুত্থিত হইতেছে, এবং সুদুর্লভ সন্তোষ-সুধা অবিরত নিঃসৃত হইয়া পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করিতেছে, সেই স্থানে শিশু সন্তানগণকে স্থাপন করাই

শ্রেয়ঃসম্পৎ। কিন্তু অবনিমণ্ডলে এরূপ রমণীয় স্থান ও এতাদৃশ সুখাবহ সংসর্গ দুর্লভ সম্পত্তি। এই উভয় লাভার্থে অপরসাধারণ সকলকে সুশিক্ষিত ও সুবিনীত করিবার উপায় করা মনুষ্যের এক প্রধান কর্তব্য কর্ম। কত দিনে আমাদিগের এই গুরুতর ধর্মে দৃঢ়তর প্রতীতি জন্মিবে তাহা কে বলিতে পারে?

শিশুগণ যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখে, সেইরূপ শিক্ষা করে, সেইরূপ কর্ম করে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সেইরূপ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, গুরুজনদিগের যেরূপ আচরণ দেখিতে পায়, তাহাদের সেইরূপ প্রবৃত্তি জন্মান সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব। অতএব, বালক বালিকাদিগকে সুশীল সচ্চরিত্র করিতে হইলে, জনক জননী ও শিক্ষাগুরুকেও সেইরূপ হইতে হয়। যাঁহারা পাপ-পঙ্কে পতিত হইয়া পরিলুণ্ঠিত হইতেছেন, তাঁহাদের কথা কি কহিব? তাঁহারা স্বীয় সন্তানগণের যত অকল্যাণ উৎপাদন করিতেছেন, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে অন্য কাহারও কর্তৃক এত হইবার সম্ভাবনা নাই। দুর্বাক্য-কথন, অশিষ্টাচরণ, ভৃত্যাদিকে প্রহার-বন্ধন, শিশুগণকে শারীরিক-দণ্ড-প্রদান ইত্যাদি কতকগুলি কুরীতিও অশেষ অনর্থের হেতু। যে সমস্ত শিশু সতত এই সকল কুব্যবহার প্রত্যক্ষ করে তাহাদের করুণা-রসাভিষিক্ত সুকুমার ভাবের তিরোভাব হইয়া ক্রমশঃ উগ্র ভাবেরই আবির্ভাব হয়। শিশুগণকে কটু বাক্য বলা, প্রচণ্ডরূপ তাড়না ও ভর্ৎসনা করা এবং শারীরিক দণ্ড প্রদান করা অনিষ্টকর ব্যতিরেকে কদাপি ইষ্টকর

নহে। তদ্দ্বারা তাহাদের কেবল ক্রোধাদি রিপুই প্রবল হইতে থাকে। যাঁহার এমন অভিলাষ থাকে সন্তান সকল শিষ্ট, শান্ত, দয়ালু ও ন্যায়বান্ হউক, তাঁহাকেও তাহাদের সমক্ষে সতত তদনুরূপ আচরণ প্রকাশ করিতে হইবে। পিতা মাতাকে সর্ব্বদা রাগ, দ্বেষ, বিবাদ, কলহ ও অন্যান্য কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিলে, সন্তানদিগেরও সেই সকল দোষ ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত ও আবির্ভূত হইতে থাকে। অতএব, তাহাদিগকে সুমধুর মৃদু বচনে সংযুক্তি-সিদ্ধ উপদেশ দেওয়াই উচিত; ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের ক্রোধ-রিপুর উত্তেজনা করা কর্ত্তব্য নহে। যে গৃহ ও যে বিদ্যালয় শান্তি ও সন্তোষের আলয়রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই শিশু সন্তানগণের অবস্থিতির উপযুক্ত স্থান। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! এমন গৃহও দুর্লভ, এমন বিদ্যালয়ও দুষ্প্রাপ্য।

অষ্টম অধ্যায়।

এক্ষণে শিক্ষা-প্রণালী ও বিদ্যালয়-সংস্থাপন বিষয়ে কিঞ্চিৎ না লিখিয়া শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব শেষ করা যায় না। শিক্ষা-দান যেমন গুরুতর বিষয়, তাহা সম্পন্ন করা তদনুরূপ কঠিন কার্য্য। অধ্যাপনার রীতি পদ্ধতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত থাকাতেই অদ্যাপি মনুষ্যের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। এ বিষয়ের উচিতমত উন্নতি হইলে, জনসমাজে পাপ, তাপ, রোগ ও দারিদ্র্যের বিস্তর লাঘব হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই গুরুতর বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতে হয়। এ স্থলে বাঙ্গলা-ভয়ে তৎসংক্রান্ত কয়েকটি স্থূল কথামাত্র লিখিত হইতেছে।

বালক ভূমিষ্ঠ হইবার পর ক্ষণ অবধিই শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করে। তাহার সুকোমল নেত্র নিমিষে নিমিষে অশেষবিধ অদ্ভুত বস্তু দর্শন করে, এবং তাহার সুকুমার কর্ণ প্রতিক্ষণে গুরু লঘু, মধুর, কর্কশ, বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিতে থাকে। তাহার শরীর যেমন চন্দ্রকলা-বৃদ্ধির ন্যায় দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়, মনোবৃত্তি সকলও সেইরূপ দিন দিন বর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত হইতে থাকে। অতএব, নিতান্ত শৈশব-কালাবধিই শিশুদিগের অন্তঃ-

করণকে উচিত পথে নিয়োজিত ও বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে প্রথমাবধি বিনীত না করিলে; পরিশেষে বিনীত করা সুকঠিন হইয়া উঠে। তাহাদিগের দুই বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাতা ভিন্ন অন্য কাহারও বশীভূত হওয়া সম্ভবে না। তৎকালে কেবল স্নেহময়ী জননীই হৃদয়-নন্দন স্বীয় নন্দন ও নন্দিনীগণকে অবলীলাক্রমে শিক্ষিত ও বিনীত করিতে পারেন। তখন তিনিই তাহাদের শিক্ষা-গুরু ও তাঁহার সুকুমার ক্রোড়ই তাহাদের সুচারু শিক্ষা-স্থান। যাহাতে তাহারা সুস্থ, স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল-চিত্ত থাকে, নানাপ্রকার প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থ চিনিতে ও সেই সকলের গুণাগুণ জানিতে পারে, কীট পতঙ্গাদি ইতর জন্তুদিগের ক্লেশোৎপাদনে ও প্রাণ-সংহার-করণে পরাঙ্মুখ হয় এবং ঈর্ষ্যাদি রিপুর বশীভূত না হইয়া অন্যান্য শিশুগণের সহিত সৌহৃদ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমাবধি তাহাই সাধন করা জননীর অবশ্য কর্ত্তব্য, গুরুতর কর্ম্ম। অন্ততঃ দুই বৎসর পর্য্যন্ত শিশু-সন্তান-গণের এইরূপ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাকেই অর্শে। তিনি তাহাদের স্বভাব-বৃক্ষের বীজ যেরূপ অঙ্কুরিত করিতে পারিবেন, উত্তর কালে তাহা হইতে তদনুরূপ বৃক্ষই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

সন্তানের বয়ঃক্রম দুই বৎসর অতীত হইলে, শিশু-গণের শিক্ষোপযোগী কোন বিদ্যালয়ে তাহাকে অধ্যয়-নার্থ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দেশে কুত্রাপি এরূপ বিদ্যা-লয় বিদ্যমান নাই অতএব তাহার কিরূপ ব্যবস্থা করিতে

হয়, অনেকেই অবগত নহেন। এরূপ শিশুশিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করা সুকঠিন কর্ম। এতাদৃশ অল্পবয়স্ক শিশু-গণকে শিক্ষা দান করা অতি দুরূহ কার্য। যাহাতে শিশুগণ শিক্ষা-স্থানকে ক্রীড়া-স্থান ও শিক্ষা-কার্যকে আমোদের কার্য বলিয়া বোধ করে, তাহার উপায় করা আবশ্যক। শিশু-শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা ও শিক্ষা-প্রণা-লীর সবিস্তর বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব তদ্বিষয়ের কেবল কতিপয় স্থূল স্থূল নিয়মমাত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১।—পাঠগৃহ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত কর উচিত, এবং যাহাতে তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। সুনির্ম্মল-বায়ু-সেবন, শরীর-সঞ্চা-লন ও অঙ্গ-পরিমার্জ্জন, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রক্ষালন ও পরিষ্কৃত-করণ, এই সমুদায় বিষয় সাধন করা যে অত্যন্ত হিতকারী ও নিতান্ত আবশ্যক, ইহা শিশুগণের হৃদয়-ঙ্গম করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

২।—যাহাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণে সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হয়, এবং সমুদায় অশুদ্ধ বিষয়ে বিরাগ জন্মে, শিক্ষালয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েরই সেইরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য। এ নিমিত্ত, তাহাদের ক্রীড়া-ভূমি সুপরিষ্কৃত পরিপাটী করা এবং তাহার প্রান্তভাগ সুন্দর সুন্দর পুষ্প-বৃক্ষে সুশোভিত করা শ্রেয়স্কর। তাহারা তাহার শোভা দেখিয়া সতত প্রফুল্ল থাকিতে পারে, সুতরাং তাহাদের অন্তঃকরণের বৃত্তি সমুদায় উত্তরোত্তর স্ফুরিত ও বিশোধিত হইতে থাকে।

৩।—যেরূপ ক্রীড়ায় হস্ত-পদাদি অঙ্গ সমুদায় সঞ্চা-লিত হইয়া বল-বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাদের সেইরূপ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বিধেয়। বায়ু-সঞ্চার-বিশিষ্ট অনাবৃত স্থানই তাহাদের ক্রীড়ার মুখ্য স্থান।

৪।—বয়োবৃদ্ধি হইলে নানাপ্রকার লোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, বিদ্যালয়েই তাহা অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। অতএব, শিশু-শিক্ষালয়ের ছাত্র-সংখ্যা নিতান্ত অল্প হওয়া বিহিত নহে। পঞ্চাশের ন্যূন ও এক শতের অধিক না হইলেই ভাল।

৫।—তাহারা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, শিক্ষকেরা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, এবং যৎকালে তাহারা একত্র মিলিত হইয়া ক্রীড়া ও কথোপকথন করিবে, শিক্ষকেরা তাহাদের সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ অবস্থিতি করিয়া তৎসমুদায় দর্শন ও শ্রবণ করিবেন, এবং তাহারা দোষ করিলে এক সময়ে শোধন করিয়া দিবেন।

৬।—শিক্ষাগুরু শিশুগণের প্রতি সতত স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য ও প্রসন্নভাব প্রকাশ করিবেন, এবং স্বীয় মনের সমধিক স্ফূর্ত্তিভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মনোবৃত্তি সমুদায় সতেজ করিয়া রাখিবেন, অথচ তাহারা যাহাতে অবাধ্য না হয়, এইরূপ করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

৭।—শিশুগণ কীটপতঙ্গাদি দেখিলে তাহা ধৃত করিয়া নষ্ট করে ইহাতে তাহাদিগের নির্দ্দয়াচরণ করা ক্রমশঃ অভ্যাস পাইয়া যায়। অতএব, প্রযত্ন পূর্ব্বক এ বিষয়ের

প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। জীবজন্তুকে যাতনা দেওয়া যে বিষম বিগর্হিত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ক্রিয়া এ বিষয়ে তাহাদের প্রতীতি জন্মাইয়া, এবং কোন কোন পালিত পশুর প্রতি সতত সদয় ব্যবহার অভ্যাস করাইয়া, তাহাদের ঐ পাপাঙ্কুর সমূলে উন্মূলন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৮।—শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা, ন্যায়, সত্য, সারল্য, বাৎসল্য, ঔদার্য্যভাব এই সমস্ত বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে শিশুগণকে অবিশ্রান্ত উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা, প্রতারণা, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, খলতা, কপটতা, ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা, অশ্লীলতা এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অবৈধ ব্যবহার সম্যক্‌রূপ দমন করা আবশ্যক। কোন শিশু কোন বিষয়ে উক্তরূপ অনুচিত আচরণ করিলে, তাহার শাসন না করিয়া নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত নহে। অপরাধের সমাধ্যায়ী বালক দ্বারা তাহার দোষাদোষ বিচার করাইয়া, তাহাকে লজ্জিত ও তিরস্কৃত করিয়া, তাহাতে নিরস্ত করা কর্ত্তব্য। শিক্ষাগুরুকে বিচারকর্ত্তা হইয়া, ও বালকদিগকে জুরি অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ স্বরূপ করিয়া, এ বিষয়ের বিচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহা হইলে, দোষী বালক যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ও লজ্জা পাইয়া নিবৃত্ত হইতে পারে, এবং অপরাপর বালকগণেরও ন্যায়পরতার উন্নতি হইয়া অধর্ম্মাচরণে অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। তাহা হইলে, ন্যায়, সত্য ও দয়া শিশুশিক্ষালয়ের সুস্পষ্ট লক্ষণ স্বরূপ হইবে, এবং তথায় পুণ্যস্বরূপ সমীরণ সতত সঞ্চরণ করিতে থাকিবে।

৯।—ভূতের ভয়, ডাইনের আশঙ্কা, অমূলক অলক্ষণ ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের কুসংস্কার জনসমাজে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যাহাতে এই সমস্ত ভ্রমাঙ্কুর শিশুগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে বদ্ধ-মূল না হইতে পারে উপদেশ দ্বারা এবং কথাপ্রসঙ্গে এ সকল বিষয়ে অনাদর ও উপহাস প্রকাশ দ্বারা তাহার উপায় করা আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয়ের আশঙ্কা অন্তঃকরণে এক বার প্রবিষ্ট হইলে, নিঃশেষে নিষ্কাশিত করা সুকঠিন হইয়া উঠে।

১০।—শিশুগণের শারীরিক শক্তি বর্দ্ধন ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা করা বিধেয়, তাহার কতিপয় উদাহরণমাত্র প্রদর্শিত হইল। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালন-বিষয়েও সমধিক যত্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বাগ্রে সতেজ ও কর্ম্মণ্য হয়। অতএব যদি নানাবিধ স্বভাব-জাত ও শিল্প-জাত বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহা-দিগকে দেখান ও তত্ত্বিষয় শিক্ষা করান যায়, তাহা হইলে তাহারা অতি অল্প সময়ে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। প্রথমে অক্ষর ও শব্দ শিক্ষা করান অপেক্ষায় চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রকৃত পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ ও শিক্ষা করান যে অধিক উপকারী, ইহা একণে নিঃসন্দেহ অবধারিত হইয়াছে। শিশুগণ বর্ণ ও শব্দ শিক্ষায় কোন রূপেই অনুরক্ত নহে, কিন্তু বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল, মূল, পুষ্প, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, মৃণ্ময় ধাতুময় পাষাণময় ও চিত্রময় প্রতিরূপ ইত্যাদি

প্রাকৃত পদার্থ সমুদায় দর্শন ও তত্ত্ববিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অতিমাত্র আগ্রহ ও সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব, বিদ্যালয়ে পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ সজীব নির্জীব এবং দুর্লভ সামগ্রী সকলের অস্তময় প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রময় প্রতিরূপ সঙ্কলন করিয়া রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শিশুগণকে সর্ব্বাগ্রে কেবল শব্দশিক্ষায় নিযুক্ত না করিয়া সুপ্রণালী ক্রমে সেই সকল বস্তুর আকার, প্রকার, গুণাগুণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহারা প্রফুল্ল মনে অল্প কালে অশেষ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এবং সেই সঞ্চিত জ্ঞান উত্তর কালে অশেষবিধ প্রগাঢ় বিদ্যার অনুশীলন বিষয়েও বিশিষ্টরূপ উপকারী হইতে পারে। শিশুগণ নিত্য নিত্য নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে ভাল বাসে, অতএব, সুকৌশলসম্পন্ন সদুপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের উদ্দীপ্ত কৌতুহল চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাদিগকে একবারে এক ঘণ্টা অপেক্ষায় অধিক সময় পাঠ শিক্ষায় নিযুক্ত রাখা উচিত নহে। নানাপ্রকার বস্তুর গুণ, বহুবিধ পশুপক্ষ্যাদির স্বভাব, দেশনগরাদির নাম, কিছু কিছু অঙ্ক, রেখা-গণিত-সংক্রান্ত ক্ষেত্র সমুদায়ের আকার, অল্প অল্প ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক প্রস্তাব, এতাদৃশমাত্র শিশু-শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

এরূপ শিশু-শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করা সহজ বিষয় নহে; অনেকানেক অসাধারণ গুণ অপেক্ষা করে। যিনি স্বয়ং অশেষবিধ বাস্তবিক

বিষয় সুন্দররূপ শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাহা অবলীলাক্রমে অনভিজ্ঞ বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন; যিনি শান্ত, সদয়, ক্ষমাবান, ধৈর্য্যবান্, মধুরভাষী, এবং সতত হৃষ্টান্তঃকরণ ও প্রসন্ন-বদন; যিনি শিশুগণের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রকাশ ও বয়স্যের ন্যায় সদ্ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদের প্রীতির আস্পদ ও শ্রদ্ধার ভাজন হইতে পারেন, এবং যিনি পাঠ-শিক্ষ বিষয়ে তাহাদের অন্তঃকরণ আকর্ষণ ও তাহাদের মনোবৃত্তি সকল সৎপথে সঞ্চালন করিবার সুন্দর কৌশল অবগত আছেন, তিনিই শিশুশিক্ষালয়ের শিক্ষকতা-পদে অধিরূঢ় হইবার উপযুক্ত পাত্র। রীতি-মত শিক্ষা না করিলে, শিক্ষকতা-কার্য্যে সুদক্ষ হওয়া যায় না। অতএব, তদ্বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্তে এক স্বতন্ত্র শিক্ষা-স্থান সংস্থাপন করা আবশ্যক। যাঁহারা তথায় শিক্ষকতাকার্য্য শিক্ষা করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে।

শিশুগণ ৬। ৭ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুশিক্ষালয়ে শিক্ষিত হইলে, তাহাদিগকে তদপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর এরূপ কোন বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা উচিত যে, তথায় ১৪। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অবস্থিত হইয়া অপেক্ষাকৃত গুরুতর বিষয় সমুদায় অধ্যয়ন করিতে পারে। জ্ঞানের উন্নতি ও জ্ঞানশিক্ষায় অনুরাগ উৎপন্ন হওয়া শিক্ষাস্থানের পারিপাট্যের উপর কিছির নির্ভর করে। অতএব, শিশুশিক্ষালয়ের ন্যায় এরূপ বিদ্যালয়ও

প্রশস্ত স্থানে নির্ম্মাণ করিয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা বিধেয়। পাঠগৃহ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ডের যেরূপ পরিপাটী হইলে, বালকগণের চিত্তরঞ্জন ও শিক্ষানুকূল হইতে পারে, সেইরূপ করাই বিধেয়। ঐ পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ড সুন্দর পথ ও মনোহররক্ষ-শ্রেণিতে সুশোভিত করা এবং স্থানে স্থানে বৃক্ষলতাদি প্রণালীবদ্ধ করিয়া উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষার উপযোগী করিয়া রাখা আবশ্যক। যদি উল্লিখিত প্রমোদকর পথের মধ্যে মধ্যে নিবিড় স্থান ও পরিষ্কৃত আসন প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে, বালকেরা সময়ে সময়ে সেই পথে ভ্রমণ ও উপবেশন পুরঃসর অশেষবিধ বোধজনক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া পুলকিত হইতে পারে। তাহারা যদি এমন রম্য স্থানে সুনিপুণ শিক্ষক সন্নিধানে সুপ্রণালীক্রমে শিক্ষা করিতে পায়, তাহা হইলে, বিদ্যালয়ের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাহা পরম সুখকর সুরম্য স্থান জ্ঞান করে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল সুখকর কেন! উল্লিখিত প্রকৃষ্ট পদবী সমুদায়কে ছাত্রগণের শিক্ষাসাধন ও চরিত্রশোধনের বিলক্ষণ উপযোগী করা যাইতে পারে। যদি ঐ পথের মধ্যে সক্রেটিস, বেকন, নিউটন, ফাঙ্কলিন, পাস্কেল, ওয়াশিংটন, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, রামমোহন রায় প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মহাত্মাদিগের বিশেষতঃ যাঁহারা প্রথম বয়সেই জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষরূপ যশোভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি স্থানে স্থানে স্থাপন করা যায়,

এবং মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠফলক রোপণ করিয়া পরমার্থ-ঘটিত ও সুনীতিসূচক নীতিসার ও পদার্থবিদ্যাদি বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তিত কথা সকল খোদিত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে, ঐ সমুদায় বিষয় বালকদিগের নেত্রপথে সতত পতিত হইয়া নিরন্তর স্মরণারূঢ় থাকে, এবং শিক্ষকেরাও সময়ে সময়ে সেই সমুদায়ের তাৎপর্য্য, বিবরণ ও পূর্ব্বোল্লিখিত মহানুভাব ব্যক্তিদিগের সচ্চরিত্র ও সদ্বিদ্যার বিষয় বর্ণন করিয়া ছাত্রগণের দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

অপর সাধারণ সকলের কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, সেই সকল বিষয় বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত যে সমস্ত উপকরণ আবশ্যক, তাহা সঙ্কলন করিয়া বিদ্যালয়ে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, তাপমান, বাত-নির্ব্বাণ, দিগদর্শন প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র সংগ্রহ করিয়া এবং বাষ্পীয় যন্ত্র, বায়ুযন্ত্র, বারিযন্ত্র প্রভৃতির প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক। প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জীবিত অথবা মৃত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জন্তু, নানা-দেশীয় নানাবিধ বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্জ, ও স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পারদ, লৌহ, সীসক, গন্ধক, প্লাটিনম প্রভৃতি যাবতীয় প্রকার আকরজাত বস্তু, সঙ্কলন করিয়া রাখা বিধেয়। যে সমস্ত উদ্ভিজ্জ ও জন্তু আহরণ করা

অসাধ্য বোধ হয়, তাহার চিত্রময় প্রতিরূপ রাখাও শ্রেয়স্কর।

বালকেরা স্বভাব-জাত ও শিল্প-জাত যে সমস্ত স্থাবর বস্তুর বিষয় শিক্ষা করে, তাহার সুন্দর সুন্দর চিত্রময় প্রতিরূপ সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, দ্বীপ, হ্রদ, গুহা, আগ্নেয় গিরি, জল-প্রপাত, উষ্ণ প্রস্রবণ, সমুদ্রোপরিস্থ বরফরাশি, বরফ-পরিপূর্ণ ক্ষেত্র, বৃক্ষাদি-বিশিষ্ট সুদৃশ্য ভূমিখণ্ড, গ্রাম, নগর সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তি-স্তম্ভ, প্রধান প্রধান রাজ-কার্য্যালয়, প্রধান প্রধান শিল্পাগার ইত্যাদি শিল্পোদ্ভূত ও স্বভাবোৎপন্ন যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিরূপ ও নানা দেশের উত্তমোত্তম চিত্রময় ভঙ্গীও প্রস্তুত করিয়া রাখা বিধেয়। এই সমস্ত পরম শোভাকর প্রতিরূপ গৃহের ভিত্তিতে চতুর্দ্দিকে সুসজ্জীভূত করিয়া রাখিলে, বালকবালিকাগণ সেই সমুদায় সতত দর্শন করিয়া তত্তৎসংক্রান্ত কত বিষয়ই সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারে, এবং সে সকল প্রসঙ্গ ও পর্য্যালোচনা করিয়া অহরহঃ কতই না আহ্লাদিত হইতে পারে। একপ্রকার কাচ-নির্ম্মিত যন্ত্র আছে, তদ্দ্বারা দৃষ্টি করিলে, চিত্রস্থ বস্তু প্রকৃত বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বালকগণকে সেই যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করাইলে, তাহারা জ্ঞানামৃতরস-সংবলিত অপর্য্যাপ্ত আনন্দ-সুধা পান করিতে থাকে।

এক্ষণে জর্ম্মনি ও আমেরিকা বিদ্যা-প্রচার বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কৃষক, শিল্পকর প্রভৃতি অপর সাধারণ সকলেই বিদ্যারূপ পীযূষ পানে সমর্থ

হয়, এই উদ্দেশে তত্তদ্দেশের শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে। জর্ম্মনির অন্তঃপাতী প্রুশিয়া দেশের প্রথম শিক্ষোপযোগী বিদ্যালয়েও পরমার্থ ও ধর্ম্মনীতি, রেখাগণিত ও পাটীগণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, চিত্রবিদ্যা, হস্তলিপি, সঙ্গীত, কিছু কিছু শিল্পকার্য্য ও ব্যায়াম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কোন বিদ্যানুরাগী সুপণ্ডিত ব্যক্তি জর্ম্মনি-দেশীয় কতকগুলি বিদ্যালয়ের * শিক্ষা-কার্য্য বিষয়ে জর্জ্জ কুম্ব সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার অন্তর্গত একটি বিষয়ের স্থূলার্থ প্রকাশ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

"তথাকার ছাত্রেরা শিক্ষাগুরুকে ভয়ের বিষয় জ্ঞান করে না, প্রত্যুত, মিত্রস্বরূপ বোধ করে। তিনি তাহাদিগকে প্রায় প্রতিপক্ষেই এক-বার করিয়া কোন নিকটবর্ত্তী শিল্পাগারে লইয়া যান। তাহারা তথায় উপস্থিত সমস্ত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখে, এবং তথাকার যন্ত্র দ্বারা কিরূপে কোন্ বস্তু প্রস্তুত ও কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, যন্ত্রাধ্যক্ষেরা পরম পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই সমুদায় সবিশেষ অবগত করেন। যদি তাহারা কাগজের কল দেখিতে যায়, তাহা হইলে চীর সমুদায় প্রথমে কিরূপ থাকে, কি প্রকারে তাহা কর্ত্তন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে হয়, কোন্

* সে সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দিবারাত্র বিদ্যালয়েই অবস্থিতি করে, প্রত্যহ গৃহে যায় না।

যন্ত্র দ্বারা কি রূপে তাহার মণ্ড প্রস্তুত হয়, কি রূপে কাগজ প্রস্তুত ও তাহার আকার ও আয়তন নির্দ্ধারিত হয়, ইত্যাদি তৎসংক্রান্ত সমুদায় ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়া বুঝিতে থাকে। অনন্তর বিদ্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদিগকে সেই শিল্পাগার ও তৎসম্বন্ধীয় সমুদায় কার্য্যের বৃত্তান্ত লিখিতে হয়, এবং তথায় যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাও বিবরণ করিতে হয়।

"গ্রীষ্মকালে শিক্ষাগুরু স্বীয় ছাত্রদিগকে সমভি-ব্যাহারে করিয়া দুই, তিন, অথবা চারি সপ্তাহের নিমিত্ত পদব্রজে দেশ ভ্রমণ করিতে যান। চলিতে চলিতে যে স্থানে যত প্রকার কৌতুহলজনক বিষয় দেখিতে পান, তাহাই ছাত্রদিগকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং যে পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহার উভয় পার্শ্বে ইতস্ততঃ গমন পূর্ব্বক অনতিদূরবর্ত্তী সমস্ত শিল্পাগার, পুরাতন দুর্গ ও দর্শনোপযুক্ত অন্যান্য বস্তু দর্শন করান। তাহারা ধাতু, উদ্ভিদ ও পতঙ্গ সমুদায় সংগ্রহ করিতে করিতে গমন করে। উহারা তাহা-দিগের বিশ্বকার্য্যের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য প্রতীতি করাও অভ্যাস পাইতে থাকে। যদি হার্টসমাযক রত্নখনি বিশিষ্ট পর্ব্বতময় প্রদেশ পর্য্যটন করিতে যায়, তাহা হইলে আকরমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ধাতুখননের রীতি, পদ্ধতি দৃষ্টি করে, এবং তথায় বায়ু সঞ্চার ও জল নিঃসরণের যেরূপ কৌশল নিরূপিত আছে, তাহাও নিরীক্ষণ করিয়া দেখে। তদনন্তর তথা হইতে ধরাতলে উত্থিত হইয়া আকর হইতে ধাতু উত্তোলন ও বিশুদ্ধ

করণের রীতি শিক্ষা করে, এবং কি রূপে রৌপ্য দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত হয় তাহাও অবগত হইতে থাকে।

"তাহারা এই সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত হইলে পর, হয় ত লোহার কর্ম্ম দৃষ্টি করিতে যায়। সেখানে অশেষ পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। অগ্নিস্থান, নানাবিধ ভস্ত্রা, লোহা ঢালিবার ও তৌল করিবার রীতি এই সমুদায় বিষয় তাহাদিগকে দর্শন করান ও সম্যক্ রূপে শিক্ষা করান হয়। এইরূপ, শিক্ষাগুরু তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, যে যে স্থানে লবণের কর্ম্ম হইয়া থাকে, এবং কাচ, ক্ষার, চীনের বাসন ও তাদৃশ অন্যান্য সামগ্রী রসায়নবিদ্যা বিধানানুসারে প্রস্তুত হয়, তথায় লইয়া যান। যদি নিকটে ধাতুদ্রব্য মিশ্রিত কোন প্রস্রবণ থাকে, তবে সেখানেও তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তদীয় জলের স্বভাব ও গুণের বিষয় উপদেশ দিয়া থাকেন। এই রূপে তাহাদিগের জ্ঞানোন্নতি সাধনের যত সুবিধা হইতে পারে; কিছুতেই তিনি ত্রুটি করেন না।

"এইরূপ পর্য্যটন করাতে কেবল তাহাদের মনেরই উন্নতি সাধন হয়, এমত নহে, শরীরও দৃঢ় এবং বর্দ্ধিত হয়। তাহাদিগকে সত্বর লইয়া একেবারে অধিক দূর গমন করিতে হয় না, সুতরাং শ্রান্তি বোধ হয় না।

"দেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বিদ্যালয়ে প্রত্যাগমন করিলে পর, ছাত্রদিগকে ভ্রমণের সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। যে যে স্থান ভ্রমণ করা হইয়াছে তাহার কিরূপ স্বভাব, তথায় কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কি কি আকরীয়,

বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, কি কি শিল্পকর্ম্ম প্রচলিত আছে, এই সমুদায়ের বিবরণ করিতে হয়। তাহারা এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিলে পর, শিক্ষক তাহা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দেন। তাহারা যে সমস্ত উদ্ভিদ্ ও আকরীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহা তাহাদের বিদ্যালয়ের পাঠ-শিক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকল ছাত্র ভূগোল, জ্যোতিষ, রেখাগণিত, ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক ও ফরাশিশ ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। তাহারা জ্যোতিষ বিষয়ে কেবল চন্দ্রের দূরত্ব, পৃথিবীর ব্যাস ও বার্ষিক গতি ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া নিরস্ত থাকে না, নক্ষত্রগণের ব্যবস্থাও শিক্ষা করে। তাহাদিগকে রেখাগণিত-সংক্রান্ত যে সমস্ত আকৃতির বিষয় আলোচনা করিতে হয়, কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ডের সেইরূপ আকৃতি করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া হয়। যাহারা আপনা হইতে লাটিন ভাষা শিক্ষায় বিশিষ্টরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে তাহাও উপদেশ দেওয়া হয়। বালকদিগের ব্যায়াম-শিক্ষার্থে উদ্যানমধ্যে কতকগুলি কাষ্ঠময় স্তুপ নিহিত থাকে। শিক্ষকেরা তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।”

যে সকল বালক বিদ্যা-শিক্ষায় প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই এইরূপ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ৮। ৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তথায় পাঠারম্ভ করে, এবং পূর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ১৪। ১৫ বৎসরের সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যায়। তন্মধ্যে যাঁহাদের

বিদ্যা বিষয়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের বাসনা আছে, তাঁহারা তথা হইতে অন্য অন্য উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকেন।

পাঠ্য পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে স্থূল স্থূল দুই একটি কথা মাত্রের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। শিক্ষাকার্য্যসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও অদ্যাপি অনেক দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বালকগণ, যেপ্রকার পুস্তক পাঠ করিলে, প্রথমাবধি বিশ্বাধিপের বিশ্বকার্য্য-সম্বন্ধীয় নানা-বিধ বাস্তবিক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরম কল্যাণকর নিয়ম-প্রণালীর বিষয় ক্রমে ক্রমে অবগত হইতে পারে, তাহাই রচিত ও সঙ্কলিত করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক প্রস্তুতীকরণ বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি নিয়মে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১।—যে পুস্তক যেপ্রকার ছাত্রদিগের পাঠার্থে প্রস্তুত হয়, তাহার অন্তর্গত প্রস্তাব সকল তাহাদিগের বোধ-সুলভ হওয়া আবশ্যক।

২।—যে প্রস্তাব পাঠ করিলে, কোন না কোন হিত-কারী বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই নিবেশিত করা কর্ত্তব্য।

৩।—যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিলে ধর্ম্মে অনুরক্তি ও অধর্ম্মে বিরক্তি জন্মিতে পারে, তাহাই সঙ্কলন করা কর্ত্তব্য। আর যে বিষয় পাঠ করিলে, লোভ, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, যুযুৎসাদির উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা, তাহা শিক্ষোপযোগী সমুদায় পুস্তক হইতে নিঃশেষে নিষ্কা-

শিত করা বিধেয়। অনেকানেক ইতিহাস-পুস্তকে সীজর, আলেগজাণ্ডর, বোনাপার্ট প্রভৃতি যুদ্ধোন্মত্ত অভুহস্তার নরবৈরীদিগের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা পাঠ করিলে, তাহাদিগকে মহানুভাব অসামান্য মনুষ্য বোধ হয়, তাহাদিগের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে, এবং তাহাদিগের চরিত্রের অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়। এরূপ বিখ্যাত বীর-গণের চরিত্রের যেরূপ বর্ণনা করিলে, তাহা পাঠ করিয়া মনোমধ্যে লোভ, দ্বেষ, যুযুৎসাদি সঞ্চারিত না হয়, বরং সে সকল বিষয়ে অপ্রবৃত্তি ও অশ্রদ্ধা জন্মে, সেইরূপ করাই বিধেয়।

৪।—এই সকল পুস্তকে ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত ও বিশ্ব-পতির বিশ্বকার্য্য-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বাস্তবিক বিবরই অধিক নিবেশিত করা উচিত। অকিঞ্চিৎকর অবাস্তবিক আখ্যান একেবারেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শিশুগণের শিক্ষোপযোগী পুস্তকে মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি ঘটিত কল্পিত কথা রচনা করিবার রীতি সর্ব্ব প্রকারেই দূষণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ সকল অযথার্থ আখ্যান অধ্যয়ন দ্বারা অশেষ প্রকার কুসংস্কার বালক-গণের চিত্তভূমিতে বদ্ধমূল হইতে পারে। আর ইহাতে যত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হয়, তৎসমুদায় অকাল্পনিক হিতকারী বিষয় সংক্রান্ত সহজ সহজ প্রস্তাব পাঠে নিয়োজিত হইলে, সমধিক উপকার দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই।

শিক্ষোপযোগী পুস্তক রচনা বিষয়ে

সূত্রচতুষ্টয়মাত্র লিখিত হইল। কোন্ গ্রন্থ কি রূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়ে। ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে এ বিষয়ের এতাদৃশ বাহুল্য করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। তথাপি বিদ্যা-শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব অতিশয় গুরুতর প্রস্তাব বলিয়া অনেক স্থলে বাহুল্য করিতে হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে, বিদ্যালয়ে যে সকল বস্তু সংগৃহীত করিয়া রাখিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেও, পূর্ব্বোক্ত পুস্তকসমুদায়ে কিরূপ বিষয় সকল রচিত ও সঙ্কলিত হওয়া উচিত তাহা অনেক অনুভূত হইতে পারে। যাঁহারা পুস্তক রচনা ও শিক্ষাপ্রণালীর বিষয় বিশেষ জানিতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের তত্ত্ববিষয়ক উৎকৃষ্টোত্তম ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

১৪। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যেরূপ শিক্ষাস্থানে যাদৃশী শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। কিন্তু সে দুই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেও, শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবার অনেক অপেক্ষা থাকে। তথায় শিক্ষা-কার্য্যের কেবল সূত্রপাত মাত্র হয়। তথায় জ্ঞানভূমি আরোহণের সোপান মাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় যে পরম পরিশুদ্ধ শিক্ষা-স্রোত অবলম্বন করিতে হয়, অপর কোন প্রধান বিদ্যালয়ে তাহা উদ্যাপন করা কর্ত্তব্য। আমাদের চির জীবনই শিক্ষাকাল বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। বিশেষতঃ ১৫অবধি ২০। ২২ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিক্ষালাভবিষয়ে

বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। সে সময়ে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি দিন দিন পরিপক্ক হইতে থাকে, এবং তন্নিমিত্ত তখন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রগাঢ় তত্ত্ব সমুদায়ের আলোচনায় অভিনিবেশ করিতে পারা যায়। মনোবৃত্তি সকল সে সময়ে যে পথ অবলম্বন করে, সেই পথেই উত্তরোত্তর দৃঢ়তর প্রবৃত্তি ও প্রগাঢ়তর অনুরক্তি জন্মে। বাস্তবিক সে সময়ে যে বিষয়ে যেরূপ প্রভায় জন্মে, যাদৃশ সংস্কার উৎপন্ন হয় ও যেপ্রকার ব্যবহার অভ্যাস পায়, উত্তর কালে প্রায় তদনুরূপ চরিত্র উৎপাদিত হইয়া থাকে। অতএব, সে সময়ে মনুষ্যদিগকে বিহিত বিধানে শিক্ষা দান করিয়া সবিদ্যায় শিক্ষিত ও সৎপথবর্তী প্রবৃত্ত করা সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

পূর্বোল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিদ্যালয়ে যে সমস্ত বিদ্যা-সংক্রান্ত স্থূল স্থূল বিষয় মাত্র শিক্ষিত হয়, তৃতীয় বিদ্যালয়ে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বাহুল্য করিয়া অধ্যয়ন করান কর্তব্য। এ বিদ্যালয়ে গণিত, জ্যামিতী, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষাদি যাবতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের প্রধান প্রধান অঙ্গ সমুদায় রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্ম-নীতি এরূপ বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্য। ছাত্রগণের ধর্ম্মানুশীলন ও চরিত্রসংশোধন বিষয়ে যথোচিত যত্ন প্রকাশ না করা একপ্রকার শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান দোষ।

এক্ষণে জনসমাজের যেরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে অপর সাধারণ সকলেরই ২০। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পাঠদশায় থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত

বোধ হয় না। কিন্তু নিতান্ত নিঃস্ব লোকের সন্তান-দিগেরও প্রথমোক্ত দুই বিদ্যাগারে শিক্ষালাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তৎপরে তাহারা ব্যবসায়শিক্ষায় নিযুক্ত হইতে পারে।

এ স্থলে অনুষঙ্গাধীন ব্যবসায় শিক্ষার বিষয় উল্লিখিত হইল। ব্যবসায় শিক্ষা অতিশয় গুরুতর কার্য্য বলিতে হইবে। বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় লোকের দৈন্য-দশার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ব্যবসায় শিক্ষার সুবিধা করা অতিমাত্র আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুপ্রণালী-সিদ্ধ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, কোন ব্যবসায়েই সুনিপুণ হওয়া যায় না। বিহিত বিধানে অনুশীলন না হওয়াতে, এতদ্দেশে কৃষি-কার্য্য ও শিল্প কার্য্য অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন পূর্ব্বক আপনাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জন ও সংশোধন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে, কিন্তু জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কোন ব্যবসায় শিক্ষা না করাতে, তাহাদের অনেকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। তাহারা পাঠ সাঙ্গ করিয়া, পাঠগৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময়ে, জীবিকালাভের সদু-পায়-বিরহে চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে পায়। দুই এক ব্যক্তির ভাগ্যক্রমে কোন রাজসংক্রান্ত কর্ম্ম মিলিলে মিলিতে পারে, কিন্তু অনেককেই জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় না দেখিয়া উৎকণ্ঠায় আকুল হইতে হয়। উপজীবিকা অবধারিত না হওয়াতে পূর্ব্বকার সদু-

দায় উৎসাহ ভঙ্গ হয়, বিদ্যানুশীলনে অনভ্যাস পায়, এবং সকল মনোরথ মনেতেই লীন হইয়া যায়। রাজপুরুষেরা কলিকাতা নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া যাদৃশ উপকার করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা তথায় শিক্ষা লাভ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা জীবিকালাভবিষয়ে স্বাধীন থাকিয়া সমানে ও সসম্ভ্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এতদ্দেশীয় অন্যান্য বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা এ বিষয়ে তাঁহাদের ন্যায় সৌভাগ্যশালী নহেন। যদি চিকিৎসা-বিদ্যার ন্যায় গৃহ-নির্ম্মাণ, পোত-নির্ম্মাণ, যন্ত্র-নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প-বিদ্যা শিক্ষার উপায় থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে উপজীবিকার নিমিত্ত তাদৃশ চিন্তিত ও ব্যাকুলিত হইতে হইত না।

দুঃখীদিগের সন্তানগণকে শিক্ষা দান করা যেমন কর্ত্তব্য, তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধনার্থে সচেষ্টিত হওয়াও সেইরূপ বিধেয়। স্থানে স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপন না করিলে, এই পরম রমণীয় মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত হিতকারী বিষয় শিক্ষা করা বিদ্যা শিক্ষার অন্তর্ভূত জ্ঞান করা উচিত। ইয়ুরোপে ও আমেরিকাখণ্ডে এরূপ ভূরি ভূরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ফরাসিসদেশীয় কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, আমেরিকায় এত শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে, যে

তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই সুচারু ব্যবস্থা তত্রস্থ সামান্য লোকদিগের শ্রীবৃদ্ধির এক প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। কলিকাতার মধ্যে যে শিল্প-বিদ্যালয়টি সংস্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরও অনেক উপকার দর্শিবে তাহার সন্দেহ নাই। ঐরূপ বিদ্যালয় সর্ব্ব স্থানে সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

গ্রামে গ্রামে কৃষিবিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তদ্ব্যতিরেকে অপর সাধারণের দৈন্যদশা দূরীকৃত হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে।

যেরূপ শিক্ষা-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল, তদনুসারে আপন আপন সন্তানগণকে শিক্ষা-দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বদেশে উক্তপ্রণালী-সম্পন্ন সুচারু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, সেরূপ শিক্ষাদান করা কোন মতেই সুসাধ্য হইতে পারে না। অতএব, সকলে মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে সুপ্রণালী-সিদ্ধ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কেবল বিদ্যালয় কেন? নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় ও পাঠাগার সংস্থাপন করাও কর্ত্তব্য। আবশ্যকমত সমুদায় পুস্তক সংগ্রহ করা প্রায় কাহারও পক্ষে সাধ্য নহে। অতএব, সাধারণ পুস্তকালয় ও তৎসংক্রান্ত সাধারণ পাঠাগার নিতান্তই আবশ্যক। তাহা হইলে, লোকে তথায় গমন করিয়া অথবা তথা হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ-জনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে। এবং এক্ষণে অনর্থক বা অনিষ্টকর কর্ম্মে

যে সমস্ত সময় নষ্ট করে, তাহাও বহুপকারিণী পাঠ-ক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া সার্থক হইতে পারে। কিন্তু রাজার যত্ন ও আনুকূল্য ব্যতিরেকে এই সমস্ত পরম প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয় কোন মতেই উচিতমত সম্পাদিত হইবার নহে। যদি প্রজাগণের পরস্পর ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার বারণ করা, এবং তাহাদিগকে রাজ্যের কার্য্য-সাধনে সমর্থ করিয়া সুস্থ, সুখী ও স্বচ্ছন্দ রাখা রাজার পক্ষে বিধেয় হয়, তবে তাহাদিগের সুচারুরূপ শিক্ষা সম্পাদনের উপায় ও ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ প্রজা-গণ বিহিত বিধানে বিদ্যা শিক্ষা না করিলে ঐ সমস্ত গুরুতর বিষয় সম্পন্ন হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজাদিগের প্রতিনিধি মাত্র। যে বিষয়ে একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ আছে, অথবা অনেকে একত্র মিলিত হইয়া যে বিষয় সাধন করিতে হয়, রাজা ও রাজপুরুষদিগের তত্তৎ বিষয়ের ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শারীরিক নিয়ম না জানিলে, শরীর রুগ্ন হইয়া সামাজিক কার্য্য সাধনে অশক্ত হইতে হয়, এবং এক জন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তদ্দ্বারা নানা প্রকারে প্রতিবাসীদিগেরও পীড়া হইবার সম্ভা-বনা। অতএব যাহাতে প্রত্যেক প্রজা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যাঁহার রিপু সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশ-বর্ত্তী না থাকে, তাঁহা কর্ত্তৃক সংসারের অনেক প্রকার

অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব প্রজাদিগের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি প্রবল ও অনিষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় সংযত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে রীতিমত ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়া ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার সুবিধা করা আবশ্যক। শিল্পবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, লোকযাত্রাবিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে উত্তম উত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসমাজের দুঃখ মোচন ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে পারা যায়, তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত সদ্বিদ্যা-শিক্ষার উপায় করিয়া না দিলে রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজার ঋণ হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের রাজ্যের সর্ব্ব স্থানে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন বিধেয়, অপরসাধারণ সকল প্রজাকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম বিষয়ে শিক্ষাদানের বিধান করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইল, সে সমুদায়ই অর্থসাধ্য, অর্থ-সংগ্রহ ব্যতিরেকে তৎসমুদায় কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদেশীয় রাজপুরুষেরা লোভ সংবরণ করুন, যুযুৎসা-রূপ অনর্থকারী প্রবৃত্তির দমন করুন ও দয়ারূপ শুভকরী প্রবৃত্তিকে কিঞ্চিৎ প্রবলা করুন, এবং প্রজাবর্গ অশেষ-প্রকার অনিষ্টকর ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে যত অর্থ ব্যয় করেন, তাহা সঞ্চয় করিয়া ঐ সকল পরম কল্যাণ-কর ব্যাপার সম্পাদনার্থে প্রদান করুন, তাহা

হইলে অপর সাধারণ সকল লোককে সুপ্রণালীক্রমে শিক্ষাদান করিবার নিমিত্ত যত অর্থ আবশ্যক হইবে, তাহার আর তাদৃশ অপ্রতুল থাকিবে না। যখন যে বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি ও অনুরাগ থাকে, তখন তাহারা সে বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিতে কাতর হয় না। সর্ব্বদেশীয় রাজপুরুষেরা যুদ্ধানলে আহুতি প্রদান করিয়া নর-কণ্ঠ-নিঃসৃত শোণিত-প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করণার্থ যে বিপুল অর্থ নষ্ট করেন, এবং প্রজাগণ অনিষ্টকর অপবিত্র আমোদ সম্পাদন ও সুরারূপ সাংঘাতিক গরল গলাধঃকরণ করণার্থ যে রাশি রাশি মুদ্রায় জলাঞ্জলি দেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণ জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্মভূষণে বিভূষিত করিয়া তাহাদিগের হীনতা ও দীনতা পরিহার পূর্ব্বক সৌভাগ্য সাধন উদ্দেশে ব্যয় হইলে, জনসমাজ কত দিন আর এরূপ শ্রীহীন থাকে? ধনশালী সম্ভ্রান্ত লোকেরা সচরাচর নানাপ্রকার নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে যত অর্থ ব্যয় করেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? যে সকল ধনশালী ব্যক্তি নিঃসন্তান তাঁহারা মৃত্যুকালে বিদ্যাপ্রচারার্থে স্বীয় সম্পত্তি দান করিয়া গেলে, কি পর্য্যন্ত উপকার না হইতে পারে? ইহা অপেক্ষায় তাঁহাদের অর্থ সার্থক করিবার উৎকৃষ্টতর উপায় আর কি আছে? য়ুরোপের ধনাঢ্য লোকদিগের মধ্যে অনেকের মুমূর্ষু অবস্থায় এই পরম শুভদায়ক বিষয়ে অর্থ দান করাতে তথায় বিদ্যা-প্রবাহ সমধিক প্রবল হইয়া লোকের সুখ সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে। এতদ্দেশীয় লোকের

কুরীতি ও কুসংস্কারের কথা কি কহিব? তাঁহারা সন্তান-দিগের অনাবশ্যক বেশভূষা ও অসময়ে উদ্বাহ সংস্কার সমাধানার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু তাহাদিগের শিক্ষা সাধন রূপ অতিমাত্র আবশ্যক বিষয়ে ব্যয় করা একপ্রকার অপব্যয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় লোকে অর্থ ব্যয়ে কাতর নহেন। রাজপুরুষেরাও সে বিষয়ে কুণ্ঠিত নহেন। যে যে বিষয়ে তাঁহাদের প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি আছে, তাহাতে তাঁহারা সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন। অপর সাধারণ সকলকে শিক্ষা দান করা আব-শ্যক ও নিতান্ত কর্ত্তব্য, সুপ্রণালী-সিদ্ধ শিক্ষালাভ সকলপ্রকার সুখসৌভাগ্যের মূলীভূত; এই পবিত্র বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা অন্যপ্রকার ব্যয় অপেক্ষায় অধিক ফলদায়ক; যত প্রকারে মনুষ্য-বর্গের উপকার করা যাইতে পারে, বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপ-কারী; পুত্র, কন্যা ও প্রজাগণের প্রতি যতপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে তাহাদের সুচারুরূপ শিক্ষা সম্পা-দনের উপায় করিয়া দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম্ম; এই সমস্ত সুনীতি সূত্র তাঁহাদের দৃঢ়তর হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহা সম্পন্ন হওয়া আর অসাধ্য বলিয়া বোধ থাকে না। এই সমস্ত শুভকর তত্ত্বে প্রত্যয় ও প্রবৃত্তি জন্মিলে, তদর্থে অর্থেরও আর অপ্রতুল থাকে না।

সন্তানগণের ভরণপোষণের উচিতমত উপায় নির্দ্ধা-রণ করিয়া দেওয়া জনক জননীর আর এক গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহার

কিয়দংশ ব্যবসায় শিক্ষার প্রসঙ্গমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের সমধিক তেজস্বিতা ও নিয়মানুগত চালনাই যে সুখোৎপত্তির মূল, এবং সমস্ত বাহ্য বস্তুই যে সেই সুখোৎপাদনের উপযোগী, ইহা বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার-বিষয়ক পুস্তকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইল, তবে যে পিতা মাতা স্বীয় সন্তানের উৎকৃষ্ট প্রকৃতি উৎপাদন করিয়াছেন, শারীরিক-নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার শরীর সুস্থ রাখিয়াছেন, তাহাকে যথাবিধানে উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এবং কোন হিতকারী ব্যবসায়ে শিক্ষিত ও সুনিপুণ করিয়া দিয়াছেন, এবং সে যাবৎ সেই উপজীবিকা অবলম্বনে অসমর্থ থাকে, তাবৎ তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহারা সন্তানের ভরণপোষণার্থে যথেষ্ট সংস্থান করিয়া দিয়াছেন বলিতে হইবে।

যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা রীতিমত শিক্ষা না করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করা অতিশয় অবিবেচনার কর্ম। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা এ বিষয়ে বিবেচনা করেন না, এবং তন্নিমিত্ত ইচ্ছানুরূপ ফল লাভেও সমর্থ হন না। তাঁহারা কোন বিষয়ে শিক্ষিত ও সুদক্ষ না হইয়া বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হন, সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পোত-পরিচালন-কর্মে কিছুমাত্র নিপুণ নহে, সে যদি আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও

সমস্ত সম্পত্তি এক-পোতারূঢ় করিয়া স্বয়ং সেই পোত-চালনার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদ্র-প্রবাহে ছাড়িয়া দেয়, অথচ যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করা তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষিপ্ত ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে? সেইরূপ, যাহারা আপন জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য অবধারণ না করিয়া, এবং কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে শিক্ষিত না হইয়া, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ করে, তাহাদিগকে অজ্ঞ ও অব্যবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। অনেকানেক অধম পুরুষ পদলাভের প্রত্যাশায় পথ পর্য্যটন ও উপায়ান্বেষণ করেন বটে, কিন্তু আপনারা কোন্ পদের উপযুক্ত ও কোন্ কর্ম্মে সুশিক্ষিত তাহা ভ্রমেও একবার বিবেচনা করেন না। করুণা-নিধান বিশ্ব-বিধান-কর্ত্তা আমাদিগকে যে সমস্ত মানসিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়কে তাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে জন-সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আপনার শক্তির ও প্রবৃত্তির অনুরূপ ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত হইয়া, সংসার-বর্ত্মে পদার্পণ করিলে, কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর সৌভাগ্য-সাধনার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া ও তদনুযায়ী উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া তৎ-সংক্রান্ত কর্ম্ম সমুদায় সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে, এক্ষণকার অদূরদর্শী লোকদিগের ন্যায় অন্ন-বস্ত্রাভাবে ক্লেশ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

সংসার-রূপ মহাসিন্ধুর নানা দিকে নানাপ্রকার প্রবল প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার একটি প্রবাহও নির্দিষ্ট নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলে না। যাঁহার যে প্রদেশে গমন করা আবশ্যক, তিনি সেই দিকের স্রোত অবলম্বন করিয়া চলিলে, উদ্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। কি বণিক্, কি শিল্পকর, কি চিকিৎসক, কি অন্য উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী মর্য্যাদাপন্ন ব্যক্তি, সকলেরই কার্য্য জন-সমাজে সকল সময়ে আবশ্যক হইয়া থাকে। নৈপুণ্য, ন্যায়পরতা ও সাবধানতা সহকারে স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। এই পরম-কল্যাণ-কর প্রকৃষ্ট তত্ত্ব তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত এবং যেরূপ কার্য্য-কারণ-প্রবাহ দ্বারা এই শুভ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে তাহাও উপদেশ দেওয়া বিধেয়।

সন্তানদিগের ভরণ পোষণের উপায় অবধারণ করিয়া দেওয়া যে পিতা মাতার কর্ত্তব্য, এবিষয়ের বিবরণ করা গেল। এক্ষণে অপুত্রাধিন দায়াধিকারের বিষয় কিঞ্চিৎ না লিখিলে, এ প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু ধর্ম্মনীতি-সংক্রান্ত পুস্তকের মধ্যে এ প্রস্তাবের বিস্তারিত বিবরণ করাও সঙ্গত বোধ হয় না। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া উঠে। অতএব, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের ন্যায় ইহাও যে এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই মাত্র লিখিয়া নিরস্ত হওয়া যাইতেছে। যদি পরলোক

যাত্রা-কালে সমস্ত সম্পত্তি অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং যদি কোন না কোন ব্যক্তি অবশ্যই তাহার স্বত্বাধিকারী হইবে তাহার সন্দেহ নাই, তবে সেই সম্পত্তি কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাওয়া উচিত তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর আমাদিগকে যে স্বভাবসিদ্ধ অপত্যস্নেহ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে সন্তানদিগকে দান করিয়া যাওয়া সকলের যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। বিশেষতঃ, যে সকল সন্তান সামান্যপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাহাদের প্রতি এইরূপ অনুকূল ব্যবহার করা যে কর্ত্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ নাই; কারণ জনক জননী যাহাদিগকে জীবনপথে অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সাধ্যানুসারে সুখস্বচ্ছন্দে রাখিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদিও সকলকে সমান অংশ প্রদান করাই বিধেয়, তথাপি স্থলবিশেষে ইতরবিশেষ করা অবিহিত বোধ হয় না। সন্তানদিগের মধ্যে যাহারা স্বকীয় প্রকৃতি-দোষে বা শিক্ষা-দোষে অথবা অন্য কোন কারণে আপনাদের নির্ব্বাহ করিতে না পারে, তাহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যেমন অপর লোকের মধ্যে উপায়-বিহীন দীন ব্যক্তিদিগকে সমধিক দয়া করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ অনির্ব্বাহ-অক্ষম সন্তানদিগের ভরণপোষণার্থে কোন প্রকার স্থিত করিয়া দেওয়া অধিক আবশ্যক। ফলতঃ দায়াদি-বিভাগ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের যাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রচলিত আছে এবং নানা জাতির বিষয়-সংক্রান্ত ব্যবস্থা

ও ব্যবহারের পরস্পর যাদৃশ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এক্ষণে এ বিষয়ে সকল দেশে একরূপ নিয়ম প্রচলিত হওয়া কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে। কিন্তু সেই সমুদায় রীতি ক্রমে ক্রমে সংশোধন করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত করা কর্ত্তব্য।

কোন কোন দেশে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া থাকে, কিন্তু এ ব্যবহার সাধু ব্যবহার নহে। এক পুত্রকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া অন্য সকলকে বঞ্চিত করা কোন মতেই ন্যায্য নহে। কেহ কেহ এই ন্যায়-বিরুদ্ধ রীতির অনুকূল পক্ষে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, ঐ সকল দেশে জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক পদ ও উপাধি প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই পদ ও উপাধি সংক্রান্ত সম্ভ্রম রক্ষার্থ অধিক ব্যয় আবশ্যক করে, সুতরাং তাহাকে পৈতৃক ধনে অধিকারী করিতে হয়। কিন্তু তাঁহাদের এ যুক্তির মূলেই দোষ রহিয়াছে। বংশ-মর্য্যাদা অর্থাৎ বংশ-পরম্পরাগত মান ও উপাধি প্রাপ্তি যে ন্যায়-বিরুদ্ধ ও অনিষ্টকর, ইহা বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার-বিষয়ক পুস্তকে স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। বংশমর্য্যাদাই যদি বিহিত না হইল, তন্নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার আচার ব্যবহারও অবৈধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই।

নবম অধ্যায়।

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে পিতা মাতার সহিত সন্তানের কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয় তাহার বিবরণ করা যাইতেছে। তিনি তাঁহাদের সন্নিধানে যত উপকার প্রাপ্ত হন, ততই দুষ্পরিশোধ্য ঋণ-পাশে বদ্ধ হইতে থাকেন। যদিও সে ঋণ নিঃশেষে পরিশোধ করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে, তথাপি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা যে পরমারাধ্য ভক্তিভাজন জনক জননী হইতে জীবন প্রাপ্ত হই, এবং যাঁহারা আমাদের লালন পালন ও সর্ব্ব-প্রকার কল্যাণবর্দ্ধনার্থ প্রাণপণে যত্ন করেন ও যে রূপে হউক, আমাদের সুখস্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে পারিলেই পরম প্রীতি লাভ করেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা ও যথাশক্তি তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।

পরমারাধ্য পিতা মহাশয় স্বীয় সন্তানদিগকে শিক্ষিত, বিনীত ও সম্পত্তিশালী করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করেন। তাহারা সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র

হইলে, তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। তাহারা কৃতী ও সুখী ও যশস্বী হইলেই, তিনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। অন্যের মুখে স্বীয় পুত্রের সুখ্যাতিবাদ শ্রবণ করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। স্নেহের কি আশ্চর্য্য মধুরময় ভাব! যাহারা অন্যকে আপন অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান, যশস্বী ও ধনশালী দেখিলে বিদ্বেষ প্রকাশ করে তাহারাও আপনার অপেক্ষায় আপন পুত্রের ধন, মান, বিদ্যা ও যশঃ অধিক দেখিলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়।

প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপা স্নেহময়ী জননী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তানের শুভসাধনার্থ যাদৃশ যত্ন প্রকাশ ও ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহা স্মরণ হইলে কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভক্তিরস প্রকটিত, নয়ন-যুগলে অশ্রুজল বিগলিত ও সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত না হয়। মাতা আমাদের দুঃখের সময় দুঃখ ভোগ করেন, বিপদের সময় বিপদ্ ভোগ করেন, এবং রোগের সময় রোগীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুগ্ধ-পোষ্য শিশু সন্তান পীড়িত হইলে, তদীয় জননীকে যে পীড়িতবৎ ব্যবহার করিতে হয় ইহা কাহার অবিদিত আছে? তিনি সন্তানের কি না করিয়া থাকেন? স্বকীয়-শরীর-নিঃসৃত স্তন্য দান দ্বারা তাহার শরীর পোষণ করেন এবং অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মধুময় স্নেহ সঞ্চার দ্বারা তাহার সুখ ও স্বাস্থ্য সংবর্দ্ধন করেন। তিনি সন্তানের কল্যাণার্থে যথার্থই জীবন সমর্পণ করিতে পারেন। আমাদের সর্ব্বশরীর তাঁহার অসাধারণ করুণা প্রকাশ

করিতেছে। এই দেহের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু তাঁহার নিরুপম-স্নেহ-পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এরূপ অসামান্য স্নেহময় ভাব ও এপ্রকার নিতান্ত স্বার্থ-শূন্য প্রগাঢ় প্রীতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

যাঁহারা আমাদের এতাদৃশ শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা কি কথায় বলিয়া শেষ করা যায়? যাহার মন স্বভাবতঃ ধর্ম্ম-পথে অনুরাগী, দয়া ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ, সেই তাহা অনুভব করিতে পারে। তাঁহাদের দুঃখ দূরীকরণ ও সুখ সংবর্দ্ধন করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়। কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকা ও অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রতি আমাদের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপিত আছে, সমুদায়ই ঐ দুই সংক্ষিপ্ত নীতিসূত্রের অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

শিশু সকলে স্বকীয় শুভাশুভ কিছুই জানিতে পারে না, অতএব তাহাদিগকে অনন্যভাবে জনক জননীর বশবর্ত্তী থাকিয়া তদীয় আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে হয়। তাঁহারা শিশু সন্তানদিগকে যাহা কিছু অনুমতি করেন, সমুদায়ই তাহাদের শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কলিত। যাঁহারা তাহাদের সুখে সুখী ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী, তাঁহারা তাহাদের যত কল্যাণ চিন্তা করেন, ভূমণ্ডলে অন্য ব্যক্তি তাহার শতাংশের এক অংশও করে না। এই পরম-শুভদায়ক তত্ত্ব শিশুগণের যত হৃদয়ঙ্গম

করিয়া দিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল, ততই তাহারা পিতা মাতার আজ্ঞা পরিপালন করা সুখের বিষয় বোধ করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অনেকানেক বালককে ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার অবাধ্য হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, পিতা মাতার অনুকম্পা, অভিজ্ঞতা ও স্নেহ-প্রবৃত্তির অল্পতা ইহার এক প্রধান কারণ। তাহারা পিতা বা মাতা বলিয়া জানিলেই যে তাঁহার বশীভূত হয় এমন নহে। জনক জননীর প্রবল বুদ্ধি, প্রচুর জ্ঞান ও সন্তানের শুভোন্নতি সাধনার্থ একান্ত যত্ন না দেখিলে, তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা উদয় হয় না। কোন ব্যক্তিকে বিস্বাদ বস্তু সুস্বাদ বোধ করিতে আদেশ করিলে, সে যেমন তাহা কোন মতেই সুস্বাদ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারে না, সেইরূপ যে ব্যক্তির সতেজ বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য না দেখা যায়, তাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় না। শিশুগণের সমক্ষে সদ্‌গুণ ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগকে কেবল তিরস্কার করিলে বরং বিপরীত ফলেরই উৎপত্তি হয়। যাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার ও কর্কশ কথা প্রয়োগ করা যায়, তদ্দ্বারা তাহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদয় হওয়া দূরে থাকুক, জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর এই সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিই উত্তেজিত হইয়া উঠে। বিষাক্ত-শর-বিদ্ধ করিয়া কি কাহারও শরীর সুস্থ করা যায়? না ঘৃতাহুতি প্রদান কারলে প্রদীপ্ত অনল শীতল হয়?

নিম্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া রসপূরিত অমৃত ফল লাভের প্রত্যাশা করা আর তিরস্কার ও শাস্তি প্রদান দ্বারা বালকগণের শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রীতিভাজন হইবার আশা করা উভয়ই তুল্য, উভয়ই নিতান্ত নিষ্ফল হয়। তাহাদের প্রেমাস্পদ ও ভক্তি-ভাজন হইতে হইলে তাহাদের নিকট আপনার জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রদর্শন করিতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি বালকগণের সমীপে সুবিজ্ঞতা ও সদাচরণ দ্বারা আপনার এরূপ মনোহর স্বভাব প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাহা দেখিলে স্বভাবতই ভক্তি ও প্রীতির উদয় হয়। এবং যদি তদ্দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া তাহাদের হৃৎপ্রত্যয় জন্মে, তাহা হইলে, যদিও নিতান্ত অধম বালকেরা তাঁহার সম্যক্ বশতাপন্ন না হয়, কিন্তু উত্তম ও মধ্যম বালকেরা তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার বশবর্ত্তী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যেমন সুশীতল চন্দন লেপন করিলে শরীর সুশীতল হয়, সেইরূপ সুধাময়ী ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সংস্পর্শে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সঞ্চার হয়।

কোন কোন বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এরূপ দুর্ব্বল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এতাদৃশ প্রবল যে, তাহারা কোন মতেই বিনীত ও বশবর্ত্তী হয় না। কিন্তু তাহারা সহজে বশীভূত হয় না বলিয়া তাহাদের চরিত্র সংশোধনের আশা এক বারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির এতাদৃশ প্রবলতাকে এক প্রকার রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ

করা যাইতে পারে। যেমন শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের অতিমাত্র প্রবলতা হইয়া জ্বররোগের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অতি তেজস্বিনী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া দুশ্চরিত্ররূপ মহারোগ উৎপাদন করে। পাপরূপ পীড়ায় পীড়িত বালকদিগকে এক স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে লোভের সামগ্রী ও অন্য অন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিষয় উপস্থিত না থাকে, সেই স্থানে তাহাদিগকে স্থাপিত করা উচিত। তাহাদিগের ব্যবহারের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিবার ও তাহাদের উপর সর্ব্বদা অধ্যক্ষতা করিবার নিমিত্ত এক এক জন শিক্ষক নিযুক্ত রাখা আবশ্যক। তাহাদের যে সমস্ত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দুর্ব্বল, তাহা সবল করিবার নিমিত্ত নানামত উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য, এবং যাহাতে সেই সকল বৃত্তি স্ব স্ব বিষয় পাইয়া পরিচালিত হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বিধেয়। আপন আপন সন্তানদিগের চরিত্রশোধনার্থ এপ্রকার উপায় করা অনেকের পক্ষে সুসাধ্য নহে, অত-এব এই মহুকল্যাণকর বিষয় সম্পাদনার্থে সাধারণ বিদ্যালয়ের ন্যায় এক এক সাধারণ স্থান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। অধম বালকেরা তথায় অবস্থিতি করিয়া বিনীত ও শিক্ষিত হইলে, কালক্রমে শুদ্ধচরিত্র হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়। এরূপ উপায় দ্বারাও যাহারা ন্যায়ানুগত ও ধর্ম্ম-পদাবলম্বী না হয়, তাহাদের পরিত্রাণ-প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই।

যদি পিতা মাতা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক

প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন, এবং অবগত হইয়া উচিতরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে, বালকেরা এক্ষণকার অপেক্ষায় অনেক বাধ্য হয় তাহার সন্দেহ নাই। করুণাময় পরমেশ্বর শিশুগণের শুভাভিপ্রায়ে তাহাদের কোন কোন বৃত্তিকে এতাদৃশ তেজস্বিনী করিয়া দিয়াছেন যে, তাহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বদা অস্থির থাকে। তৎসমুদায় সঞ্চালন করিতে নিষেধ করিলে তাহারা ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ ও বিরক্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহাদের অবাধ্য হইবার সূত্রপাত হইতে থাকে। তাহারা গমন, ধাবন কুর্দ্দন করিবার নিমিত্ত সতত ব্যস্ত। শারীর-বিধানবেত্তা পণ্ডিতেরাও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ অঙ্গ পরিচালনা করা শিশুগণের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। তাহারা শরীর সঞ্চালন করিয়া আহ্লাদিত হইবে এবং আহ্লাদিত হইয়া বল ও স্বাস্থ্য লাভ করিবে এই অভিপ্রায়ে পরম পিতা পরমেশ্বর তাহাদিগকে অঙ্গচালনা বিষয়ে দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়। অনেকে ঐ কল্যাণময়ী প্রবৃত্তির প্রকৃত প্রয়োজন অবগত না থাকাতে, বালকগণকে অঙ্গ চালনা করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহারা চালনা করিলে তিরস্কার ও প্রহার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের সুখ ও স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইয়া অসন্তোষ ও বিরক্তির উৎপত্তি হয়।

যে কোন ব্যাপার দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তাহাই তাহাদের অবাধ্য হইবার বলবৎ হেতু হইয়া

উঠে। কোন অসাবধান বালক দৈবাৎ ভূমিতে পতিত হইয়া আহত হইলে, অনেকে তাহার সন্তোষসাধনের নিমিত্ত সেই ভূমির উপর পদাঘাত করে। ইহাতে তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহার জিঘাংসা ও আত্মাদর এই দুই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া প্রবলা হইয়া থাকে। কিন্তু যদি সে স্থলে এরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার না করিয়া সেই শিশুকে তাহার পতনের কারণ বিশেষরূপ অবগত করান যায়, এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধান হইতে উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শে তাহার সন্দেহ নাই। অর্থাৎ বালকের সাবধানতা শিক্ষা ও সতর্কতাবৃদ্ধি হয়, বুদ্ধি পরিচালন করা অভ্যাস পায়, এবং ভবিষ্যতে এরূপ দুর্ঘটনার অনেক নিবারণ হয়। সুতরাং বলিতে হয়, করুণাময় পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে এরূপ স্থলে দুঃখ নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হয়। লোকে এ সকল বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া শিশুগণের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল করিয়া দেয়, সুতরাং তাহারা উত্তরোত্তর অবিনীত ও অবাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু যদি তাহারা পরস্পর সমঞ্জসীভূত ধর্ম্মানুকূল মনোবৃত্তি সকল প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং পিতা মাতা তাহাদিগকে উচিতমত শিক্ষিত ও বিনীত করিয়া তাহাদের কোনপ্রকার উপজীবিকা অবধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা কখনই তাঁহাদের নিকট অকৃতজ্ঞ হয় না, এবং জনকজননীর প্রতি যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপিত আছে, তাহা সাধন করিতেও অবহেলা করে না।

সকল অবস্থাতেই পরমারাধ্য পিতা মাতার আজ্ঞাবহ থাকা সন্তানের পক্ষে অবশ্যবিধেয় তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু স্থল-ভেদে ইহার কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইতে পারে। শিশুগণ সদসৎ বিবেচনায় অসমর্থ, অতএব ভাল মন্দ বিচার না করিয়া পিতা মাতার নিতান্ত অনুগত হইয়া চলাই তাহাদের পক্ষে আবশ্যক। কিন্তু যখন মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত ও পরিপক্ক হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারে পারদর্শিনী হয়, তখন আর নিতান্ত অন্ধবৎ অন্যদীয় আদেশের অনুগামী হইয়া চলা বিধেয় নহে। যদি পিতা মাতার কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, অথবা কোন সম্ভাবিত সুখের ব্যাঘাত জন্মে, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি কোন বিষয়ে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইলে, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। পিতা মাতার অনুমতি পালন করা কর্ত্তব্য ঘটে, কিন্তু পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করা তদপেক্ষায় গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি কাহারও পিতা বা মাতা তাহাকে চৌর্য্য, প্রতারণা, মিথ্যাকথনাদি পাপ কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন, তাহা প্রতিপালন করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা এবং সাধ্যানুসারে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পরম-কল্যাণ-

কর নিয়মসমুদায়ের বিরুদ্ধ-কার্য্য করা শ্রেয়স্কর বলিয়া কোন রূপেই উল্লেখ করা যায় না। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যদি পিতা মাতার কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে সন্তানকে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তবে তিনি অবশ্য তাহা করিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা আপনাদের অবিবেচনা দোষে তাহাকে অনর্থক দুঃসহ দুঃখসাগরে মগ্ন হইতে কহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যে অবশ্যই সে আজ্ঞা পালন করিতে হইবে এ কথা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। কিন্তু এতাদৃশ স্থলে তাঁহাদের কোন্ কোন্ আজ্ঞা পালন করা আবশ্যক ও কোন্ কোন্ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা বিধেয় তাহাও নির্দ্ধারিত লিখিত হইতে পারে না। তাহা নিরূপণ করা তাঁহাদের স্নেহ ও অনুকম্পা এবং তাঁহাদের আজ্ঞাপালন-জনিত কষ্টের পরিমাণের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। তবে সংশয়স্থলে, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ধর্ম্মশীল সন্তান আপনার সুখোৎপত্তি অপেক্ষা পরম পূজনীয় পিতা মাতার সন্তোষসাধনের অধিক যত্নোদ্যোগী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

কায়মনোবাক্যে পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকা এবং অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা সন্তানদিগের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য এ বিষয় প্রতিপন্ন হইল। তাঁহাদের কিরূপ আজ্ঞাবহ থাকিতে হয়, তদ্বিষয়ের বিবরণ করা গিয়াছে। তাঁহাদের কিরূপ প্রত্যুপকার করিতে হয়, তাহা একণে লিখিত হইতেছে।

পরমারাধ্য পিতা মাতা সন্তানের যাদৃশ শুভকারী, ভূমণ্ডলে অন্য কোন ব্যক্তি তাদৃশ নহে। আমরা অন্য লোকের নিকট যত উপকার প্রাপ্ত হই, তাহাও তাঁহাদের যত্ন-সাপেক্ষ। তাঁহারা অশেষপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদিগকে জীবিত ও সুস্থ না রাখিলে আমরা অন্য কর্তৃক প্রদত্ত সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতাম না। তাঁহারা অনুকম্পা পুরঃসর আমাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত না করিলে আমরা অন্য সমীপে ধন, মান ও যশ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতাম না। আমাদিগকে শৈশবকালে রক্ষা করিয়া বাল্যাবস্থাতে অবতীর্ণ করিতে তাঁহাদিগকে কত ক্লেশ স্বীকার করিতে এবং কত উৎকণ্ঠা ও কত যাতনাই সহ্য করিতে হই-য়াছে, এবং সুচঞ্চল বাল্য স্বভাবকে অপেক্ষাকৃত বৈচ-ক্ষণ্য-সংযুক্ত যৌবন-দশায় পরিণত করিতেই বা কত যত্ন ও কত ব্যয় অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। যাঁহারা আমাদের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ও আমাদের উপকারার্থে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার ও স্থল-বিশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে উদ্যত, তাঁহারা যদি কদাচিৎ আমাদিগকে নিষ্প্রয়োজন তিরস্কার করেন, অথবা শক্তিসত্ত্বেও কোন বিষয়ে আমাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিতে বিরত হইয়া থাকেন, তাহা কোন মতেই ধর্ত্তব্য নহে। যেমন গুণগ্রাহী সুরসজ্ঞ সৎকবি-গণ, সুধাময় পূর্ণ চন্দ্রের পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তদীয় কলঙ্কসমূহ একেবারেই অগ্রাহ্য করেন, সেইরূপ পরম-ভক্তি-ভাজন

জনক জননীর অতুল্য স্নেহ ও নিরুপম অনুকম্পা বিবেচনা করিলে, উপস্থিতরূপ কোনপ্রকার বর্জ্জন ব্যবহার দোষ-পর্য্যায় মধ্যে গন্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য অপত্যস্নেহ স্মরণ হইলে, অন্তঃকরণে ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-রস একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আমরা তাঁহাদের সহিত একত্রই বাস করি, অথবা হেতুবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রই অবস্থিতি করি তাঁহাদের দুঃখ নিবারণ এবং সুখ ও সন্তোষ সাধনার্থ সম্যক্ প্রযত্ন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরম পূজনীয় জনক জননীর ক্লেশ থাকিতে, আপনার সুখ স্বচ্ছন্দে নিত্য নিত্য অন্ন পান গ্রহণ করা অপেক্ষায়, বিষপান করাই শ্রেয়ঃ। যদি এক সময়ে সন্তান ও পিতা মাতা উভয়েরই অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, অগ্রে পিতা মাতার অপ্রতুল পরিহারের বিষয় বিবেচনা করা সন্তানের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তাঁহাদের বার্দ্ধক্য-কাল সন্তানের শ্রদ্ধা ও যত্ন প্রকাশের প্রধান সময়। সে সময়ে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিলে, সন্তানদিগের জন্ম গ্রহণ করা সার্থক হয়। জরা-গ্রস্ত হইলে, মনুষ্য স্বভাবতই উগ্র হইয়া উঠেন, অত্যল্প অকৃত-সঙ্কল্প ত্রুটি দেখিলেও তিরস্কার করিতে থাকেন, এবং এরূপ অনবস্থিত-চিত্ত হন, যে পূর্ব্বাহ্ণে যে বিষয় তাঁহার অত্যন্ত মনোগত হইয়াছিল, অপরাহ্ণে তাহা অতি নিন্দনীয় ও নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। বৃদ্ধ পিতা মাতার এই সমস্ত দোষ অম্লান বদনে অক্ষুব্ধ

মনে মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকে তাঁহার নিমিত্ত অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করিতে পারা যায়। পিতা মাতা যেমন সন্তানকে নিতান্ত ভাল বাসেন বলিয়া, তাহার নিমিত্ত নানাপ্রকার কষ্ট স্বীকার করেন, ভক্তিবিশিষ্ট শ্রদ্ধাবান সৎপুত্র সেই-রূপ অবিচলিত চিত্তে অবিষণ্ণ বদনে জনক জননীর সর্ব্বপ্রকার তিরস্কার ও কর্কশ ব্যবহার অঙ্গীকার করিয়া লন। সকলেই যে বৃদ্ধ দশায় এইরূপ উগ্র-স্বভাব হইয়া থাকেন এমত নহে। কেহ কেহ চরম কাল পর্য্যন্ত প্রফুল্ল মনে প্রেমোৎফুল্ল নয়নে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাদের তাহার বিপরীত ভাব ঘটিয়া উঠে এবং যাঁহাদিগের অনুজ্জ্বল বিবর্ণ লোচন স্নেহ ও প্রীতি ভরে উজ্জ্বল না হইয়া মধ্যে মধ্যে ক্রোধ-ভরে প্রখর হইয়া উঠে, এবং যাঁহাদের মৃদু কণ্ঠ-স্বর স্নেহ-রসে স্নিগ্ধ না হইয়া কোপবশে ক্ষণে ক্ষণে উচ্চ হইয়া উঠে, তাঁহাদের সন্তানদিগের পক্ষে অক্ষুব্ধ মনে অবিষণ্ণ বদনে ঐ সমস্ত সহ্য করিয়া তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় নিবত নিরত থাকা বিধেয়। পুণ্যের পরম পবিত্র স্বরূপ সর্ব্বত্রই মনোহর তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এতাদৃশ স্থলে তাহার অতীব রমণীয় ভাব প্রকাশ পায়। যদি দেখা যায়, কোন পিতৃভক্তিপরায়ণ শ্রদ্ধাভিষিক্ত ধর্ম্মশীল সন্তান স্বকীয় জরাজীর্ণ পীড়িত পিতার শয্যা সন্নিধানে উপবেশন পুরঃসর আলস্য ও নিদ্রাকে অনাদর করিয়া তাঁহার নিরত প্রদীপ্ত যন্ত্রণাগ্নি-শিখায় সাধ্যানুসারে শান্তি-সলিল সেচন করিতেছেন,

এবং সেই সন্তানের বয়স্যেরা প্রমোদ-প্রবাহে অবগাহন করত যে দীর্ঘ কালকে অল্পতর বলিয়া বোধ করিতেছেন, তিনি ঐ প্রমোদসম্ভোগ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেই কালকে অবশ্য-পরিশোধ্য পিতৃ ঋণ পরিশোধ রূপ উৎকৃষ্টতর পবিত্র ব্যাপারে অক্ষুণ্ণ মনে ক্ষেপণ করিতেছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, জগতে ইহা অপেক্ষার স্বরণ্য ব্যাপার বুঝি আর কিছুই নাই।

পিতা মাতার ক্রোধ প্রকাশ ও কঠিনতর তিরস্কার প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-ঘটিত দোষ যেমন গ্রহণ করা কর্তব্য নহে, সেইরূপ, তাঁহাদের অল্প-বুদ্ধি-সংক্রান্ত ত্রুটিও গ্রহণ করা বিধেয় নহে। পিতা মাতা নিজে অশিক্ষিত হইলেও প্রযত্ন ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনারা বিদ্যা-রসের রসিক না হউন, তদ্বিষয়ে স্বীয় সন্তানদিগকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেখিলে, অতুল আনন্দ অনুভব করেন, এবং নিজ পুত্র কৃত-বিদ্য হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাদের বার্দ্ধক্য দশায় ভরণ পোষণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন করিবে এই প্রত্যাশার প্রত্যাশাপন্ন হইয়া সেই পুত্রের শিক্ষা লাভ বিষয়ে অশেষ যত্নে চেষ্টা করেন। ইহাতে এরূপ ঘটিতে পারে যে, পুত্রেরা যে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হয়, পিতা মাতারা কস্মিন্ কালে তাহার নামও শুনেন নাই, যদি কদাচিৎ নাম শ্রবণ করিয়া থাকেন, সে নামের শব্দার্থও অবগত নহেন। জনক জননীর চিত্তভূমি যে অজ্ঞানরূপ ঘন তিমিরে আবৃত থাকে, তাহা

জ্ঞান রূপ উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ দ্বারা পুত্রের অন্তঃকরণ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাঁহাদের হৃদয় যে সমস্ত কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ রহিয়াছে, পুত্র বিদ্যারূপ শাণিত অস্ত্র সঞ্চালন দ্বারা তাহা এক বারেই ছেদন করিতে পারেন। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে, তাঁহাদের যে এরূপ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, পিতা মাতার যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ই তাহার মূল। ইহাতে যে কোন কোন অকৃতজ্ঞ সন্তান তাঁহাদিগকে অজ্ঞান ও অশিক্ষিত বলিয়া অবজ্ঞা করেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যাঁহারা তাহাদের বিদ্যালাভের মূলীভূত ও অন্য অন্য সকল সম্পদের নিদান, সেই বিদ্যা ও সম্পদের অভিমানে তাঁহাদিগকে অনাদর করা অপেক্ষায় অপরাধ-জনক আর কি আছে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ স্থলে অকৃতজ্ঞ, অভিমানী, গর্ব্বিত পুত্রের বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষায় সন্তানের শুভানুধ্যায়ী হিতকারী জনক জননীর অজ্ঞানের অধিক প্রশংসা করিতে হয়। যদি অশিক্ষিত পিতা মাতার সহিত শিক্ষিত সন্তানের কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, ভক্তি-সহযোগে বিনীত-বচনে তাঁহাদিগকে তাহা নিবেদন করা কর্ত্তব্য; অবজ্ঞা ও অনাদর প্রকাশ করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে।

এই অবিতর্কিত শুভ তত্ত্ব স্মরণ রাখা উচিত যে, পরমারাধ্য ভক্তিভাজন জনক জননীর প্রতি যেরূপ ভক্তিসহকৃত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা সম্যক্ সম্পন্ন করিতে পারিলেও, সন্তান তাঁহাদের ঋণ-পাশ

হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি তাঁহাদের নিকট যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হন, তাদৃশ প্রত্যুপকার করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হন না। তথাপি আমি সাধ্যানুসারে জনক জননীর সন্তোষ সাধন করিতে যত্ন করিয়াছি এরূপ ভাবিতে ও বলিতে পারাও অনেক তৃপ্তির বিষয়। ইহা হইলে, তাঁহারাও সন্তুষ্ট হন; সন্তানের অন্তঃকরণও প্রসন্ন থাকে, এবং পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে সন্তানের সহিত পিতা মাতার এইরূপ শুভকর সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, তাহাও সম্পন্ন হয়। যৎকালে সন্তান নিতান্ত নিরুপায় ও অত্যন্ত অক্ষম থাকে তখন জনক জননী তাহাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া প্রতিপালন করেন, এবং জনক জননী যখন পীড়িত ও জরাজীর্ণ হইয়া ক্ষমতাহীন ও উপায়-বিহীন হন, তখন শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত ভক্তিপরায়ণ সন্তান তাঁহাদের তৎকালোচিত সেবা, শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। বিশ্বপাতার কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি মনোহর ব্যবহার!

দশম অধ্যায়।

পিতা মাতার প্রতি কিপ্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে, ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য, তাহার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। তাহাদের পরস্পর প্রণয়সহকৃত সদ্ব্যবহার যে কিরূপ রমণীয় তাহা বর্ণনা করিয়া হৃদগত করান যায় না। অবনিমণ্ডলে তৎসদৃশ সুখকর ব্যাপার অতীব দুর্লভ।

যদি প্রিয় পাত্রের প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা উচিত হয়, তবে পরম-শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতার পরম স্নেহাস্পদ সন্তানদিগকে প্রীতি করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সন্তানগণের পরস্পর প্রণয়সঞ্চার ও সদ্ব্যবহারসম্পাদন জনক জননীর যেমন তুষ্টিকর, তাহাদের পরস্পর অপ্রণয় ও কলহঘটনা তাঁহাদের তদ্রূপ অসুখ ও অসন্তোষের ব্যাপার। অতএব, ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত উচিতমত আচরণ না করিলে, জনক জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহাও সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হয় না।

যদি অপরের সহিত মিত্রতা করিয়া অভিন্ন-হৃদয় হওয়া সুখের বিষয় হয়, তবে সহোদরগণের সহিত

সদ্ভাব রাখিয়া চলা যে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি প্রথম বয়সে, কি ক্রীড়াভূমিতে, কি পাঠমন্দিরে, কি প্রকারান্তর প্রবেশ স্থলে উৎসাহসহকারে বহু দিন একত্র ক্ষেপণ করিয়াছে, পরে তাহাদের পরস্পর প্রণয়-বদ্ধ থাকিয়া সহবাস ও সদালাপ জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করা যদি অতীব প্রার্থনীয় হয়, তবে যাহারা এক জননীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এক স্নেহময়ী জননীর সুকুমার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া সুধা-সম শুভ্র দুগ্ধ পান করিয়াছে, একত্র আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও কথোপকথন করিয়া মনের সুখে কাল হরণ করিয়া আসিয়াছে, একত্র এক উৎসবের উৎসব প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব হৃদয়ানন্দ চতুর্গুণ বর্দ্ধন করিয়াছে, এবং এক বিপদে বিপন্ন হইয়া একত্র আর্ত্তনাদ প্রকটন ও অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের পরস্পর প্রীতিপাশে বদ্ধ থাকিয়া পরমপবিত্রপ্রণয়রসসংবলিত সদ্ব্যবহার করা কতদূর কর্ত্তব্য, তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহাদের পরস্পর স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হওয়া নরজাতির স্বভাব-সিদ্ধ অসাধারণ ধর্ম্ম। ইহাকে নৈসর্গিক ধর্ম্ম কহে। ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ নহে।

ভ্রাতা ও ভগিনীগণের পরস্পর প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক পরস্পরের হিতানুষ্ঠান করা সর্ব্বথা কর্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক হইলেও যে প্রায় সকল পরিবারেই ভ্রাতৃবিরোধ রূপ বিষম বিষে জর্জ্জরীভূত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়।

সাতিশয় স্বার্থপরতা ইহার প্রবল কারণ। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অতিমাত্র প্রবলতাই ইহার মূলীভূত। যখন লক্ষ লক্ষ লোক এতাদৃশ বিরুদ্ধ-স্বভাব, যে পরধন-লোভে লুব্ধ হইয়া চৌর্য্য, প্রতারণা ও দস্যুতাবৃত্তি অবলম্বন করে, তখন দায়াদদিগের সহিত তাহাদের বিরোধ উপস্থিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? পরস্পর প্রতিপক্ষীয় উভয় ভ্রাতার স্বভাব এরূপ বিরুদ্ধ হইলে, তাঁহারা কত ক্ষণ নির্ব্বিরোধ ও কলহশূন্য থাকিতে পারেন? কিন্তু দুঃশীল লোকে বিবাদ বিসংবাদে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সরলস্বভাব সুশীল ভ্রাতারাও যে তদনুরূপ অপবিত্র আচরণে অনুরক্ত হইবেন এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে। যে মহাশয় ব্যক্তিরা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন ও বাল্যাবধি জ্ঞানানুশীলনে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য সুধাময় সৌভ্রাত্ররূপ অমূল্য ধন উপার্জ্জন করিয়া সুখে কাল হরণ করিতে পারেন; তাঁহাদের ব্যবহারভূমি ক্ষমাগুণ প্রদর্শনের প্রধান স্থল। তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই সকলের অপরাধ মার্জ্জনা করা বিধেয়। সকলেরই স্বীয় স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করা কর্ত্তব্য। দোষাকর স্বার্থপরতাকে স্নেহ ও বাৎসল্য সলিলে বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক। পরমপবিত্র ভ্রাতৃ-প্রণয় রূপ পুণ্য-ধামের অধিবাসী হইয়া প্রতারণা ও কপটতাকে একেবারে বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প, কিন্তু সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি করিতে হইলে, অনেক প্রকার বিবাদস্থল উপস্থিত হইতে পারে। অতএব ভ্রাতৃগণের চিরকাল

একত্রে থাকিয়া একত্র জীবন যাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া কোন ক্রমেই নির্দ্দেশ করা যায় না। বরং এক্ষণে মনুষ্যের যেরূপ প্রকৃতি ও জনসমাজের যাদৃশ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এক এক ভ্রাতার স্বীয় স্বীয় ক্ষমতানুযায়িনী উপজীবিকা অবলম্বন পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্ত্রী পুত্রাদি সমভিব্যাহারে স্বতন্ত্র অবস্থিতি করাই হিতকারী বোধ হয়। কিন্তু কাহারও কোন আপদ বিপদ অথবা কোন বিষয়ে অপ্রতুল উপস্থিত হইলে, সে বিপদ্ ও সে অপ্রতুল পরিহারার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন করা তদীয় ভ্রাতৃগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই। স্বীয়, সহোদরের এতাদৃশ উপকার করা সদাশয় দয়াশীল ব্যক্তিদিগের স্বভাব-সিদ্ধ গুণ। কিন্তু সমুদায় ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির একত্র সংসৃষ্ট থাকা যে, এতদ্দেশীয় লোকের সুখজনক ও নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম আছে তাহাদের এ সংস্কার তাদৃশ কল্যাণকর বোধ হয় না। এই প্রাচীন প্রথা সম্পূর্ণ সুখদায়ক হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা ভ্রাতৃ-বিরোধ রূপ বিষম বিষ উদ্ভাবিত হইয়া সকল পরিবারকে জর্জ্জরীভূত করে। সুতরাং তাহা-দিগকে কিছু দিন সেই বিরোধানলে দগ্ধ হইয়া অবশেষে পৃথক্ হইতে হয়। এরূপ বিবাদ, বিসংবাদ ও কলহ দ্বারা হৃদয় বিদারণ করিয়া পৃথক্ হওয়া অপেক্ষা অগ্রেই স্বতন্ত্র হওয়া শ্রেয়ঃ। যে স্থলে পরম পবিত্র প্রণয়-প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত থাকা উচিত, সে স্থলে গরল-ময় কলহ-ঘটনা হওয়া অত্যন্ত ক্লেশকর।

যাহাদের পরস্পর আনুকূল্য ও যত্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, তাহাদের পরস্পর প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পরস্পরের অহিত চেষ্টা করা দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয়।

আর উল্লিখিত রীতি বলবতী থাকাতে, অন্য অন্য প্রকার অনিষ্টও উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি এক সহোদর সাতিশয় পাপাচরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উৎপাত উপস্থিত করে, তদ্দ্বারা অন্য অন্য সহোদরের অত্যন্ত ক্লেশ, এবং কখন কখন গুরুতর বিপদও উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ রিপুপরায়ণ নরাধমের সহিত সংসৃষ্ট থাকিয়া যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করা শান্ত-স্বভাব পুণ্য-শীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে কি রূপে কর্ত্তব্য ও আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? তদ্ভিন্ন, বহু গোষ্ঠির মধ্যে এক জন কৃতী ও উপার্জ্জনক্ষম হইলে, অপরাপর সকলে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। পরোপজীবী হওয়া ও পরকীয় আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যে অত্যন্ত ঘৃণা ও গ্লানির বিষয়, ইহা অনেকে বিবেচনা করে না। করুণাময় পরমেশ্বর অসীম অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর মানববর্গের আকস্মিক আপদ্ বিপদ্ উদ্ধারার্থে তাঁহাদিগকে পরস্পর বিবিধ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের কেবল অন্যদীয় অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া চলা কোন মতেই তাঁহার অভিমত নহে। আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমরা স্বকীয় যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি ইহাই

তাঁহার অভিপ্রেত। ফলেও দৃষ্ট হইতেছে পরতন্ত্রতা নিতান্ত ক্লেশকর, স্বতন্ত্রতাই সুখদায়ক।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"।

কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় পরাধীনতা যে দুঃখ-দায়ক ও লাঘব-জনক, এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ যথার্থ তত্ত্ব আমাদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্দেশীয় সমপ্রকার রীতি নীতিতেই ইহার সম্পূর্ণ নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। এতদ্দেশীয় এক এক ব্যক্তি ভগিনী, ভাগিনেয়, পৌত্র, দৌহিত্রাদি বহু পরিবারের ভারগ্রহণ করিয়া যেরূপ ভারগ্রস্ত হন, তাহা কাহার অবিদিত আছে, পরিজনদিগের মধ্যে অনেকে কপর্দ্দক মাত্র আহরণ না করিয়াও, গোষ্ঠীপালক কোন ব্যক্তির উপর সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কাল হরণ করে; যাহার স্কন্ধে এক মন-লৌহের ভার সহ্য হয় না তাহার একেবারে দশ মণ ভার বহন করা কি রূপে সুসাধ্য হইতে পারে? ইহাতে তাহারও যথেষ্ট কষ্ট, পরিজন-বর্গেরও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ। তাহাকে দুর্ব্বহ-ভারাবনত হইয়া দারুণ দুর্ভাবনায় শরীর জীর্ণ করিতে হয় অতএব, যে প্রথা প্রবল থাকাতে ঐ সমুদায় বিষম বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে সুখদায়ক ও নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া নিশ্চয় করা কি রূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? পরন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য বটে, যদি সহোদরবর্গ পরম পরি-শুদ্ধ অকৃত্রিম প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর স্নেহ ও সদ্ভাব প্রকাশ পুরঃসর সপরিবারে একত্রে সুখে কাল

স্বরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা-ভাজন বলিতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যের ক্রিয়া-বৃক্ষে এরূপ কল্যাণকর ফল উৎপন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। এতাদৃশ পরম প্রার্থনীয় সুখপীযূষ সঞ্চারিত হইবার অনধিক কাল পরেই বিদ্বেষবিষ নিঃসৃত হইতে থাকে।

ভ্রাতৃগণ বাল্যাবধি যাবজ্জীবন একত্র সংসৃষ্ট থাকিয়া এক গৃহে অবস্থিতি করুন, অথবা কৃতী ও উপার্জ্জন-ক্ষম হইয়া স্বতন্ত্র বাস করুন, তাঁহাদের পরস্পর স্নেহ ও যত্ন করা এবং পরস্পরের হিতানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাতে প্রত্যেকেরই ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ হইয়া সংসারের সুখ-প্রবাহ সমধিক প্রবল হয়।

ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের প্রতি স্নেহ, যত্ন ও প্রীতি প্রকাশ করিতে হইলে, তদীয় সন্তানদিগের প্রতিও তদনুরূপ অনুকূল আচরণ করিতে হয়। ঐ সন্তান-দিগেরও পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী এবং মাতুল ও মাতুলানী প্রভৃতির প্রতি ভক্তি-সহকৃত সদয় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। স্বসম্পর্কীয় লোক যে নিঃসম্পর্কীয় অপেক্ষায় অধিক যত্নের পাত্র, ইহা সকল লোকেরই স্বভাবতঃ হৃদয়ঙ্গম আছে। যে ব্যক্তি যত নিকট-সম্পর্কীয়, তাহাকে তত স্নেহ-ভাজন ও প্রীতি-পাত্র বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবাক্রান্ত হইলে বিরোধ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহা মনুষ্যমাত্রেরই অতি গর্হিত অনৈসর্গিক ব্যবহার বলিয়া প্রতীতি আছে।

যাঁহারা একপরিবারস্থ থাকিয়া একত্র বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে এক জনের গুণাগুণে অন্য জনের বিলক্ষণ ইষ্টানিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে। একারণ, তাঁহাদের শান্ত ও সচ্চরিত্র হইয়া পরস্পর সদ্ভাব রাখিয়া পরস্পরের সুখচিন্তা করা অপেক্ষাকৃত অধিক আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদিগের ও অপরাপর সগোত্র বন্ধুবর্গের পরস্পর কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নিশ্চিত নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় না। জনসমাজের অবস্থানুসারে এ বিষয়ের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যে রাজ্যের রাজনিয়ম এমত সুন্দর ও ন্যায়ানুগত এবং রাজকর্ম্মচারীরা এমত সুন্দর রূপে সেই সমস্ত নিয়মানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ করেন যে, প্রজারা অনায়াসে নির্ভয়ে কালক্ষেপ করিয়া ধন প্রাণ রক্ষা করিতে পারে, তথাকার লোকের পরস্পর অনুকূলতার তাদৃশ অপেক্ষা রাখে না। তাহারা নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়িক কোন এক উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া যথা তথা অবস্থিতি করিতে পারে। অধিক দূরে অবস্থিত হইলে, ক্রমে ক্রমে স্নেহ ও মমতার খর্ব্বতা হইয়া আইসে, এবং অনেক পুরুষ গত না হইতেই তাহারা পরস্পর অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত থাকিয়া ইতস্ততঃ বাস করিয়া থাকে। কিন্তু যে দেশের রাজশাসন সেরূপ সুন্দর ও নিঃশঙ্ককর নহে, তথাকার প্রজারা পরস্পর সাহায্য-সাপেক্ষ হইয়া অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ থাকে। এতাদৃশ এক-গোত্রোদ্ভব ব্যক্তি সকল আপনাদিগকে এক পরিবার জ্ঞান করে, এবং তাহাদের মধ্যে

এক জনের কোন বিপদ্ ঘটিলে অপরাপর সকলে তাহার নিরাকরণার্থে সাধ্যমত চেষ্টা পায়। আরব, তাতার, তুর্কমান ও তাদৃশ অবস্থান্বিত অপরাপর অনেক জাতির মধ্যে এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর রাজনীতি বিশিষ্ট ইংরেজ ও ফরাশিশ্‌দিগের আচরণ ইহার বিপরীত। তাঁহারা পরস্পর নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র থাকিয়া, স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে সুখসমৃদ্ধি লাভ করিয়া, অপ[illegible] জীবন যাপন করেন। আত্মবশ হওয়া [illegible]র বিষয় বটে, কিন্তু আত্মবশ হইয়া স্নেহ ও বা[illegible] বিসর্জ্জন করা গর্হিত কর্ম্ম।

একাদশ অধ্যায়।

প্রভু ও ভৃত্য এ উভয়ের পরস্পর কর্ত্তব্য গৃহধর্ম্মের মধ্যে [illegible] করিতে হয়। সমাজনিবন্ধন অবলম্বন [illegible] মানুসারে [illegible] পর্য্যন্ত জন-সমাজের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, [illegible] সারে সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে প্রধান ও নিকৃষ্ট নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে হইয়াছে। ধন বিদ্যা, রুচি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উচ্চ বিশেষ এরূপ শ্রেণী-ভেদের মূলীভূত। এপ্রকার শ্রেণী-ভেদ হইলে সুতরাং কাহাকেও বা সেবক অর্থাৎ ভৃত্য, কাহাকেও বা সেব্য অর্থাৎ প্রভু হইতে হয়. কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কেহই স্বতন্ত্র নহে, উভয়ই পরতন্ত্র। উভয়েই পরস্পর সাহায্য-সাপেক্ষ। প্রভু আপনার অর্থ দিয়া ভৃত্যের আনুকূল্য করেন, ভৃত্য তদ্বিনিময়ে পরিশ্রম দিয়া প্রভুর উপকার করে। অতএব ভৃত্যকে হেয় ও অবজ্ঞ জ্ঞান করা প্রভুর পক্ষে উচিত নয়, প্রভুর আজ্ঞায় অবহেলা করাও ভৃত্যের পক্ষে বিধেয় নহে। উঁহাদের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দুই চারি কথার উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। অগ্রে প্রভুর কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ ভৃত্যের কর্ত্তব্য লিখিত হইতেছে।

ভৃত্যদিগের প্রতি সতত সদয় ব্যবহার করা উচিত, তাহাদিগকে প্রহার ও প্রভুত্ব প্রদর্শন এবং তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতে বিহিত নহে। তাহাদের প্রতি এরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত, রোষ ও বিদ্বেষেরই উদ্রেক হইতে থাকে। মান অপমান ও সুখ দুঃখ বোধ সকলেরই তুল্যরূপ, এই পরম-কল্যাণকর যথার্থ তত্ত্ব প্রভুদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরূক রাখা আবশ্যক।

"সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি যথা পরে।"

ভৃত্যদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করা উচিত নহে। তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ, বাৎসল্য ও সৌজন্য প্রকাশ করা, এবং যখন যে বিষয়ের আদেশ করিতে হয় তাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃদু বচনে করাই শ্রেয়ঃকল্প। তাহারা যদি প্রভুর কার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া উচিতমত ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপ যত্ন ও আদর করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহাদের শরীর অসুস্থ ও অস্বচ্ছন্দ হইলে তৎপ্রতীকারার্থে সম্যকরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তাহারা কোন দুর্বিপাকে পতিত হইলে উদ্ধার করা বিধেয়; তাহাদের ক্লেশ নিবারণ ও অবস্থার উন্নতি সাধনার্থ সুমন্ত্রণা প্রদান করা আবশ্যক। এতদ্দেশীয় অনেক লোক ভৃত্যদিগের প্রতি যেরূপ কটূক্তি ও কর্কশ ব্যবহার করেন, তাহা অত্যন্ত গর্হিত। তাঁহারা অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি যেরূপ অকথ্য